উইমেন 2030 প্রকল্পের প্রশিক্ষণ মাস্টার ম্যানুয়াল

মডিউল ২: টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার প্রধান নীতিগুলোতে জেন্ডার মুলধারাকরণ

এই মডিউলটি পাঁচটি অংশে বিভক্ত, যার প্রত্যেকটি যথাক্রমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) পাঁচটি জেন্ডার সম্পর্কিত বিষয়াবলীর সাথে সম্পর্কিত। সেই সাথে এটি উইমেন 2030 প্রকল্পের অংশীদারদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রমের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। বিভাগগুলি হলোঃ

সেশন ২.১: এসডিজি ৫- জেন্ডার সমতা এবং নারী ও মেয়ে শিশুর ক্ষমতায়ন।
সেশন ২.২: এসডিজি ৬- জেন্ডার এবং সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশনের প্রাপ্যতা।
সেশন ২. ৩: এসডিজি ৭- জেন্ডার এবং সকলের জন্য নির্ভরযোগ্য, সাশ্রয়ী এবং দূষণমুক্ত জ্বালানির প্রাপ্যতা।
সেশন ২. ৪: এসডিজি ১৩- জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কার্যক্রমে জেন্ডার দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যবহার।
সেশন ২. ৫: এসডিজি ১৫- জেন্ডার, বনভূমি ও জীববৈচিত্র্য।

সেশন ২.১: এসডিজি ৫- জেন্ডার সমতা এবং নারী ও মেয়ে শিশুর ক্ষমতায়ন।

শিরোনামঃ ‘এজেন্ডা ২০৩০’ বাস্তবায়নে জেন্ডার সমতা এবং ক্ষমতায়ন কেন অতীব গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝা।

শিক্ষার উদ্দেশ্য

এই সেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরাঃ

- এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থের (ম্যানুয়াল) মডিউল ১ এ বর্ণিত রূপরেখা অনুযায়ী জেন্ডার, ক্ষমতায়ন এবং জেন্ডার সমতা সম্পর্কিত ধারণাবলী পাবে।
- বিশ্বব্যাপী জেন্ডার সমতা এবং নারী ও মেয়ে শিশুর ক্ষমতায়নের সাম্প্রতিক উন্নয়ন এবং প্রতিবন্ধকতাসমূহ সম্পর্কে সচেতন হবে।
- ‘টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ৫’, এর উদ্দেশ্য এবং বৈশ্বিক ও জাতীয়ভাবে এটিকে পর্যবেক্ষণ করার সূচক সমূহ সম্পর্কে জানতে পারবে।

- ১৭টি এসডিজি'র সবগুলোর জেন্ডার সম্পর্কিত বিষয়াবলী এবং কেন নারী ও মেয়ে শিশুর ক্ষমতায়ন 'এজেন্ডা ২০৩০' বাস্তবায়নের মূল চাবি-কাঠি সে সম্পর্কে অবগত হবে।
- অংশগ্রহণকারীরা যাতে এই বিষয়ে নিজেদের অভিজ্ঞতা বর্ণনায় যোগদান করে সেটা নিশ্চিত করার জন্য এবং সবাই মিলে শেখা ও আন্তঃযোগাযোগ বাড়ানোয় উদ্বুদ্ধ করতে কিছু অনুশীলনী সম্পর্কে জানতে পারবে।
- জেন্ডার এবং এসডিজি সম্পর্কিত সাধারণ এবং নির্দিষ্ট তথ্যসমূহ সম্পর্কে জানতে যে প্রধান বৈশ্বিক এবং আঞ্চলিক সম্পদ রয়েছে, সেগুলোর সাথে পরিচিত হতে পারবে।

প্রশিক্ষক / প্রশিক্ষণে সাহায্যকারীদের জন্য নির্দেশিকা

এই সেশনের বিষয়বস্তুসমূহ ছোট ছোট অনুচ্ছেদ এবং তথ্য-চিত্রাবলীর সাথে সাথে বড় শিরোনামে উপস্থাপন করা হয়েছে যাতে শিরোনামগুলিকে 'পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন' এর মূল ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এটি দৃঢ়ভাবে সুপারিশ করা হচ্ছে যে আপনি তথ্যগুলোকে আপনার আঞ্চলিক, দেশীয় এবং স্থানীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিক করে উপস্থাপন করার জন্য জাতীয় উপাত্ত ও পরিসংখ্যান, তথ্য-চিত্রাবলী এবং (কেস স্টাডিজ) ব্যবহার করবেন। এই প্রচেষ্টা তাহলে অংশগ্রহণকারীদের অভিজ্ঞতা, স্বার্থ এবং প্রয়োজনীয়তার সাথে আরো ভালোভাবে সমন্বিত হবে। কোথায় এবং কীভাবে তা করতে হবে সেটা সেকশনগুলোতে ছোট ছোট বাক্সে পরামর্শ হিসেবে দেওয়া আছে।

এই বিভাগটি কমপক্ষে এক ঘন্টার অনুশীলনসহ সর্বমোট চার ঘন্টায় সমাপ্ত করা সম্ভব। আরো বিস্তৃত একটা দিনব্যাপী কর্মশালা করার জন্য এটাকে খুব সহজেই মডিউল ১ (জেন্ডার, ধারণাসমুহ এবং এসডিজি তে জেন্ডার দৃষ্টিভঙ্গী) এর সাথে সংযুক্ত করা যায়।

অংশগ্রহণকারীদের সমন্বয় করার জন্য, সহজলভ্য জ্ঞানলাভে অংশ নিতে এবং সবাই মিলে শেখাকে উদ্বুদ্ধ করার করার জন্য কিছু অনুশীলনীর উদাহরণ দেওয়া আছে। যদি বিভাগগুলোকে অংশগ্রহনকারীদের জন্য আরো বেশী উপযোগী এবং প্রাসঙ্গিক করার জন্য আপনার নিকট কোন কলা-কৌশল জানা থাকে, তবে সে অনুযায়ী রুপান্তরিত করে নিতে পারেন। আরো সময় থাকলে আপনি এটার উপর ভিত্তি করে একটা মাঠ-পর্যায়ে অনুশীলন বা দলবদ্ধ কর্মশালা পরিচালনা করতে পারেন।

আপনি নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন কোন বিষয়ের জন্য আপনি কতখানি সময় নিবেন। তবে সবগুলো বিষয় আলোচনা করার চেষ্টা করুন যাতে কোন প্রাসঙ্গিক বিষয় বাদ না থাকে।

অনুগ্রহ করে আপনার সেশন আরো আকর্ষণীয় করতে **বিভিন্ন গ্রন্থের নাম** এবং ওয়েবসাইটের লিঙ্ক উল্লেখ করুন।

কর্মশালার সময় অংশগ্রহণকারীদের ভাল ছবি তুলুন যেখানে দেখা যাবে তাঁরা কোন না কোন কার্যক্রমে জড়িত আছে।

সেশন পরিচালনা এবং রিপোর্ট করাকে সহজতর করার জন্য অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে রিকেপার, টাইমকিপার এবং নোটটেকার নিয়োগ করুন। এতে করে অংশগ্রহণকারীদের দক্ষতা এবং জ্ঞানেরও সঠিক ব্যবহার হবে।
শুভ কামনা

প্রশিক্ষকের জন্য ধারণা ও তথ্যসমূহঃ

জেন্ডার, ক্ষমতায়ন, জেন্ডার সমতা এবং সম্পর্কিত বিষয়াবলী

পরামর্শঃ আপনি এই বিভাগটি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালের (জেন্ডার সম্পর্কে সম্যক ধারণা অথবা জেন্ডার এবং জেন্ডার পরিচয়ের পার্থক্য (৩০-৪৫ মিনিট)) মডিউল ১ (জেন্ডার, ধারণাবলী এবং এসডিজি'র প্রধান নীতিগুলোতে জেন্ডার) এর কোন একটা অংশগ্রহণমূলক অনুশীলনী দিয়ে শুরু করতে পারেন। যদি আপনি পূর্বে মডিউল ১ দিয়ে কোন প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন তবে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন যে অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ-পরবর্তী জেন্ডার বিষয়ক ধারণায় কোন পরিবর্তন এসেছে কি না।

জেন্ডার আসলে নারী ও পুরুষের মাঝে বিদ্যমান ক্ষমতার সম্পর্ক, সামাজিকভাবে আরোপিত ভূমিকা, বিভিন্ন অধিকার, দায়িত্ব এবং নারী-পুরুষের সাথে সম্পৃক্ত সুযোগ-সুবিধাসমূহকে নির্দেশ করে। এটি নারী-পুরুষ কী করে (কার্যাবলী, দায়-দায়িত্ব), কীভাবে তারা আচরণ করে (পোষাক, জনসম্মুখে আচরণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ), তাদের কী আছে (সক্ষমতা, জ্ঞান, সম্পদে অধিগম্যতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা), প্রমূখ বিষয়াবলীর সাথে সম্পর্কিতঃ

জেন্ডার এবং লিঙ্গ আলাদা দুটি বিষয়। লিঙ্গ জৈবিকভাবে জন্মের সাথে সাথে নির্ধারিত এবং সাধারণত সারাজীবনব্যাপী নির্দিষ্ট। আর জেন্ডার হচ্ছে নারী-পুরুষের ক্ষমতা-ভিত্তিক সম্পর্ক এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক ব্যাবধানের উপর নির্ভরশীল। এটাঃ

- **সম্বন্ধযুক্তঃ** পুরুষ ও নারী আলাদাভাবে না, বরং তাদের মধ্যকার সম্বন্ধ, যা আসলে ক্ষমতার সম্পর্ক, তার সাথে সম্পর্কিত।
- **প্রেক্ষাপট, স্থান এবং সময় বা কাল নির্ভরঃ** নারী-পুরুষের জেন্ডার সম্পর্ক এবং দায়িত্ব জাতি, সংস্কৃতি, শ্রেণী, বর্ণ, যৌনতা, বয়স এবং অবস্থানের উপর নির্ভরশীল। জেন্ডার নারী এবং পুরুষের মাঝে বৈচিত্র তৈরী করতে এইসব বিষয়ের সাথে মিথিস্ক্রিয়ায় জড়ায়। সকল নারী একই রকম নয়, তাদের চাহিদা ও কৌতুহলও একই বিষয়ে নয়, এবং সকল পুরুষও একই রকম নয়। অংশগ্রহণকারীদের কাছে উদাহরণ শুনতে চান (শ্বশুর-শাশুড়ি; গ্রাম এবং শহরের নারী ও পুরুষ)।
- **ক্রমোচ্চ শ্রেনীবিভাগঃ** নারী-পুরুষের কার্যক্রম, দায়িত্ব, আচরণ এবং সম্পদ সমানভাবে মূল্যায়িত না হওয়ায় পুরুষের কাজ এবং বৈশিষ্ট্যের উপর তুলনামূলকভাবে বেশী গুরুত্ব প্রদান করা হয়। যার ফলে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ক্ষমতার সম্পর্ক তৈরী হয়।
- **প্রাতিষ্ঠানিকঃ** জেন্ডারের নিয়মাবলী ব্যাপকভাবে বিস্তৃত সামাজিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা হয় যা আদতে মূল্যবোধ, আইন, ধর্ম ইত্যাদি দ্বারা সমর্থিত। এটি জেন্ডার বৈষম্যের একটি স্থায়ী দুষ্ট-চক্রের সৃষ্টি করে। অংশগ্রহণকারীদের কাছে উদাহরণ শুনতে চান (নারী-পুরুষের উত্তরাধিকার, যৌতুক, জন্ম নিয়ন্ত্রণে নারীর অধিকার, গর্ভপাত, পারিবারিক কাজের মূল্যায়ন)।
- **প্রগতিশীল এবং সময়ে আবদ্ধঃ** জেন্ডার সম্পর্ক সময়ের সাথে সাথে আশে-পাশের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত (যুদ্ধ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, দেশান্তর, মহামারী) পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয়।
- **পরিবর্তনশীলঃ** সুযোগের সদ্ব্যবহার করে নিজেদের সক্ষমতা বাড়িয়ে যে কোন স্বতন্ত্র নারী বা পুরুষ এবং যে কোন পর্যায়ের মানুষ জেন্ডার ভিত্তিক ক্রমোচ্চ শ্রেনীবিভাগে পরিবর্তন আনতে পারে।

জেন্ডার সমতাঃ এটাই হচ্ছে টেকসই উন্নয়নের চরম উদ্দেশ্য। এর মানে হচ্ছে মানবাধিকার এবং জাতীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে সম্ভাব্য ভূমিকায় নারী-পুরুষের পরিপূর্ণ সাম্যাবস্থা নিশ্চিত করা, এবং এর ফলে উপকৃত হওয়া।

জেন্ডার সাম্যতাঃ এটা হচ্ছে নারী ও পুরুষের প্রতি ন্যায্য থাকার বা হওয়ার প্রক্রিয়া। এই ন্যায্যতা নিশ্চিত করার জন্য কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। কেননা কিছু ঐতিহাসিক ও সামাজিক অসুবিধা নারী-পুরুষের মসৃণ অংশগ্রহণে বাঁধা সৃষ্টি করে।
সাম্যতা থেকে সমতাঃ সাম্যতার ব্যবস্থাপনা নারী ও পুরুষের জন্য আলাদা হবে। নারীদের প্রায়ই বেশী সুযোগ দেওয়া হবে দীর্ঘমেয়াদী পর্যায়ে সমতা নিশ্চিত করার জন্য।
অংশগ্রহণকারীদের কাছে উদাহরণ শুনতে চান (নিম্ন
বর্ণের মানুষ এবং নারীদের জন্য সরকারী প্রতিষ্ঠানে আসন বরাদ্দ রাখা; বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের নিয়োগ দেওয়ার কথা বলা)।

পরামর্শঃ এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালের মডিউল ১ (জেন্ডার, ধারণাবলী এবং এসডিজি'র প্রধান নীতিগুলোতে জেন্ডার) এ সমতা ও সাম্যতার পার্থক্য নিয়ে বিষদভাবে আলোচনাসহ একটি অনুশীলনী রয়েছে।

ক্ষমতায়নঃ টেকসই উন্নয়ন এবং জেন্ডার সমতা অর্জন করার জন্য ক্ষমতায়ন একই সাথে বস্তুনিষ্ঠ এবং কার্যকর একটি উপায়। ক্ষমতায়ন একটি পরিবর্তনের প্রক্রিয়া যা মানুষকে মনমত পছন্দ করার ক্ষমতা দেয় এবং একই সাথে সেই পছন্দকে কাজ এবং ফলাফলে রুপান্তরিত করার সুযোগ প্রদান করে। এর মাধ্যমে শুধু নারীই নয়, সকল মানুষই তাদের নিজেদের জীবনের নিয়ন্ত্রণ নিচ্ছে, নিজেদের অবস্থার উন্নতি সাধন করছে, নিজস্ব বিষয়সূচী নির্ধারণ করছে, দক্ষতা বাড়াচ্ছে, আত্নবিশ্বাস বাড়াচ্ছে, সমস্যার সমাধান করছে এবং আত্মনির্ভরশীলতা তৈরী করছে।

ক্ষমতায়ন = স্বাবলম্বিতা। আপনি কাউকে ক্ষমতায়ন করতে পারেন না; কিন্তু তাদেরকে নিজেদের সক্ষমতা বাড়ানোর সরঞ্জাম যেমন শিক্ষা, সম্পদ, অথবা উন্নত আইন-কানুন ইত্যাদি প্রদান করতে পারেন। এটা সেই সাথে উন্নয়নের হস্তক্ষেপে জেন্ডার বিশ্লেষণ এবং প্রভাব মূল্যায়নের একটি কাঠামো তৈরী করতে পারে।

নোটঃ 'জিডব্লিউএ' মাঠ-পর্যায়ের কার্য-প্রণালী গঠন এবং বিশ্লেষণের কাঠামো তৈরী করতে ক্ষমতায়নের ধারনাকে ব্যাবহার করে। এটা পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত ৪টি আলাদা আলাদা উপাদানের সমন্বয়ে গঠিতঃ বস্তুগত, সামাজিক-সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক। এই কাঠামোটি এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালের মডিউল ১ (, ধারণাবলী এবং এসডিজি'র প্রধান নীতিগুলোতে জেন্ডার) এ উপস্থাপন করা হয়েছে। আরো দেখুন –

http://genderandwater.org/en/gwa-products/capacity-building/empowerment-for-gender-equality

জেন্ডার মূলধারাকরণঃ এটা হচ্ছে নারী পুরুষ বিভাজনকে দূরীভূত করার এবং সকল ক্ষেত্রে ও পর্যায়ে নারী-পুরুষের জন্য আইন, নীতি ও কার্যক্রম সহ যে কোন পরিকল্পিত কর্মপন্থা ময়ল্যায়ন করার প্রক্রিয়া। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভাজনকে দূরীভূত করার মাধ্যমে জেন্ডার সমতা অর্জন করা। সরঞ্জামঃ জেন্ডার বিশ্লেষণ, জেন্ডার ভিত্তিক বাজেট, জেন্ডার সংবেদনশীলতা পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি।

পরামর্শঃ সাংগঠনিক এবং প্রকল্প পর্যায়ে জেন্ডারকে মূলধারাকরণে আরো তথ্যের জন্য এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালের মডিউল ৪ (সাংগঠনিক দক্ষতা) দেখুন।

জেন্ডার সমতা এবং নারী ও মেয়েশিশুদের ক্ষমতায়নের কিছু বৈশ্বিক তথ্য ও পরিসংখ্যান

নোটঃ এই কর্মশালার পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে অংশগ্রহনণকারীদের বলুন তাদের নিজেদের দেশের জেন্ডার সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নের চিত্র সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে। উদাহরণস্বরূপ, নারী সাংসদ বা নারী মন্ত্রীর সংখ্যা, নারী বা পুরুষের বিয়ে করার বয়সের আইনগত পার্থক্য, বেতনভূক্ত কাজে নারীর অনুপাত, ইত্যাদি।

বেশ কিছু জায়গায় জেন্ডার সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নের উন্নতি হয়েছে সাম্প্রতিক দশকেঃ শিক্ষায় মেয়েশিশুদের প্রবেশাধিকার বেড়েছে, বাল্য বিবাহের হার কমেছে এবং মাতৃমৃত্যুর হার কমাসহ প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকারের উন্নতি ঘটেছে। তবুও, জেন্ডার সমতা বিশ্বব্যাপীই একটি চ্যালেঞ্জ এবং এই সমতার অভাব টেকসই উন্নয়নের পথে প্রধান অন্তরায়।

- **আইনগত কাঠামোর মাধ্যমে নারীর অধিকার নিশ্চিত করা** হচ্ছে তাদের প্রতি বৈষম্যকে সম্বোধন করার প্রথম পদক্ষেপ। ২০১৪ সালে ১৪৩ টি দেশ তাদের সংবিধানের মাধ্যমে নারী-পুরুষের সমতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে; আরো ৫২ টি দেশ বাকি আছে এই প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হতে। ১৩২ টি দেশে নারী ও পুরুষের বিয়ের বিধিবদ্ধ আইনগত বয়স একসমান, এবং বাকী ৬৩টি দেশে নারীর বিয়ের আইনগত বয়স পুরুষের চেয়ে কম।
- **নারী ও মেয়েশিশুদের প্রতি সহিংসতা** একটি অপরাধ, মানবাধিকারের লজ্ঘন এবং উন্নয়নের অন্তরায়। ২০০৫ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে ৫২ টি দেশে (উন্নত

দেশগুলো থেকে ১টি মাত্র) চালানো জরিপে দেখা যায় যে ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সী নারী ও মেয়েশিশুদের মাঝে ২১ শতাংশই গত ১২ মাসের মধ্যে তাদের ঘনিষ্ঠ সঙ্গীর হাতে শারীরিক এবং অথবা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে। বিকলাঙ্গ, আদিবাসী গোষ্ঠী এবং ৫০ এর অধিক বয়সের নারীদের এই সহিংসতার প্রতি ঝুকি পরিমাপ করা হয় নি, বা তথ্যের সীমাবদ্ধতার জন্য পরিমাপ করা যায় নি। যদিও তাদের ঝুকির পরিমাণ বেশী হওয়ার কথা কেননা এই দলটা আসলে প্রচুর বৈষম্যের শিকার।

- **মানব পাচার প্রচণ্ডভাবে নারী ও মেয়েশিশুদের উপর প্রভাব ফেলে,** যেহেতু বিশ্বব্যাপী এর শিকারের ৭০ ভাগই মহিলা।
- **২০১৫ সালে ২০-২৪ বছর বয়সী ২৬ ভাগ নারী অভিযোগ করেন যে তাদের ১৮ বছর বয়সের আগেই বিয়ে হয়েছিল।** এই সংখ্যাটা গত ২৫ বছরে ৬ ভাগ কমেছে, এবং গড় চিত্র আসলে বিভিন্ন অঞ্চল বা দেশের মাঝে বিদ্যমান ব্যাপক অসঙ্গতি প্রকাশ করতে পারে না। শিশু বিবাহের হার দক্ষিণ এশিয়া ও সাব-সাহারান আফ্রিকায় সবচেয়ে বেশী, যথাক্রমে ৪৪ এবং ৩৭ শতাংশ। ১৫ বছরের কম বয়সী মেয়েশিশুদের বিবাহের দিক থেকেও এই দুটি অঞ্চল এগিয়ে আছে, যথাক্রমে ১৬ এবং ১১ শতাংশ।
- **মহিলাদের যৌনাঙ্গহানি বা বিচ্ছেদের মত একটি ক্ষতিকর চর্চা মানবাধিকার লংঘনের উদাহরণ** যা বিশ্বব্যাপী মেয়েশিশু এবং নারীদের উপর প্রভাব ফেলে। যদিও ঠিক কতজন নারী এই প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে গিয়েছেন তা সঠিকভাবে জানা যায় নি, তথাপি তথ্য-উপাত্ত অনুযায়ী এটা বলা যায় যে সংখ্যাটা ৩০ টি দেশের কমপক্ষে ২০ কোটি নারী। যদিও গত তিন দশক ধরে এই প্রচলন কমছে, তবুও সকল দেশই একই সমান অগ্রগতি লাভ করে নি বা সবার গতিও একই সমান না। ২০১৫ সাল পর্যন্ত ৩০ টি দেশের তথ্য অনুযায়ী ১৫-১৯ বছর বয়সী প্রায় প্রতি ৩ জনে ১জন মেয়েশিশু এই প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে গিয়েছেন, যা ১৯৮০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে ছিল প্রতি ২ জনে ১ জন।
- **প্রতিটি অঞ্চলে, নারী ও মেয়েশিশুদের গৃহস্থালির কাজের জন্য পানি ও জ্বালানি সরবরাহ, রান্না এবং পরিষ্কার করা সহ নানা ধরনের বেতন বহির্ভূত কাজে ব্যবহার করা হয়।** নারীরা বলেন গড়ে তারা দৈনিক ১৯ শতাংশ সময় বেতন বহির্ভূত কাজে ব্যয় করেন, যেখানে পুরুষেরা করেন মাত্র ৮ শতাংশ। বেতন বহির্ভূত কাজের সাথে গৃহস্থালি কাজ আর বেতনভূক্ত কাজ মিলে নারী ও মেয়েশিশুদের উপর ব্যাপক ভার সৃষ্টি করে, যার ফলে তারা বিশ্রাম, নিজের যত্ন, জ্ঞান আহরণ এবং অন্যান্য কাজে খুবই কম সময় পায়।

- বিশ্বব্যাপী, গত এক দশকে **সংসদে মহিলাদের অংশগ্রহণ** খুব ধীরে ধীরে বেড়েছে, ২০০৬ সালে ১৭ শতাংশ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে ২৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এটি সংসদীয় নেতৃত্বের অবস্থানে নারীদের জন্য একই। ২০১৬ সালের জানুয়ারিতে সংসদের সকল বক্তাদের মধ্যে মাত্র ১৮ শতাংশ নারী অংশ নেয়।
- **ভূমি এবং উৎপাদনশীল সম্পদ, পরিষ্কার পানি এবং নিরাপদ স্বাস্থ্যব্যবস্থা**, **নির্ভরযোগ্য ও পরিচ্ছন্ন শক্তিতে প্রবেশাধিকারের স্বল্পতা** নারীদের দারিদ্র্যতার ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। সেই সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট চরম ঘটনাগুলি তাদের উচ্চতর ঝুঁকির মধ্যে রাখে।

নীচের চিত্রটি (ইউএন উইমেন থেকে, উৎস: প্রগ্রেস অফ দ্যা ওয়ার্ল্ড’স উইমেন ২০১৫/২০১৬) কর্মক্ষেত্রে এবং কাজ করতে গিয়ে নারীরা যে জেন্ডার বিভেদের শিকার হয় তার কিছু পরিসংখ্যান তুলে ধরেছে।

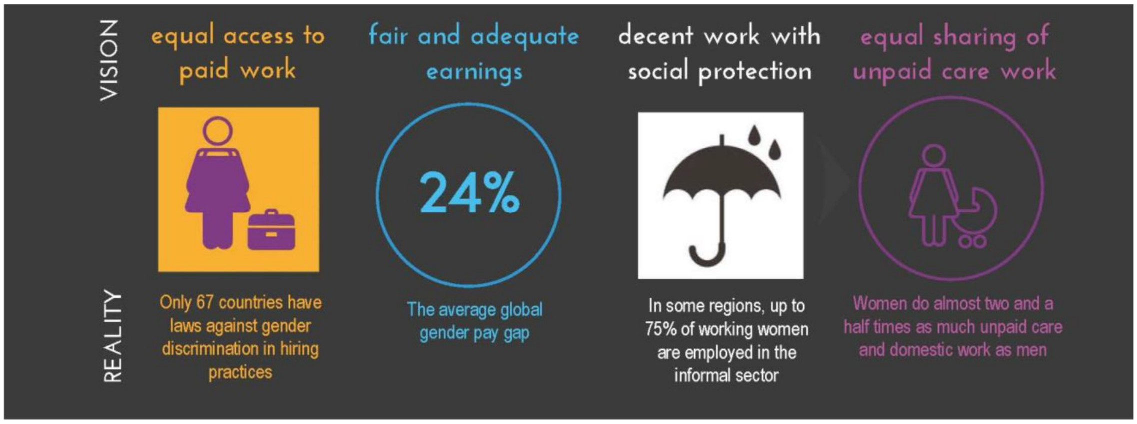
VISION
REALITY
equal access to paid work
fair and adequate earnings
decent work with social protection
equal sharing of unpaid care work
24%

Only 67 countries have laws against gender discrimination in hiring practices

The average global gender pay gap

In some regions, up to 75% of working women are employed in the informal sector

Women do almost two and a half times as much unpaid care and domestic work as men

উইমেনডেলিভার. ওআরজি থেকে প্রাপ্ত নিচের চিত্রে দেখা যায় যে টেকসই উন্নয়ন এবং অনেকগুলো এসডিজি অর্জনে কেন জেন্ডার এবং ক্ষমতায়ন অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

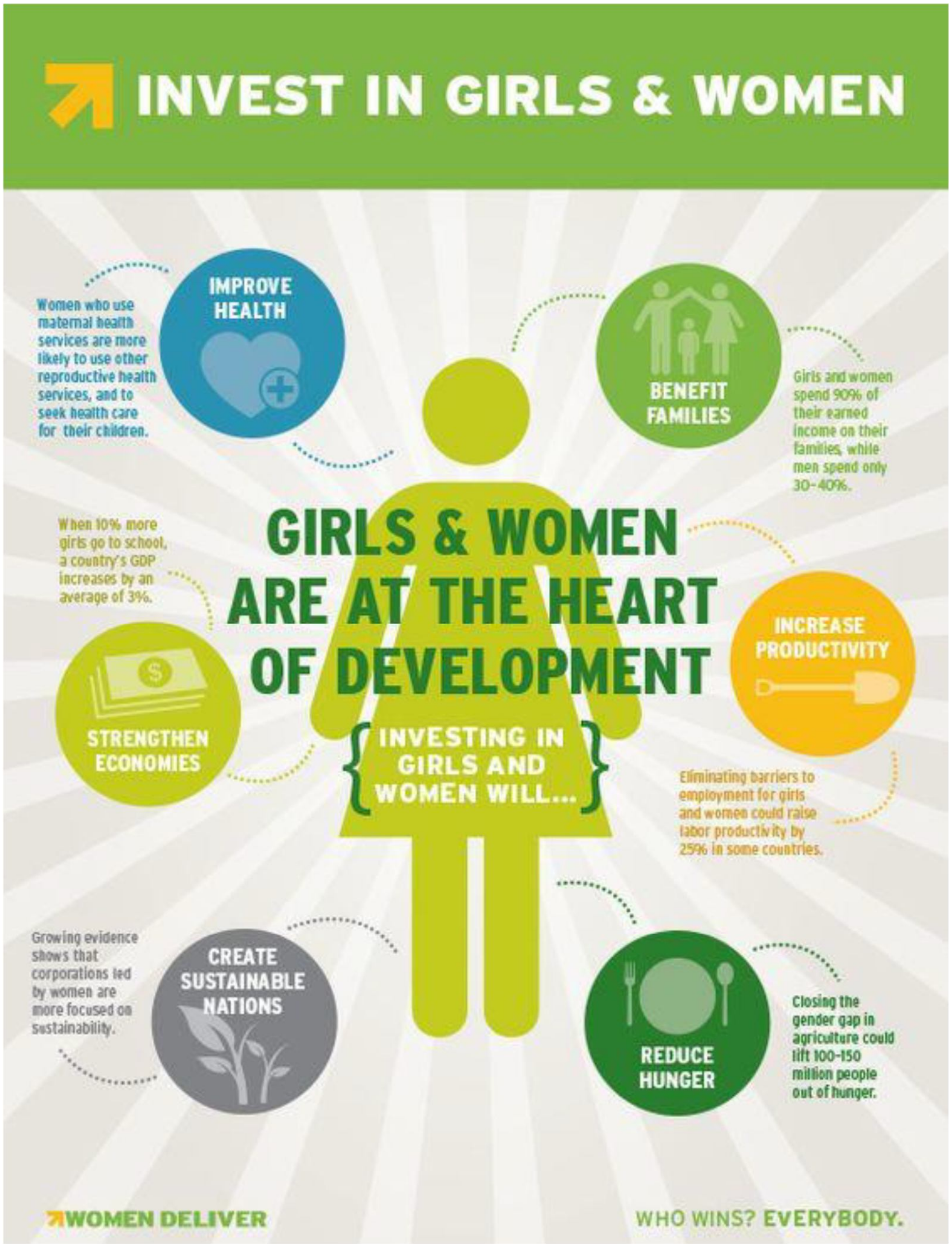
INVEST IN GIRLS & WOMEN
IMPROVE HEALTH
Women who use maternal health services are more likely to use other reproductive health services, and to seek health care for their children.
BENEFIT FAMILIES
Girls and women spend 90% of their earned income on their families, while men spend only 30-40%.
When 10% more girls go to school, a country's GDP increases by an average of 3%.
GIRLS & WOMEN ARE AT THE HEART OF DEVELOPMENT
INCREASE PRODUCTIVITY
STRENGTHEN ECONOMIES
{INVESTING IN GIRLS AND WOMEN WILL...}
Eliminating barriers to employment for girls and women could raise labor productivity by 25% in some countries.
Growing evidence shows that corporations led by women are more focused on sustainability.
CREATE SUSTAINABLE NATIONS
REDUCE HUNGER
Closing the gender gap in agriculture could lift 100-150 million people out of hunger.
WOMEN DELIVER
WHO WINS? EVERYBODY.

এসডিজি ৫:   উদ্দেশ্য, লক্ষ্যমাত্রা এবং সার্বজনীন নির্দেশকসমূহ

লক্ষ্যঃ জেন্ডার সমতা এবং সকল মেয়েশিশু ও নারীদের ক্ষমতায়ন অর্জন করা।

এসসডিজি ৫ এর সর্বমোট ৯টি লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে, যার মধ্যে প্রথম ৬টি ফলাফল ভিত্তিক এবং বাকি ৩টি সেই ফলাফল নির্ভর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের উপায়ঃ

লক্ষ্যমাত্রা ৫. ১: সর্বক্ষেত্রে নারী ও মেয়েশিশুদের প্রতি সকল ধরণের বৈষম্যের অবসান করা।

লক্ষ্যমাত্রা ৫. ২: সকল ব্যক্তিগত এবং প্রকাশ্য স্থানে নারী ও মেয়েশিশুদের প্রতি সকল ধরনের হিংস্রতা সহ পাচার এবং যৌন ও অন্যান্য শোষণ দূর করা।

লক্ষ্যমাত্রা ৫. ৩: সকল ক্ষতিকর চর্চা দূর করা; যেমন বাল্য বিবাহ, শীঘ্রই এবং জোর করে বিয়ে দেওয়া, নারীদের যৌনাঙ্গহানি বা বিকৃতি (এফজিএম) ইত্যাদি।

লক্ষ্যমাত্রা ৫. ৪: সরকারী পরিষেবা, অবকাঠামো ও সামাজিক সুরক্ষা নীতিমালা এবং পরিবার ও পরিবারের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়া ইত্যাদি প্রচারের মাধ্যমে জাতীয়ভাবে যথাযথ হিসাবে অবৈতনিক সেবা এবং গার্হস্থ্য কাজের স্বীকৃতি এবং মূল্যায়ন করা।

লক্ষ্যমাত্রা ৫. ৫: রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও জনসাধারণের জীবনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল পর্যায়ে নারীর পূর্ণ এবং কার্যকর অংশগ্রহণ এবং নেতৃত্বের সমান সুযোগ নিশ্চিত করা।

লক্ষ্যমাত্রা ৫. ৬: 'জনসংখ্যা ও উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক সম্মেলনের কর্মসূচি' এবং 'কর্মসূচির জন্য বেইজিং প্ল্যাটফর্ম' এর সাথে সঙ্গতি রেখে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং প্রজনন অধিকারে (**SRHR**) সর্বজনীন প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং তাদের ফলাফল 'পর্যালোচনা সম্মেলনে' লিপিবদ্ধ করা।

লক্ষ্যমাত্রা ৫. কঃ জাতীয় আইনের সাথে সঙ্গতি রেখে অর্থনৈতিক সম্পদসমূহ সহ ভূমির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, উত্তরাধিকার এবং প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ন্ত্রণের অধিকারগুলি নিশ্চিত করার জন্য ***আইনের যথাযথ সংস্কারকর্ম*** হাতে নেওয়া।

লক্ষ্যমাত্রা ৫. খঃ নারীর ক্ষমতায়ন বিকাশে সক্ষম ***প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা***, বিশেষৎ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি।

লক্ষ্যমাত্রা ৫. গঃ জেন্ডার সমতা এবং সকল স্তরের সকল নারী ও মেয়েশিশুদের ক্ষমতায়ন প্রচারের জন্য ***সুদৃঢ় নীতি ও প্রয়োগযোগ্য আইন*** গ্রহণ ও শক্তিশালী করা।

এসডিজি৫ এর লক্ষ্যমাত্রাগুলির একটি সমালোচনা হল যে, তারা এমন দুইটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করে না যা আদতে জেন্ডার বিষয়গুলি নামক লেবেলের অধীন হতে পারে।[৬] যদিও যারা এই বিভাগগুলির সাথে নিজেদের সনাক্ত করে তাদের প্রতি ব্যাপক কাঠামোগত বৈষম্য এবং সহিংসতার অস্তিত্ব বিদ্যমান, তবুও **LGBTQI** (নারী সমকামী, পুরুষ সমকামী, উভকামী, ট্রান্সজেন্ডার, **Queer**,

এবং ইন্টারসেক্স) বিষয়টি এজেন্ডা থেকে সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। উপরন্তু, এই লক্ষ্যগুলিতে পুরুষের উল্লেখ নেই এবং "জেন্ডার" শব্দটি নারীদের সাথে সমার্থক বলে মনে হয়, যদিও উপরে উল্লেখিত বিভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য পুরুষের অংশগ্রহণ অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

জেন্ডার এবং এসডিজি৫ এর লক্ষ্যমাত্রা এবং সূচকগুলির বিশ্বব্যাপী পর্যবেক্ষণ

সদস্য দেশ এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থাদের নিয়ে গঠিত ‘এসডিজি’র উপর আন্তঃসংস্থা বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠী (**IAEG-SDGs**)’ পর্যবেক্ষক হিসাবে বিশ্বব্যাপী এসডিজি’র লক্ষ্যমাত্রা নিরীক্ষণের জন্য নির্দেশকগুলোর একটি সরকারী তালিকা[৭] তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এসডিজি’র সরকারী বৈশ্বিক নির্দেশকগুলোর তালিকা এবং নিরীক্ষণের কাঠামো সম্পর্কে আরো তথ্য জানতে দয়া করে **IAEG-SDGs** এর ওয়াবসাইটে যানঃ https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/

এই সরকারী তালিকায় এসডিজি৫ এর লক্ষ্যমাত্রাগুলোর নির্দেশকগুলি অন্তর্ভূক্ত, যেমনঃ

- *জেন্ডার সমতা এবং অ-বৈষম্যকে প্রচার, প্রবর্তন ও প্রয়োগ এবং নিরীক্ষণের জন্য আইনি কাঠামো আছে কিনা।*
- *সহিংসতা, বয়স এবং সংঘর্ষের স্থান দ্বারা পূর্ববর্তী ১২ মাসের মধ্যে ঘনিষ্ঠ অংশীদার এবং/অথবা অন্যদের দ্বারা যৌন ও মনস্তাত্ত্বিক সহিংসতার শিকার ১৫ বছর বা তার বেশি বয়স্ক নারী ও মেয়েশিশুদের অনুপাত।*
- *জেন্ডার, বয়স এবং অবস্থানের ভিত্তিতে অবৈতনিক গার্হস্থ্য কর্ম এবং পরিচর্যা কর্মের উপর ব্যয় করা সময়ের অনুপাত।*
- *(ক) জাতীয় সংসদ এবং (খ) স্থানীয় সরকারে নারীদের দ্বারা দখলকৃত আসনের অনুপাত, এবং ব্যবস্থাপনাগত অবস্থানের ক্ষেত্রে নারীর অনুপাত।*
- *এমন দেশগুলির অনুপাত যেখানে আইনী কাঠামো (প্রথাগত আইন সহ) দ্বারা ভুমির মালিকানা এবং/অথবা নিয়ন্ত্রণে নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়।*
- *লিঙ্গের ভিত্তিতে মোবাইল টেলিফোন মালিক ব্যক্তিদের অনুপাত।*

এসডিজি৫ এর লক্ষ্যমাত্রাগুলো অর্জনে অগ্রগতির একটি সত্যিকারের ছবি পেতে গুণগত তথ্যের পাশাপাশি পরিমাণগত তথ্যও প্রয়োজন। স্থানীয় পর্যায়ে সংগৃহীত এবং বিশ্লেষণ করা যায় এমন বাস্তবিক নির্দেশকের চিন্তা করাটাও গুরুত্বপূর্ণ। তারপর এগুলো জাতীয় প্রতিবেদনে প্রদর্শিত এসডিজি৫ এর লক্ষ্যমাত্রাগুলোর অগ্রগতির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

এই সমস্ত কারণে **এটি স্থানীয় সিএসও'দের ও তৃণমূল গোষ্ঠীর জন্য তাদের স্থানীয় স্তরে এইসব এবং অন্যান্য জেন্ডার সমতার সূচকগুলোর নিরীক্ষণে জড়িত হওয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।**

পরামর্শঃ অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞাসা করুন যে তারা এই সরকারী সূচকগুলির ব্যাপারে কী ভাবছেন, এবং তারা জানেন কিনা যে তাদের দেশে এসডিজি৫ এর সূচক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে কোন জাতীয় সংস্থাগুলি। তারা কি নির্ভরযোগ্য? যদি 'না' হয়, তাহলে কেন 'না'? অংশগ্রহণকারীদের বলুন এসডিজি৫ এর লক্ষ্যমাত্রাগুলির এমন কিছু অংশগ্রহণমূলক এবং জেন্ডার-প্রতিক্রিয়াশীল সূচক সম্পর্কে ভাবতে যেগুলো তারা স্থানীয় পর্যায়ে নিজেরাই নিরীক্ষণ করতে পারবেন। এই তথ্যগুলোকে টুকে রাখুন।

'এজেন্ডা ২০৩০' এ জেন্ডার সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন

পরামর্শঃ আপনি এই বিভাগটি শুরু করার আগে অংশগ্রহণকারীদের এসডিজি'র কিছু জেন্ডার মাত্রা সম্পর্কে চিন্তা করতে বলুন। এগুলো লিখে রাখুন।

১৭টি এসডিজি এর সবগুলিতেই নারী অপরিহার্য অংশীদার। সেই সাথে অবশেষে অনেকগুলো লক্ষ্যমাত্রা টেকসই উন্নয়ন অর্জনের উপায় এবং উদ্দেশ্য হিসেবে জেন্ডার সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নকে চিহ্নিত করেছে। এই মনোভাবে এমডিজি'র থেকে ভিন্ন উপায়ে 'এজেন্ডা ২০৩০' এর একটি একক জেন্ডার লক্ষ্যমাত্রা আছে, এবং অনেক সূচক জুড়ে তথ্য বিচ্ছিন্নকরণের জন্য আরো সামঞ্জস্যপূর্ণ আমন্ত্রণ আছে। বিভিন্ন পর্যায়ে (অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক) এবং বিভিন্ন স্তরে (আইনী, প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক) জেন্ডার বৈষম্য মোকাবেলা করা ছাড়া ১৭ টি এসডিজি'র মধ্যে কোনটিই কেউ সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারবে না। নিচে এমন কিছু উদাহরণ দেওয়া হল যার মাধ্যমে বোঝা যায় যে জেন্ডার কীভাবে কিছু এসডিজি এবং এজেন্ডা ২০৩০ অর্জনে প্রভাব ফেলেঃ

1 NO POVERTY

এসডিজি ১ (দারিদ্রতা নিরসন): বৈশ্বিকভাবে দরিদ্র লোকদের বেশীরভাগই নারী। দারিদ্র্য এই ঝুঁকি বাড়ায় এবং জেন্ডার বৈষম্য এই মহিলাদের প্রাণোচ্ছলতা কমিয়ে দেয়। নারীরা তাদের বেশীরভাগ কাজের বিনিময়ে হয় মজুরিহীন অথবা কম মজুরী পায়, এবং সেই সাথে হঠাত করে আসা বাইরের সংকটকালে ঋণগ্রহীতা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। মেয়েশিশুদের বাল্যবিবাহ দারিদ্র্যের সাথে সংযুক্ত, সেই সাথে এর ফলে অকাল গর্ভধারণের জন্য তাদের জীবন হুমকির সম্মুখীন হয় এবং প্রায়ই শিক্ষার প্রত্যাশা এবং ভালো আয় করার সম্ভাবনা হ্রাস পায়। এসডিজি১ অর্জনের মূল চাবিকাঠি হচ্ছে মৌলিক পরিষেবা, ভূমি ও অন্যান্য সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা, উত্তরাধিকার, প্রাকৃতিক সম্পদ, উপযুক্ত নতুন প্রযুক্তি এবং আর্থিক পরিষেবাগুলিতে নারীদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।

2 ZERO HUNGER

এসডিজি ২ (ক্ষুধা নিরসন): সারা পৃথিবীতে সকল পরিবারের ৯০ শতাংশেরও বেশি খাবার নারীরা প্রস্তুত করে, কিন্তু যখন খাদ্যসংকট দেখা দেয় তখন নারী ও মেয়েশিশুরাই সবার প্রথমে কম খাওয়া শুরু করে। এশিয়া ও আফ্রিকায় অর্ধেকেরও বেশি কৃষি শ্রমিক হচ্ছে নারী, কিন্তু খাদ্য নিরাপত্তায় তাদের সম্ভাব্য অবদান সীমাবদ্ধ থাকে ভূমি ও অন্যান্য উতপাদনশীল সম্পদে অসম প্রবেশাধিকার দ্বারা। এসডিজি২ অর্জনের জন্য সম্পদের আরো ন্যায়সঙ্গত বণ্টনে প্রয়োজনীয় আইনী সংস্কার, যেমন ভূমি ও ঋণ এবং খাদ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে নারীর জন্য উপযুক্ত কাজ এবং আয়ের নিশ্চয়তা প্রদানকারী আইনের প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING

এসডিজি ৩ (সুস্বাস্থ্য এবং সমৃদ্ধি): সুস্বাস্থ্যের অধিকার একটি মৌলিক মানবাধিকার যা অনেক নারীর জন্য অবমূল্যায়িত। এর সাধারণ কারণগুলো হচ্ছে তাদের বাড়ীতে রাখার চর্চা, জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা (**GBV**) এবং নিরাপদ জল ও উন্নত স্বাস্থ্যব্যবস্থায় প্রবেশাধিকারর অভাব। বিশ্বব্যাপী প্রজননক্ষম নারীদের মৃত্যুর প্রধান কারণ হচ্ছে এইড্‌স। শুধুমাত্র এই কারণে না যে জৈবিকভাবে নারীরা বেশি সংক্রমিত হয়, বরং অসম সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার ফলে তাদের নিজেদেরকে রক্ষা করার এবং শক্ত কোন

বিকল্প তৈরির ক্ষমতা হ্রাস পায়। ততক্ষণ পর্যন্ত এসডিজি৩ অর্জন করা সম্ভব না, যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজ এবং সেইসকল চর্চাগুলি যারা নারীর স্বাস্থ্য ও কল্যাণকে হুমকির সম্মুখীন করে যেমন - সব ধরনের জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা (**GBV**) , বাল্যবিবাহ, মেয়েশিশুদের যৌনাঙ্গহানী বা বিকৃতকরণ, খাদ্যতালিকাগত বিধিনিষেধ ইত্যাদি বন্ধ না হবে। সহিংসতার পর বেঁচে থাকা এবং সবচেয়ে দরিদ্র নারীসহ সকল নারী ও মেয়েশিশুদের স্বাস্থ্যসেবার বিধানগুলির উন্নতির জন্য সকল দেশের সরকারকে অবশ্যই সক্রিয় আইন প্রণয়ন করতে হবে।

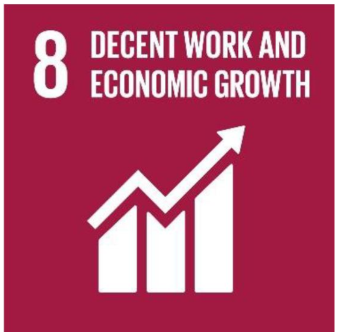

এসডিজি ৮ (ভালো/শালীন কাজ এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি):
একটি সমন্বিত অর্থনীতিতে ভালো/শালীন কাজ মানে জীবনধারণের পক্ষে নূন্যতম মজুরি, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে সুরক্ষা; তবে এই অবস্থা বিশ্বের বেশীরভাগ কর্মজীবি মহিলাদের নাগালের বাইরে। বিশ্বব্যাপী এখনও সবচেয়ে কষ্টকর কর্মগুলিতে পুরুষদের তুলনায় নারীরা কম মজুরীতে কাজ করতে বাধ্য হয় এবং কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য ও যৌন হয়রানিতে ভোগে। এসডিজি৮ অর্জন করতে হলে অবশ্যই ভালো/শালীন কাজে নারীর প্রবেশাধিকার, উতপাদনশীল সম্পদ এবং আর্থিক পরিষেবাগুলিতে সমান সুযোগ থাকতে হবে, এবং সেই সাথে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমান সুযোগ থাকতে হবে, যার মধ্যে তাদের নিজদের করা আয় খরচের বিষয়ও রয়েছে। সরকারকে সমান কাজের জন্য সমান বেতন, কর্মসংস্থানে ভালো প্রবেশাধিকার, কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানীর বিরুদ্ধে নিরাপত্তাসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অধিকারগুলি নিশ্চিত করার জন্য আইন সংস্কার ও প্রয়োগ করতে হবে।

9
INDUSTRY, INNOVATION
AND INFRASTRUCTURE

এসডিজি ৯ (শিল্প, উদ্ভাবন এবং অবকাঠামো): টেকসই শিল্প ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে জেন্ডার মাত্রা গ্রহণের প্রয়োজন, যাতে নারীরা তাদের প্রয়োজনীয় সেবা ও সুবিধাগুলিতে প্রবেশাধিকার পায়। সঠিক গবেষণা এবং উন্নয়ন এটির মূল চাবিকাঠি, কিন্তু বেশিরভাগ গবেষক এখনও পুরুষ এবং পরামর্শ পদ্ধতিগুলিতে নারীদের উপেক্ষা করেন। জেন্ডারগত ভারসাম্য না থাকায় বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প যেমন নির্মাণ, উৎপাদন ও শক্তিক্ষেত্রে অল্পসংখ্যক মহিলা কর্মী ও সিদ্ধান্ত-গ্রহীতা থাকে, যার ফলে জেন্ডার-বান্ধব নয় এমন নতুনত্ব এবং সেবা-বিধান তৈরী হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত নারী ব্যবহারকারী, প্রযোজক এবং সিদ্ধান্তগ্রহণকারী হিসাবে শিল্পের পরিকল্পনা, নির্মাণ ও

অর্থায়ন এবং পরিকাঠামোতে সমানভাবে অংশগ্রহণ না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এসডিজি ৯ অর্জন করা সম্ভব হবে না।

10
REDUCED INEQUALITIES

এসডিজি ১০ (বৈষম্য হ্রাস করা): অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ার পরেও দেশে-দেশে এবং দেশের মধ্যে বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে যা বৈষম্যতার গভীর ও কাঠামোগত কারণসমূহের সংকেত দিচ্ছে। জেন্ডার বৈষম্য আরো অনেক বৈষম্য যেমন বয়স, অক্ষমতা, জাতিগত ও অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদিকে ছেদ করে যা অসমতার এই বোঝা অনেকগুণ বাড়িয়ে তোলে। নারীরা এর মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থার সম্মুখীন হয় যেহেতু তারা মজুরি, কাজের পরিবেশ, সম্পদে প্রবেশাধিকার, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, নাগরিকত্ব এবং দূর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন থেকে উদ্ভূত বহিরাগত ধাক্কাগুলিকে মোকাবিলা করতে বাধ্য হয়। নারী ও পুরুষের জন্য নীতি, প্রযুক্তি এবং প্রকল্পগুলির বিভিন্ন এবং সম্ভাব্য অসম ফলাফলগুলির স্বীকৃতি দেওয়া এবং সমাধান করা উচিত। এসডিজি ১০ অর্জন করা সম্ভবপর হতে পারে শুধুমাত্র নারীর ক্ষমতায়ন এবং সমস্ত ক্ষেত্রগুলিতে জেন্ডার বৈষম্য হ্রাসের মাধ্যমে। সেটা হতে পারে বৈষম্যমূলক আইন, নীতি ও পদ্ধতিগুলি দূর করে যেগুলো নারীর সম্পত্তির মালিকানা সীমিত করে এবং সেবাগুলিতে প্রবেশাধিকারে বাঁধা প্রদান করে; অথবা যথাযথ আইন প্রণয়ন ও নীতিমালার মাধ্যমে শালীন কাজ, সামাজিক সুরক্ষা ইত্যাদি নিশ্চিত করে।

14
LIFE BELOW WATER

এসডিজি ১৪ (পানির নিচের জীববৈচিত্র): ধ্বংসাত্মকভাবে মাছ ধরা, দূষণ এবং মহাসাগরীয় অ্যাসিডীকরণের ফলে মাছের ভাণ্ডার শেষ হয়ে পড়ছে এবং সামুদ্রিক বাস্তুসংস্থান ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছে এবং এর তাতক্ষণিক প্রভাব উপকূলীয় সম্প্রদায়গুলি এবং জীবিকার জন্য মহাসাগরের উপর নির্ভরশীল যারা তাদের দ্বারা সবচেয়ে তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। বড় পরিসরে সামুদ্রিক মৎস্য শিকারে (৬৬ শতাংশ) এবং ক্ষুদ্র আভ্যন্তরীণ মৎস্য শিকারের (৫৪ শতাংশ) উভয় ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা বেশি হলেও জলাশয়ে কাজ করা নারীরা পুরুষের প্রায় ৬৪ শতাংশ বেতন পায়। তারা মূলত কম দক্ষতার ও কম বেতনের অনিয়মিত ও ঋতুনির্ভর কাজ যেমন প্রক্রিয়াকরণ, মোড়ক করা এবং বিপণনের মধ্যে জড়ায় বেশী; এবং প্রায়ই চুক্তি বা স্বাস্থ্য সুরক্ষা, নিরাপত্তা এবং শ্রমিক অধিকার সুরক্ষা ছাড়া কাজ করে। এসডিজি ১৪ অর্জন করার জন্য সামুদ্রিক ও অভ্যন্তরীণ মৎস্য ক্ষেত্রে

নারীর কাজকে অবশ্যই স্বীকৃতি দিতে হবে এবং সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহারের সকল কৌশল তাদের সাথে আলোচনা করতে হবে এবং তাদের নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা ও প্রয়োজনগুলির প্রতি সাড়া দিতে হবে।

17
PARTNERSHIPS
FOR THE GOALS

এসডিজি ১৭ (লক্ষ্যমাত্রার অর্জনে অংশীদারিত্ব): এসডিজিগুলি বাস্তবায়ন করার উপায় যেমন অর্থ, প্রযুক্তি, ক্ষমতা, অংশীদারিত্ব এবং তথ্য ছাড়া সামান্যই অর্থ পাবে, কিন্তু প্রায়ই নারীরা বাস্তবায়নের পদ্ধতির কারণে হারাতে থাকে। যদিও সরকার নারীদের জন্য সুবিধাজনক হবে এমন কার্যক্রমগুলির জন্য সরাসরি তহবিল পরিচালনার জন্য জেন্ডার-প্রতিক্রিয়াশীল বাজেট ব্যবহার করে, তবুও অর্থায়নের ফাঁকফোকর ৯০ শতাংশেরও বেশি। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে বৈদেশিক সাহায্য তহবিলের মাত্র ৫ শতাংশের উদ্দেশ্য ছিল জেন্ডার সমতার নীতি। যদিও জেন্ডার সমতার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য তাথ্যাবলী অতীব গুরুত্বপূর্ণ, তথাপি মাত্র প্রায় এক তৃতীয়াংশ দেশে জেন্ডার পরিসংখ্যানের জন্য অফিস রয়েছে। ‘এজেন্ডা ২০৩০’ অর্জনে বাস্তবায়নের প্রতিটি পদ্ধতিতে এবং উপকারের ক্ষেত্রে নারীদের সমান প্রবেশাধিকার থাকতে হবে। তাদেরও গ্রহীত সিদ্ধান্তসমূহে নেতৃত্ব দিতে হবে, হোক সেটা অর্থ মন্ত্রণালয়, প্রযুক্তি উতপাদনকারী সংস্থা, পরিসংখ্যানগত কার্যালয় বা বিশ্ব অর্থনৈতিক নীতিসমূহ সংগঠনের সাথে জড়িত সংস্থাগুলি।

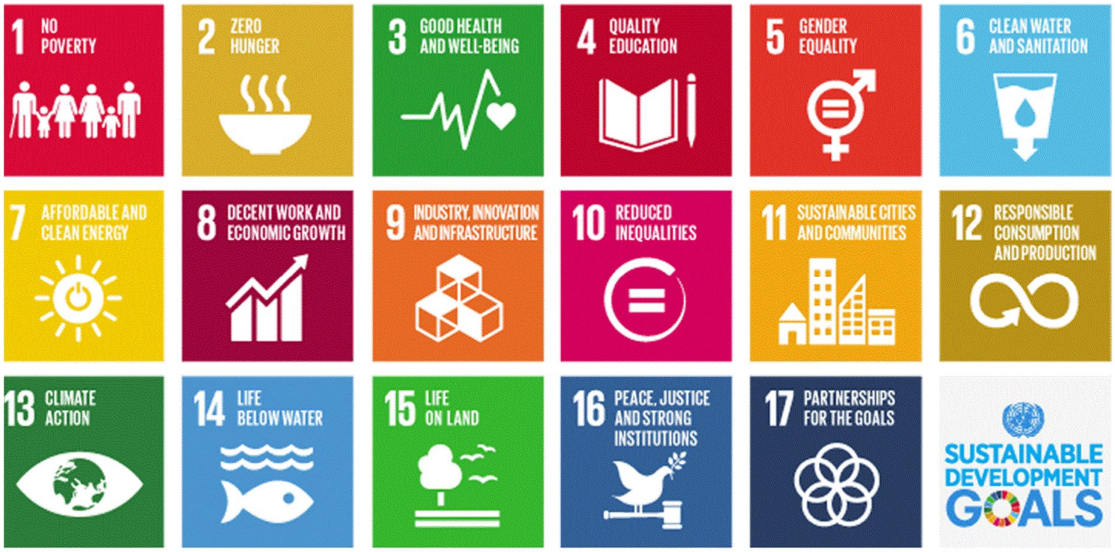
1 NO POVERTY
2 ZERO HUNGER
3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING
4 QUALITY EDUCATION
5 GENDER EQUALITY
6 CLEAN WATER AND SANITATION
7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY
8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH
9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE
10 REDUCED INEQUALITIES
11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES
12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION
13 CLIMATE ACTION
14 LIFE BELOW WATER
15 LIFE ON LAND
16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS
17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

অংশগ্রহণমূলক অনুশীলন

এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালের মডিউল ১ (জেন্ডার, বিভিন্ন ধারণা এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যগুলোকে জেন্ডার মূলধারায় আনয়ন) এর **অংশগ্রহণমূলক অনুশীলনগুলোর** কয়েকটি এই সেশনের জন্যও ব্যবহার উপযোগী। অনুগ্রহ করে সেখানে দেখুন।

জেন্ডার এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার উপর সহায়ক গ্রন্থাবলী ও উপকরণ (০৩-০৫-২০১৭ তারিখে সংগৃহীত)

1. **Women and Sustainable Development Goals, 2016. UN Women**

This report provides a very useful overview of gender statistics, and concerns for each of the 17 SDGs, with practical examples of how UN Women are working to integrate gender in the Agenda 2030

https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=2322&menu=35

2. **Bridge Gender Update: The Sustainable Development Goals, Gender and Indicators, 2015. IDS**

This update focuses on the Sustainable Development Goals (SDGs) and gender-sensitive indicators and highlights key relevant resources featured in the BRIDGE global resources database.

http://www.bridge.ids.ac.uk/updates/bridge-gender-update-sustainable-development-goals-gender-and-indicators

3. Gender and the Sustainable Development Goals: Moving Beyond Women as a ‘Quick Fix’ for Development, Governance and Sustainability, Issue Brief Series No.

11 (2015), Michael Denney, Boston: University of Massachusetts

This is an interesting and critical analysis of Goal 5 of the SDGs where the author proposes to assess SDG targets by looking at whether they improve women’s ability to exercise choice which can be broken down into resources, agency, and achievements.
http://scholarworks.umb.edu/cgs_issue_brief_series/10/

4. Sustainable Development Goals and Gender, 2017. Global Forest Coalition

This introductory brief on the SDGs and Gender aims to shed light on some of the gender dimensions of realising the goals, as well as the challenges and opportunities going forward.
http://globalforestcoalition.org/sustainable-development-goals-gender/

5. Sascha Gabizon (2016) Women's movements' engagement in the SDGs: lessons learned from the Women's Major Group, Gender & Development, 24:1, 99-110

Article on the Women's Major Group participation in the negotiations of the UN 2030 Agenda for Sustainable Development, assessing the scope this model of CSO participation in a UN process offers for feminist activism and women's movements to influence international development agendas and policy processes effectively.
http://dx.doi.org/10.1080/13552074.2016.1145962

ওয়েবসাইটের লিংক (০৩-০৫-২০১৭ তারিখে সংগৃহীত)

- **UN Sustainable Development Knowledge Platform for SDG 5** https://sustainabledevelopment.un.org/sdg5
- **Gender and Development webpage for Key resources on Gender and SDGs** http://www.genderanddevelopment.org/page/sdgs-resources
- **UN Women webpages on Women and SDGs** http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality
- **Womens Major Group website** Critical reports, statements, briefs from women's civil society input into the policy space provided by the United Nations for the SDGs http://www.womenmajorgroup.org/resources

সেশন ২.২: টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ৬- জেন্ডার এবং সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশনের প্রাপ্যতা

শিরোনামঃ খাবার পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার মূলধারাকরণ

শিক্ষার উদ্দেশ্য

6
CLEAN WATER
AND SANITATION

এই সেশনের শেষে অংশগ্রহণকারীরা জানতে পারবেঃ

- পানি ও স্যানিটেশন বিষয়ে বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি এবং খাবার পানি, গার্হস্থ্য কাজে পানি, স্যানিটেশন, স্বাস্থ্যবিধি ও পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রধান জেন্ডার বিষয়গুলো কি কি
- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ৬ এর লক্ষ্যমাত্রাগুলো এবং বিশ্বব্যাপী তাদের নিরীক্ষণের জন্য কিছু সূচক
- পানি ও স্যানিটেশনের উপর গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং অঙ্গীকারগুলো কি কি
- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ৬টি অর্জনের জন্য প্রকল্প, নীতিমালা এবং সংস্থায় জেন্ডার মূলধারাকরণ কতটা গুরুত্বপূর্ণ

- এই বিষয়ে সাধারণ এবং নির্দিষ্ট তথ্য লাভ করতে বৈশ্বিক এবং আঞ্চলিক সহায়ক গ্রন্থাবলী ও উপকরণসমূহ কি কি
- এই বিষয়ে অংশগ্রহনকারীদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে এবং দলগতভাবে শেখা ও নেটওয়ার্কিংয়ে উৎসাহিত করতে কিছু অনুশীলন

প্রশিক্ষক/প্রশিক্ষণে সাহায্যকারীদের জন্য নির্দেশিকা

এই সেশনের উপাদানসমূহ শিরোনামসহ সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদে উপস্থাপিত যাতে পরবর্তীতে তা একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনায় ব্যবহার করা যায়। যাইহোক, এটি পরামর্শ দেয়া হচ্ছে যে আপনি অংশগ্রহণকারীদের অভিজ্ঞতা, আগ্রহ এবং চাহিদা অনুসারে তথ্যগুলো ব্যবহার করুন। এই সেশন জুড়ে কিভাবে এটা করতে হবে সে বিষয়ে পরামর্শ এবং নোট দেয়া আছে।

এই পুরো সেশনটি ৪ ঘন্টায় পরিচালনা করা যায়। একটি ছোট পরিচিতি পর্ব দিয়ে শুরু করবেন এবং পরে অংশগ্রহণমূলক অনুশীলন সহকারে মূল উপস্থাপনা চলতে থাকবে (অনুশীলনের জন্য অন্তত দেড় ঘন্টা সময় রাখুন)।

কিভাবে অংশগ্রহণকারীদেরকে বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করা, জ্ঞান ভাগাভাগি করা এবং দলগতভাবে শেখার জন্য উৎসাহিত করা যায় সে বিষয়ে দুটি অনুশীলনের উদাহরণ দেওয়া আছে। অংশগ্রহণকারীদের জন্য দরকারী এবং উপযোগী করতে যদি আপনার আরও ভাল কৌশল জানা থাকে, তবে অনুশীলনগুলোতে আপনি প্রাসঙ্গিক পরিবর্তন আনতে পারেন। যদি পর্যাপ্ত সময় থাকে, আপনি একটি মাঠ পরিদর্শন এবং তার উপর ভিত্তি করে একটি দলগত কাজ পরিচালনা করতে পারেন। যদি আপনি পরীক্ষা করতে চান যে পানি ও স্যানিটেশন কার্যক্রমে এবং এ বিষয়ক প্রকল্পে জেন্ডার কিভাবে সংযুক্ত তা অংশগ্রহণকারীরা বুঝতে পেরেছে কিনা, তাদের বাড়ির কাজ হিসাবে তাদের অঞ্চল/দেশ থেকে একটি কেস স্টাডি বিশ্লেষণ করতে দিন।

আপনি নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন কোন বিষয়ের জন্য আপনি কতখানি সময় নিবেন। তবে সবগুলো বিষয় আলোচনা করার চেষ্টা করুন যাতে কোন প্রাসঙ্গিক বিষয় বাদ না থাকে।

আপনার সেশন আরো আকর্ষণীয় করতে অনুগ্রহ করে সহায়ক গ্রন্থাবলী এবং ওয়েবসাইট লিঙ্কের বিভাগটির সঠিক ব্যবহার করুন।

কর্মশালার সময় অংশগ্রহণকারীদের ভাল ছবি তুলুন যেখানে দেখা যাবে তাঁরা কোন না কোন কার্যক্রমে জড়িত আছে।

সেশন পরিচালনা এবং রিপোর্ট করাকে সহজতর করার জন্য অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে রিকেপার, টাইমকিপার এবং নোটটেকার নিয়োগ করুন। এতে করে অংশগ্রহণকারীদের দক্ষতা এবং জ্ঞানেরও সঠিক ব্যবহার হবে।

শুভ কামনা

বিশ্ব পানি ও স্যানিটেশন পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছু তথ্য এবং পরিসংখ্যান

টীকাঃ আপনার অংশগ্রহণকারীদের জন্য আরও প্রাসঙ্গিক করতে আপনার দেশের নিরাপদ খাবার পানি ও স্যানিটেশনের পরিস্থিতির উপর সূচকগুলো সম্পর্কে কিছু পরিসংখ্যান খুজুন। স্যানিটেশন এবং খারার পানির ক্ষেত্রে জেএমপি'র অগ্রগতির ২০১৫ সালের ডেটা ড্যাশবোর্ড দেখুন এই ওয়েবসাইটে (http://data.unicef.org/topic/water-andsanitation/drinking-water/)

বিশ্ব পরিবর্তিত হয়েছে...	
১৯৯০ সালে	**২০১৫ সালে**
• বৈশ্বিক জনসংখ্যা ছিল ৫.৩ মিলিয়ন • মোট জনসংখ্যার ৫৭% ছিল গ্রামীণ • মোট জনসংখ্যার ৭৬% এর বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা ছিল • ১.৩ মিলিয়ন মানুষের বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা ছিলনা • ৩৪৬ মিলিয়ন মানুষ ভূপৃষ্ঠের পানি ব্যবহার করত • মোট জনসংখ্যার ৫৪% উন্নত স্যানিটেশনের সুবিধা পেত	• বৈশ্বিক জনসংখ্যা ৭.৩ মিলিয়ন • মোট জনসংখ্যার ৫৪% শহুরে • মোট জনসংখ্যার ৯১% এর বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা রয়েছে • ৬৬৩ মিলিয়ন মানুষের বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা নেই • ১৫৯ মিলিয়ন মানুষ ভূপৃষ্ঠের পানি ব্যবহার করে • মোট জনসংখ্যার ৬৮% এর উন্নত স্যানিটেশনের সুবিধা রয়েছে

<table>
<tr><td>• বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক উন্নত স্যানিটেশনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল
• বিশ্বের প্রতি ৪ জন মানুষের মধ্যে ১ জন খোলা জায়গায় পায়খানা করত (১.৩ মিলিয়ন)
• ৮৭টি দেশের ৯০% এর বেশি জনগণের বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা ছিল
• ২৩টি দেশের ৫০% এর কম জনগণের বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা ছিল
• ৬১টি দেশের ৯০% এর বেশি জনগণ উন্নত স্যানিটেশনের সুবিধা পেত
• ৫৪টি দেশের ৫০% এর কম জনগণের উন্নত স্যানিটেশনের সুবিধা ছিল</td>
<td>• বিশ্বের প্রতি ৩ জন মানুষের মধ্যে ১ জন উন্নত স্যানিটেশনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত রয়েছে
• বিশ্বের প্রতি ৮ জন মানুষের মধ্যে ১ জন খোলা জায়গায় পায়খানা করে (৯৪৬ মিলিয়ন)
• ১৩৯টি দেশের ৯০% এর বেশি জনগণের বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা রয়েছে
• ৩টি দেশের ৫০% এর কম জনগণের বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা রয়েছে
• ৯৭টি দেশের ৯০% এর বেশি জনগণ উন্নত স্যানিটেশনের সুবিধা রয়েছে
• ৪৭টি দেশের ৫০% এর কম জনগণের উন্নত স্যানিটেশনের সুবিধা রয়েছে</td></tr>
<tr><td colspan="2">• ১৪৭টি দেশ খাবার পানি বিষয়ক সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে
• ৯৫টি দেশ স্যানিটেশন বিষয়ক সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে
• ৭৭টি দেশ খাবার পানি ও স্যানিটেশন উভয় বিষয়ক সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে</td></tr>
</table>

খাবার পানির জন্য বিশ্বব্যাপী এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা ২০১৫ সালে শেষ হলেও, এটি অর্জনের পরিধির মধ্যে অনেক অসমতা রয়েছে। যেমন, সাহারা মরুভূমির পাশে অবস্থিত আফ্রিকা ও ওশেনিয়া অঞ্চল, গ্রামীণ এলাকা এবং দরিদ্র পরিবারগুলোতে পানির অভাব অব্যাহত রয়েছে। বিশ্বব্যাপী প্রায় ১.৮ বিলিয়ন মানুষ এমন উৎস থেকে পানি ব্যবহার করে যা আবর্জনা দ্বারা দূষিত। উন্নত স্যানিটেশন এর অগ্রগতি অনেক কম। যেমন, এমডিজি স্যানিটেশন লক্ষ্যমাত্রা থেকে প্রায় ৭০০ মিলিয়ন মানুষ বাদ পরে গেছে। "**WHO-UNICEF Joint Monitoring Programme 2015 Update report**" খাবার পানি ও স্যানিটেশনে অগ্রগতির এক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলোর এবং একটি চিত্র তুলে ধরে।

পরামর্শঃ নিচের বিষয়টি উপস্থাপন করার আগে, আপনার সেশনটি অংশগ্রহণমূলক করার জন্য, এবিষয়ে কি কি চ্যালেঞ্জ রয়েছে বলে অংশগ্রহণকারীরা মনে করে, আপনি তার একটি তালিকা তৈরি করতে বলতে পারেন।

পানি ও স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে মূল জেন্ডার চ্যালেঞ্জ

যদিও প্রত্যেকেই পানি দূষণ এবং পানি স্বল্পতার কারণে ভোগে, পুরুষের তুলনায় নারীরা তুলনামূলক সরাসারি এবং নেতিবাচকভাবে ভুক্তভোগী হয়। কারণ তাঁরা বাড়িতে পানির যোগান দেওয়া এবং পরিবারের স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি বজায় রাখার দায়িত্ব পালন করে। যৌথভাবে নারী ও মেয়েরা প্রতিদিন ২ কোটি মিলিয়ন ঘন্টা ব্যয় করে পানি সংগ্রহ করতে। কখনও কখনও দূরবর্তী এবং সংঘাতপূর্ণ এলাকা থেকে পানি আনতে যেয়ে তাঁরা তাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তাকে ঝুঁকিপূর্ণ করে ফেলে। এই প্রক্রিয়া নারী ও শিশুদের শিক্ষা, আয়-উপার্জনমূলক কার্যক্রম, সামাজিক ও রাজনৈতিক দল গঠন, এবং এইভাবে তাদের ক্ষমতায়ন এবং বিশ্ব অর্থনীতি ও উন্নয়নে তাদের অবদানের সুযোগকে সীমিত করে দেয়।

পানির গুনগত মান যখন খারাপ থাকে, তখন পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব পরে। বিশেষত শিশুদের স্বাস্থ্যের উপর, এবং এতে করে নারীদের যত্ন নেয়ার দায়িত্ব বৃদ্ধি পায়। বিশ্বব্যাপী প্রতি বছর ডায়রিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে ২ মিলিয়নেরও বেশি লোক মারা যায়। এই মৃত্যুর প্রায় ৯০ শতাংশের জন্য দায়ী নিম্নমানের স্বাস্থ্যবিধি এবং অনিরাপদ পানি; এবং এটি মূলত শিশুদেরকে আক্রান্ত করে। অসুস্থ শিশু ও পরিবারের সদস্যরা নারীদের যত্ন নেয়ার দায়িত্ব আরও বৃদ্ধি করে। ফলে, অন্যান্য কর্মকান্ডের জন্য নারীরা সীমিত সময় পায়।

নিয়মিত ও নিরাপদ পানির প্রাপ্যতা শ্রেণী, জাতি, বর্ণ, এবং জেন্ডার ক্ষমতার সম্পর্কের সাথে সম্পর্কিত। যেসকল মানুষ পানি পায় না, তাঁরা মূলত উন্নয়নশীল দেশের দরিদ্র, গ্রামীণ, এবং বড় বড় শহরের পাশের বস্তিবাসী। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নারীরাই এই দলগুলোর প্রতিনিধিত্ব করে। নিম্ন বর্ণ এবং সংখ্যালঘু নারী এবং পুরুষ সবসময়ই পানি সম্পর্কিত সমস্যার প্রধান ভুক্তভোগী, কারণ প্রায়ই মূলধারার জনগণ তাদের পানির উৎস স্পর্শ করার অনুমতি দেয় না।

নিরাপদ এবং পর্যাপ্ত স্যানিটেশন সুবিধার অভাবে নারী ও মেয়েরা সর্বাধিক ভোগে তাদের শারীরবৃত্তীয় কারণে (ঋতুস্রাব হওয়া, গর্ভবতী হওয়া, এবং সন্তান জন্ম দেওয়া)। এছাড়া, পারিবারিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা, যত্ন প্রদান, এবং বর্জ্য পরিষ্কার করাও থাকে তাদের দায়িত্ব। পর্যাপ্ত স্যানিটেশন সুবিধার অভাবে হাজার হাজার নারী ও মেয়েশিশুরা যৌন হয়রানি, সহিংসতা, এমনকি ধর্ষণের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। ছেলে ও মেয়েদের জন্য

আলাদা স্যানিটেশন সুবিধার অভাবে মেয়েরা প্রায়ই স্কুল থেকে ঝরে পরছে। মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সাংস্কৃতিক বিধিনিষেধ মেয়েদের এবং নারীদের জন্য তাদের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করতে এবং সমাধান খুঁজে পেতে কঠিন করে তুলেছে।

যেহেতু স্থানীয় "ওয়াশ" কার্যক্রমগুলো হয় ' শুধুমাত্র নারী' কেন্দ্রিক যেখানে তাদের পরিবারের পুরুষ সদস্য ও স্থানীয় নেতাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় না, তাই কার্যক্রমগুলো দীর্ঘমেয়াদী এবং টেকসই হতে পারেনা। কারণ পরিবারের পুরুষ সদস্য ও স্থানীয় নেতারা পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং স্থানীয় কার্যক্রমের প্রসারের ক্ষেত্রে ভুমিকা রাখে।

এশিয়া, আফ্রিকা, এবং ল্যাটিন আমেরিকার শহরগুলোতে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র নারী, পুরুষ এবং শিশু প্রতিদিন তাদের জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে রাখে অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে গার্হস্থ্য এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে। এটি অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অংশ হওয়ায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান স্বীকৃতি পায়না। এছাড়াও, তাদের কাজের পরিবেশ নিয়ন্ত্রন এবং উন্নতি করার চেষ্টা খুবই অপ্রতুল এবং এখনও, অকার্যকর।

বিশ্বব্যাপী ৪০ শতাংশেরও বেশি জনগণ পানি স্বল্পতার ভুক্তভোগী হন এবং ধারণা করা হচ্ছে এটি আরও বাড়বে। এর গুরুত্বপূর্ণ জেন্ডার প্রভাব রয়েছে। বর্তমানে প্রায় ১.৭ বিলিয়ন এর বেশি লোক নদী উপত্যকায় বাস করছে যেখানে পানির ব্যবহার মাত্রাতিরিক্ত।

সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল স্তরে নারীদের কম অন্তর্ভূক্তি, অবৈতনিক গৃহকর্মের প্রধান দায়িত্ব, এবং অনানুষ্ঠানিক, ঝুঁকিপূর্ণ ও অনিয়মিত কর্মসংস্থানে প্রতিনিধিত্ব, নির্দেশ করে যে কৃষি, শিল্প এবং জ্বালানিতে অধিক ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট ক্রমবর্ধমান পানি স্বল্পতার কারণে নারীরা পিছিয়ে পরছে। তাই, সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা (আইডব্লিউআরএম) নীতি, কৌশল এবং চর্চার প্রয়োজন। তবে "ওয়াশ" সেক্টরে কাজ করা বেশিরভাগ বেসরকারি এবং সরকারি সংস্থাগুলো পানি নিয়ে কাজ করা অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে একসাথে কাজ করার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন নয়।

জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট দুর্যোগ, এবং অর্থনৈতিক মন্দা থেকে বাহ্যিক বিপর্যয়

পানি ও স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান জেন্ডার বৈষম্যকে আরও বৃদ্ধি করে। কারণ পানি দূষণ (লবণাক্ত, আর্সেনিক দূষণ ইত্যাদি), নলকূপ এবং ল্যাট্রিন ভেঙ্গে যাওয়া, এবং পুনর্বাসন আশ্রয়কেন্দ্র এবং উদ্বাস্তু ক্যাম্পে অপর্যাপ্ত সুযোগসুবিধা নারীদের সবচেয়ে বেশি ভোগায়।

মানুষের কর্মকাণ্ডের ৮০ শতাংশের বেশি দূষিত পানি সরাসরি নদী বা সমুদ্রে ছড়িয়ে পড়েছে, যা পরবর্তীতে সীমিত পানি সম্পদ এবং পরিবেশের দূষণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। এছাড়াও, দূষিত পানির অব্যবস্থাপনার ফলে সীমিত পানি সম্পদের গুণমান নষ্ট হয় যা নারীরা পান করা, রান্না করা, গৃহপালিত পশুপালন এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য ব্যবহার করে।

পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ আইন এবং প্রক্রিয়া প্রায়ই জেন্ডার নিরপেক্ষ এবং নারী ও পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা, সীমাবদ্ধতা, এবং সম্পদের অংশীদারিত্বের কথা বিবেচনা করে না। এমনকি যখন জেন্ডার সংবেদনশীল নীতিগুলো তৈরি করা হয়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কাজ, জেন্ডার কার্যক্রমের জন্য নির্ধারিত বাজেট, অগ্রগতি নিরীক্ষণের জন্য সূচক, এবং যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মীর মধ্যে সমন্বয়ের অভাব দেখা যায়। ফলে, এই নীতিগুলোর বাস্তব প্রয়োগ করা কঠিন হয়ে দাড়ায়।

পানি ও স্যানিটেশন সেক্টরে জেন্ডার ভিত্তিক আলাদা আলাদা তথ্যের অভাব রয়েছে, এবং এটি পানি ও স্যানিটেশনের লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে বৈশ্বিক এবং আঞ্চলিক জেন্ডার অগ্রগতি লক্ষ্য করতে একটি বড় সমস্যার সৃষ্টি করে। ২০১৫ সালের রিপোর্ট থেকে নিচের চিত্রটি দেখুন।

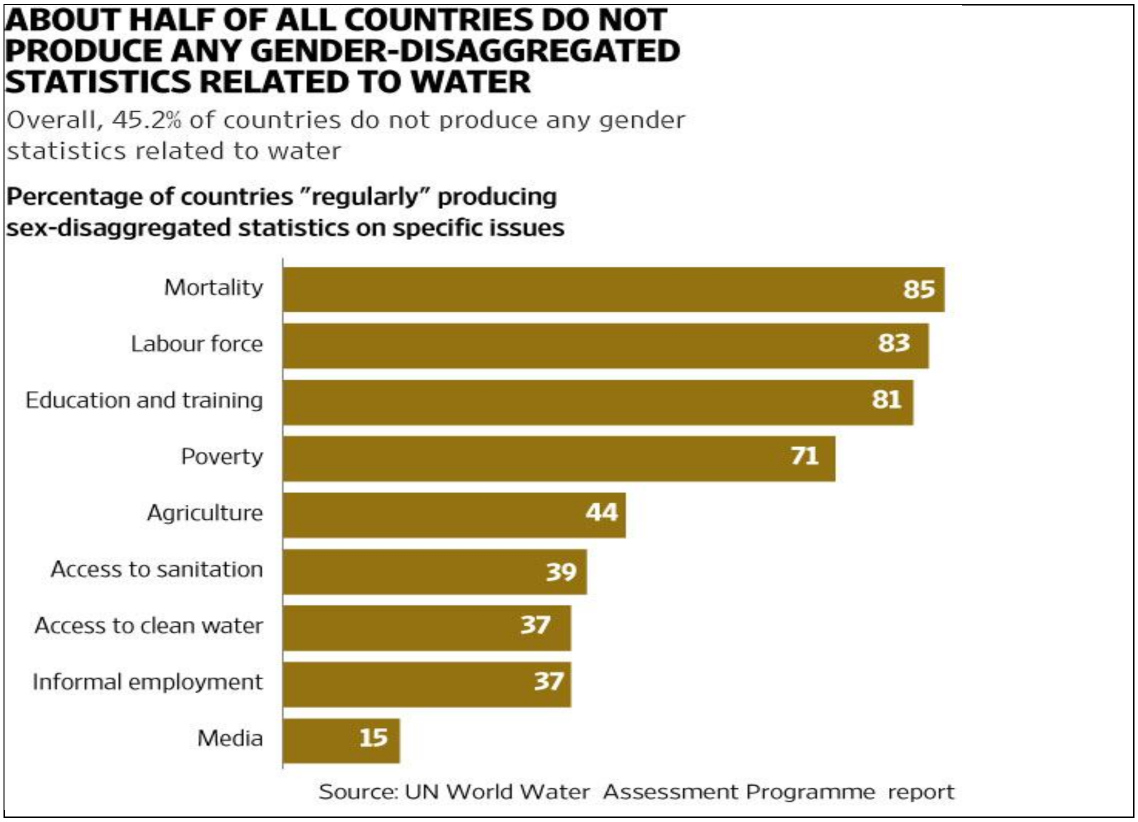

ABOUT HALF OF ALL COUNTRIES DO NOT PRODUCE ANY GENDER-DISAGGREGATED STATISTICS RELATED TO WATER

Overall, 45.2% of countries do not produce any gender statistics related to water

Percentage of countries "regularly" producing sex-disaggregated statistics on specific issues

Source: UN World Water Assessment Programme report

পানি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে (সরকারি এবং বেসরকারি) পুরুষের আধিপত্য, যদিও তাদের অধিকাংশ গ্রাহকই হল নারী। তারা কর্মী নিয়োগ এবং সাংগঠনিক নীতিমালায় জেন্ডার বিষয়ক দিকগুলো উপেক্ষা করে, এবং তারা চাহিদার প্রতি মনযোগী হবার পরিবর্তে সরবরাহের প্রতি বেশি মনযোগী হয়। তাঁরা পানি সরবরাহ প্রকল্পগুলোর উন্নয়নে প্রায়ই নারী ও পুরুষের বিভিন্ন দলের (ধনী, দরিদ্র, গ্রামীণ, বস্তিবাসী) সাথে পরামর্শ করতে ব্যর্থ হয় এবং তার ফলাফল হয়
দরিদ্র প্রযুক্তি ও জায়গা নির্বাচন; এবং অনুপযুক্ত পারিশ্রমিক ও রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি যে কারণে প্রকল্প দ্রুত ব্যর্থ হতে পারে।

পানি ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত মানবাধিকার বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং প্রতিশ্রুতি

পরামর্শঃ অংশগ্রহণকারীদের জন্য এই মডিউলটি আরো প্রাসঙ্গিক করতে আপনি আপনার নিজের দেশের অনুমোদিত আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং প্রতিশ্রুতিগুলো খুজুন।

মার ডেল প্লাটা জাতিসংঘ পানি সম্মেলন, মার্চ ১৯৭৭- জাতিসংঘ পানি সম্মেলনের কর্ম পরিকল্পনা প্রথমবারের মত স্পষ্টভাবে পানিকে অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। সেখানে ঘোষণা করা হয় যে, "সকল মানুষ, তাদের উন্নয়ন এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা যাই হোক না কেন, তাদের চাহিদা অনুযায়ী বিশুদ্ধ খাবার পানি পাবার অধিকার রয়েছে"।

ডাবলিন সম্মেলন/পানি ও টেকসই উন্নয়ন প্লাস সমন্বিত পানি ব্যাবস্থাপনা আন্তর্জাতিক সম্মেলন, জানুয়ারী ১৯৯২- ডাবলিন কনফারেন্সের ৪ নং নীতিমালায় বলা হয়েছে যে "প্রথমে এটি স্বীকার করা গুরুত্বপূর্ণ যে, সাশ্রয়ী মূল্যে বিশুদ্ধ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা পাওয়া সকল মানুষের মৌলিক অধিকার।"

ধরিত্রী সম্মেলন/ জাতিসংঘ পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্মেলন, জুন ১৯৯২- এজেন্ডা ২১ এর ১৮ নং অধ্যায়ে মার ডেল প্লাটা পানি সম্মেলনের কর্ম পরিকল্পনার অনুমোদন দেয়া হয় যেখানে বলা হয়েছে "সকল মানুষের বিশুদ্ধ খাবার পানি পাবার অধিকার রয়েছে" এবং একে বলা হয়েছে "সর্বসম্মত প্রতিজ্ঞা"।

২০০০ সালে, সহস্রাব্দ সম্মেলন থেকে আসে সহস্রাব্দ ঘোষণা এবং পরবর্তীতে গ্রহণ করা হয় সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা। পরিবেশগত স্থিতিশীলতা বিষয়ক সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য ৭ এর লক্ষ্য ১০ পানির উপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছে। এতে বলা হয়েছে- ২০১৫ সালের মধ্যে নিরাপদ খাবার পানি পায় না এমন মানুষের অনুপাত অর্ধেক কমানো হবে। ২০০২ সালে টেকসই উন্নয়নের উপর বিশ্ব সম্মেলনে ১০ নং লক্ষ্যে নিরাপদ পানির পাশাপাশি স্যানিটেশন বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং বলা হয়- ২০১৫ সালের মধ্যে নিরাপদ খাবার পানি পায় না এমন মানুষের অনুপাত অর্ধেক কমানো হবে। ২০১৫ সালের মধ্যে নিরাপদ খাবার পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা পায় না এমন মানুষের অনুপাত অর্ধেক কমানো হবে।

কর্মপরিকল্পনা ৬৪/২৯২ এর মাধ্যমে ২০১০ সালের জুলাই মাসে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ স্পষ্টভাবে পানি ও স্যানিটেশনকে মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এই কর্মপরিকল্পনাটি উন্নত রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে আর্থিক সম্পদ, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তি সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে, নিরাপদ, পরিষ্কার, সহজলভ্য এবং সাশ্রয়ী খাবার পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা বৃদ্ধি করার আহ্বান জানিয়েছে।

২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে, জাতিসংঘের একটি ঐতিহাসিক সম্মেলনে বিশ্বের নেতৃবৃন্দ ২০৩০ সাল মেয়াদে টেকসই উন্নয়নের জন্য ১৭টি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেন, যা

২০১৬ সালের জানুয়ারী মাসে, আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়। পরবর্তী ১৩ বছর ধরে, এই নতুন লক্ষ্যগুলো অর্জনের জন্য দেশগুলো তাদের প্রচেষ্টা জোরদার করবে সব ধরনের দারিদ্র্য, বৈষম্য এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবেলা করা, যতদিন পর্যন্ত না এগুলো সবার জন্য নিশ্চিত হয়। পানি ও স্যানিটেশনে সর্বজনীন প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্য এখন একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য (৬) আছে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ৬: সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশনের প্রাপ্যতা ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা

পরামর্শঃ আপনার উপস্থাপনার আগে অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞাসা করুন তারা এই লক্ষ্যটি সম্পর্কে এবং এর লক্ষ্যগুলো সম্পর্কে জানে কিনা। তারা কি মনে করে যে তাদের কাজ এই লক্ষ্যটি এবং এর লক্ষ্যগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত?

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ৬, খাবার পানি এবং মৌলিক স্যানিটেশনের উপর সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ফোকাসকে আরও বিস্তৃত করে এবং সমগ্র পানি চক্র, পানি ব্যবস্থাপনা, বর্জ্য পানি ব্যবস্থা এবং বাস্তুতন্ত্রের সম্পদসমূহের ব্যবস্থাপনাকে অন্তর্ভুক্ত করে। এই অভীষ্টির যে শুধু অন্যান্য সব লক্ষ্যগুলোর সঙ্গে শক্তিশালী সংযোগ আছে তা নয়, এটি অন্যান্য সব লক্ষ্যগুলো অর্জনের ভিত্তি তৈরি করে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ৬ এর অগ্রগতিতে আসলে ২০৩০ সালের এজেন্ডা অর্জনে বেশি অবদান রাখবে। যেমন দারিদ্র্য দূরীকরণ, খাদ্য নিরাপত্তা, উন্নত স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা, নারী ও মেয়েশিশুদের ক্ষমতায়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, টেকসই শহর, এবং অসমতা দূরীকরণ সম্পর্কিত লক্ষ্য অর্জনে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ৬ এর আটটি লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে, যার ছয়টি সমগ্র পানি চক্রের ফলাফল সম্পর্কিত, এবং দুটি লক্ষ্যমাত্রা ফলাফল বাস্তবায়নের মাধ্যম সম্পর্কিত। যাইহোক, লক্ষ্য এবং লক্ষ্যগুলোতে পানি ও স্যানিটেশনের সাথে জেন্ডার এর সম্পর্ক স্পষ্টভাবে উল্লেখিত নয়। শুধুমাত্র ৬.২ নং লক্ষটি স্পষ্টভাবে "নারী, মেয়ে, এবং যারা পিছিয়ে আছে" তাদের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেছে। এছাড়া, ৬. খ নং লক্ষটি " পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা উন্নত করার জন্য স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সক্ষমতা গড়ে তোলা এবং স্থানীয় জনগনের অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা” তুলে ধরেছে। পানি ও স্যানিটেশন লক্ষ্যমাত্রার অগ্রগতি জেন্ডার সমতাভিত্তিক কিনা এবং তা দরিদ্র নারীদের, পুরুষদের, এবং পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নে সহায়তা করে কিনা তা নিরীক্ষণের জন্য বৈশ্বিক সূচকগুলোও জোর দেয় না লিঙ্গ এবং জেন্ডার ভিত্তিক আলাদা আলাদা উপাত্ত সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তার উপর।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ৬ নিরীক্ষণের জন্য লক্ষ্য ও বৈশ্বিক সূচকসমূহ

সদস্য রাষ্ট্রসমূহ এবং পর্যবেক্ষক হিসাবে আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ দ্বারা গঠিত সংগঠন- The Inter Agency Expert Group on SDGs (IAEG-SDGs) বিশ্বব্যাপী টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের কোন কোন লক্ষ্যমাত্রাগুলো নিরীক্ষণ করা হবে তার একটি দাপ্তরিক তালিকা প্রণয়ন করেছে। বিশ্বব্যাপী টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের লক্ষ্যমাত্রার দাপ্তরিক তালিকা এবং তাদের নিরীক্ষণ কাঠামোর উপর আরও তথ্যের জন্য আইএইজি-এসডিজি ওয়েবসাইট পরিদর্শন করুন-
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/

লক্ষ্যমাত্রা ৬.১- "২০৩০ সালের মধ্যে সবার জন্য এবং সমতাভিত্তিক নিরাপদ এবং সাশ্রয়ী খাবার পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা”
সূচক ৬. ১. ১- নিরাপদ খাবার পানির সুবিধাভোগী জনসংখ্যার অনুপাত।

লক্ষ্যমাত্রা ৬.২- "২০৩০ সালের মধ্যে নারী ও মেয়েসহ অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর চাহিদার প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করে সবার জন্য পর্যাপ্ত ও সমতা ভিত্তিক স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধিসম্মত জীবনরীতিতে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং খোলা জায়গায় মলত্যাগের অবসান ঘটানো”।
সূচক ৬. ২. ১- সাবান এবং পানিসংবলিত হাত ধোয়ার সুবিধাসহ নিরাপদ স্যানিটেশন সুবিধাভোগী জনসংখ্যার অনুপাত।

লক্ষ্যমাত্রা ৬.৩- "২০৩০ সালের মধ্যে দূষণ হ্রাস করে, পানিতে আবর্জনা ফেলা বন্ধ করে, এবং
বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থ ও উপকরণের নির্গমন ন্যূনতম পর্যায়ে নিয়ে এসে, অপরিশোধিত বর্জ্যপানির অনুপাত অর্ধেকে নামিয়ে এনে এবং বৈশ্বিকভাবে পুনশ্চক্রায়ন ও নিরাপদ পুনর্ব্যবহার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়িয়ে পানির গুণমান মান উন্নত করা”।
সূচক ৬. ৩. ১- নিরাপদে পরিশোধিত বর্জ্যপানির অনুপাত
সূচক ৬. ৩. ২- বিশুদ্ধ পানি দ্বারা পরিবেষ্টিত জলাশয়ের অনুপাত

লক্ষ্যমাত্রা ৬.৪- "২০৩০ সালের মধ্যে সকল খাতে পানি ব্যবহার দক্ষতার প্রভূত উন্নয়ন এবং পানি সংকট সমস্যার সমাধানকল্পে সুপেয় পানির টেকসই সরবরাহ ও ব্যবহার নিশ্চিত করা, এবং পানি সংকটের ভুক্তভোগী মানুষের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়ে আনা"।

সূচক ৬. ৪. ১- সময়ের সাথে সাথে পানি ব্যবহার দক্ষতার পরিবর্তন

সূচক ৬. ৪. ২- পানি চাপের মাত্রাঃ প্রাপ্তব্য বিশুদ্ধ পানি সম্পদের অনুপাত অনুযায়ী বিশুদ্ধ পানির উত্তোলন ও ব্যবহার।

লক্ষ্যমাত্রা ৬.৫- "২০৩০ সালের মধ্যে প্রযোজ্যক্ষেত্রে যথোপযুক্ত উপায়ে আন্তঃসীমান্ত সহযোগীতার ব্যবহারসহ সকল পর্যায়ে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার বাস্তবায়ন"।

সূচক ৬. ৫. ১- সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের মাত্রা (০-১০০)

সূচক ৬. ৫. ২- পানি বিষয়ক ব্যবস্থাপনার জন্য একটি কার্যকর ব্যবস্থাপনাসহ আন্তঃসীমান্ত অববাহিকা অঞ্চলের অনুপাত

লক্ষ্যমাত্রা ৬.৬- "২০২০ সালের মধ্যে পাহাড়, বন, জলাভূমি, নদী, ভূগর্ভস্থ জলাধার ও হ্রদসহ পানি সম্পর্কিত বাস্তুতন্ত্রের সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবন।

সূচক ৬. ৬. ১- সময়ের সাথে সাথে জলজ বাস্তুতন্ত্রের ব্যপ্তিতে পরিবর্তন

লক্ষ্যমাত্রা ৬.ক- "২০৩০ সালের মধ্যে পানি আহরণ, লবনাক্ততা দূরীকরণ, পানির দক্ষ ব্যবহার, বর্জ্য পানি পরিশোধন, পুনশ্চক্রায়ন ও পুনর্ব্যবহার প্রযুক্তিসহ পানি ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম ও কর্মসূচিতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং সক্ষমতা গড়ে তোলার সহায়তার পরিমাণ বাড়ানো"।

সূচক ৬. ক. ১- পানি ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত সরকারি উন্নয়ন সহায়তার পরিমাণ, যা একটি সরকারের সমন্বিত ব্যয় পরিকল্পনার অংশ

লক্ষ্যমাত্রা ৬.খ- "পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে স্থানীয় জনগনের অংশগ্রহণে সমর্থন ও সহযোগীতা জোরদার করা।

সূচক ৬. খ. ১- পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগনের অংশগ্রহণের অনুকূলে প্রতিষ্ঠিত ও প্রায়োগিক নীতিমালা, এবং পদ্ধতিসহ স্থানীয় প্রশাসনিক ইউনিটের অনুপাত

UNICEF এবং WHO এর পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশনের জন্য যৌথ নিরীক্ষণ কর্মসূচী, বিশ্বব্যাপী লক্ষ্যমাত্রা ৬.১ এবং ৬.২ এর নিরীক্ষণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। এছাড়াও, GEMI

নামক একটি ডাটাবেস তৈরি করা হয়েছে সমন্বিতভাবে লক্ষ্যমাত্রা ৬.৩ থেকে ৬.৬ এর নিরীক্ষণের জন্য, পুরো পানি চক্র যেখানে অন্তর্ভুক্ত।

পরামর্শঃ অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞাসা করুন তারা জানেন কিনা কোন জাতীয় সংস্থা তাদের দেশে এই সূচকগুলোর উপর তথ্য সংগ্রহ করছে। যদি তাঁরা না জানেএটি তাদের জন্য , একটিবাড়ির কাজ হতে পারে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য লক্ষ্যমাত্রাগুলোর জেন্ডার সংবেদনশীল এবং অংশগ্রহণমূলক নিরীক্ষণ

উপরে উল্লিখিত হিসাবে, শুধুমাত্র লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা হয়েছে জানলেই হবেনা, তা সবার জন্য পূরণ হয়েছে কিনা সেটিও জানতে হবে। আয়, জেন্ডার, বয়স, জাতি, গোষ্ঠী, অভিবাসী অবস্থা, অক্ষমতা, ভৌগলিক অবস্থান এবং অন্যান্য জাতিগত বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে আলাদা আলাদাভাবে উপাত্ত উপস্থাপন করার প্রয়োজন আছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই উপাত্তগুলো হয় পরিমাণগত এবং উপরে উল্লিখিত বৈশ্বিক সূচক থেকে এটি স্পষ্ট নয় যে কিভাবে এই উপাত্তগুলো বেরিয়ে আসবে। অতএব এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, জাতীয় ও স্থানীয় সিএসওগুলো গুণগত সূচক তৈরি করবে যেগুলো জেন্ডার-সংবেদনশীল এবং স্থানীয় নারী ও পুরুষদের বিশেষ করে দরিদ্র এবং সবচেয়ে বেশি পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর দ্বারা অংশগ্রহণমূলক নিরীক্ষণকে মেনে নেয়।

পরামর্শঃ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য লক্ষ্যমাত্রাগুলো পর্যবেক্ষণের জন্য অংশগ্রহণকারীদেরকে ভাল সূচক সম্পর্কে চিন্তা করতে বলুন। এটি সম্ভবত ২ নং অনুশীলন এর সাথে একত্রে করা যেতে পারে।

খাবার ও গার্হস্থ্য পানি ও স্যানিটেশনের বিষয়ে জেন্ডার ধারণা

ওয়াশঃ খাবার পানি ও স্যানিটেশন বিষয়ে জেন্ডার আলোচনা এবং চর্চার ভিত্তি হচ্ছে ওয়াশ শব্দটি। কারণ এখন এটি ব্যাপকভাবে স্বীকৃত যে খাবার পানি ও স্যানিটেশন বিষয়ক প্রকল্পকে স্থিতিশীল এবং কার্যকর হতে হলে স্বাস্থ্যবিধি পরিচালনার ক্ষেত্রে জেন্ডার চর্চা গুরুত্বপূর্ণ। ওয়াশ বলতে বোঝায়, পানি, স্যানিটেশন, স্বাস্থ্যবিধি এবং ওয়াশ পদ্ধতিসমূহ বিষয়ক কমিউনিটি এবং স্কুল পর্যায়ে কাজ, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে আচরণগত পরিবর্তন আনয়ন এবং সেইসাথে অংশগ্রহণমূলক পানি ও স্যানিটেশন পরিকল্পনা এবং তার বাস্তবায়ন করা।

ওয়াশপ্লাসঃ ওয়াশপ্লাস, পানি, স্যানিটেশন, এবং স্বাস্থ্যবিধিকে অন্য উন্নয়নমূলক কাজের প্রাধান্যের সাথে সন্নিবেশিত করার গুরুত্ব স্বীকার করে। যেমন, সুস্থ পরিবার এবং মানুষ পাবার সার্বিক উদ্দেশ্য অর্জনে পুষ্টি বিষয়ক অগ্রগতি প্রয়োজন এবং পুষ্টির সাথে পানি, স্যানিটেশন, এবং স্বাস্থ্যবিধি জড়িত।

ওয়াশ এর ক্ষেত্রে পুরুষ এবং ছেলেদের অংশগ্রহণঃ ওয়াশ বিষয়ক প্রকল্প শুধুমাত্র নারীদের সম্পর্কে নয়, বরং পুরুষ ও পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে অনেক বেশি জড়িত কারণ এই ব্যবস্থাই নির্ধারণ করে যখন পানি সহজলভ্য নয় তখন কে পানি সংগ্রহ করবে, কে শৌচাগার পরিষ্কার করবে, কে পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্যবিধি আচরণকে প্রভাবিত করে, টয়লেটের জন্য খরচ এবং ডিজাইন করার ক্ষমতা কার আছে, এবং পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা অপর্যাপ্ত হলে কে সবচেয়ে বেশি দূর্ভোগ পোহায়। কমিউনিটি ভিত্তিক ওয়াশ উদ্যোগগুলো ক্রমবর্ধমানহারে টেকসই এবং জেন্ডার সমতা ভিত্তিক ওয়াশ ব্যবস্থাপনায় পুরুষ এবং ছেলেদের জড়িত করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরছে।

সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনাঃ পান করা এবং গার্হস্থ্য ব্যবহারের জন্য পানির প্রাপ্যতা ও মান, এবং টেকসই স্যানিটেশন, কৃষি, মৎস্যচাষ, শিল্প, জ্বালানি এবং পরিবেশের মতো ক্ষেত্রগুলোতে পানির ব্যবহারের দ্বারা প্রভাবিত হয়। ২০৩০ সালের এজেন্ডাতেও এ বিষয়টিকে তুলে ধরা হয়েছে। সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি পানি, ভূমি ও সংশ্লিষ্ট সম্পদের সমন্বিত উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনার কথা বলে, যাতে করে জেন্ডার মূলধারাকরন এবং উন্নত পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিবেশগত স্থিতিশীলতার সাথে সামাজিক সমতা এবং অর্থনৈতিক দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যটিকেও একত্রিত করা যায়।

জেন্ডার সম্পর্কিত ধারণার ব্যাখ্যা যেমন জেন্ডার + (বা জেন্ডার এবং বৈচিত্র) এবং জেন্ডার মূলধারাকরন এই ম্যানুয়ালের মডিউল ১ এর সেশন ১.১ এবং সেশন ১.২ এ পাওয়া যাবে।

পানি ও স্যানিটেশন খাতে জেন্ডার মূলধারাকরণের উপকারিতা

পরামর্শঃ আপানি উপস্থাপন করার আগে, অংশগ্রহণকারীদেরকে পানি ও স্যানিটেশন খাতে জেন্ডার মূলধারাকরণের কয়েকটি সুবিধা উল্লেখ করতে বলুন।

ওয়াশ খাতে পরিকল্পনা, নকশা, বাস্তবায়ন এবং কার্যাবলী নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ ব্যবহারকারীদের অন্তর্ভুক্ত করার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উপকারিতা রয়েছেঃ

পানির ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনায় উন্নতি

- যখন নারী এবং পুরুষ উভয়ই প্রযুক্তি নির্বাচন এবং রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করে, তখন পানির অপচয় হ্রাস পায় এবং আরও নিয়মিত, সাশ্রয়ী ও কার্যকরভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা পরিচালিত হয়।
- পানি ব্যবস্থাপনা আরও কার্যকর হয়ে ওঠে এবং সেবার পরিধি আরও বিস্তৃত হয়, যখন নারীদের আগ্রহ ও মতামতের মূল্য দেয়া হয় এবং তাদের দক্ষতার স্বীকৃত দেয়া হয়। যেমন টিউবওয়েল এবং পাবলিক ল্যাট্রিনের স্থান নির্বাচন।
- জেন্ডার ভিত্তিক পানি ব্যবহারের জ্ঞান এবং নারীদের দ্বারা ব্যবহৃত বিকল্প পানির উৎসগুলো পানি সংকটের সময় পানির ঘাটতি কমাতে পারে।

পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার যথোপযুক্ত ব্যবস্থাপনা এবং স্থায়িত্ব

- স্থানীয় পানি সরবরাহ কেন্দ্র ও পরিবারের জন্য ল্যাট্রিন নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণে স্থানীয় নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে খরচ হ্রাস করে।
- কোন পদ্ধতি ভাল কাজ করবে এবং কোন পদ্ধতি ভাল কাজ করবেনা সে সম্পর্কে নারী ও পুরুষ উভয়ের মতামতের প্রতি মনোযোগ প্রদান ও সম্মান দেখানোর মাধ্যমে দ্বন্দ্ব হ্রাস করা যায়। এছাড়াও, এটি পানি ব্যবস্থাপনা বা টয়লেট সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা গড়ে তোলে।

পানি সম্পদের উন্নত সুরক্ষা ব্যবস্থা

- পানি সরবরাহকারী উৎসগুলোর সুরক্ষাঃ পানি সরবরাহ প্রকল্পে নারী ও পুরুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ নদী অববাহিকায় দূষণ ও ভূমি ব্যবহার সংক্রান্ত সমস্যাগুলো সনাক্ত এবং সমাধান করার প্রচেষ্টাগুলো উন্নত করতে পারে।
- উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাঃ পানিবাহিত রোগের বিস্তারে জেন্ডার ভিত্তিক কারণ চিহ্নিত করতে জেন্ডার বিশ্লেষণ সাহায্য করতে পারে। পাশাপাশি, পূর্বচিহ্নিত বিষয়গুলোর উন্নতির জন্য তথ্য দিতে পারে।

- স্থানীয় নারী ও পুরুষদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব বর্জ্য নিষ্পত্তির নিরাপদ এবং আর্থিক ও প্রযুক্তিগতভাবে টেকসই উপায় সনাক্তকরণের দ্বারা মুক্ত পরিবেশে ক্ষতিকারক কঠিন বর্জ্য ফেলার মাধ্যমে পানি দূষণ কমানো যায়।

ক্ষমতায়নঃ সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং শারীরিক

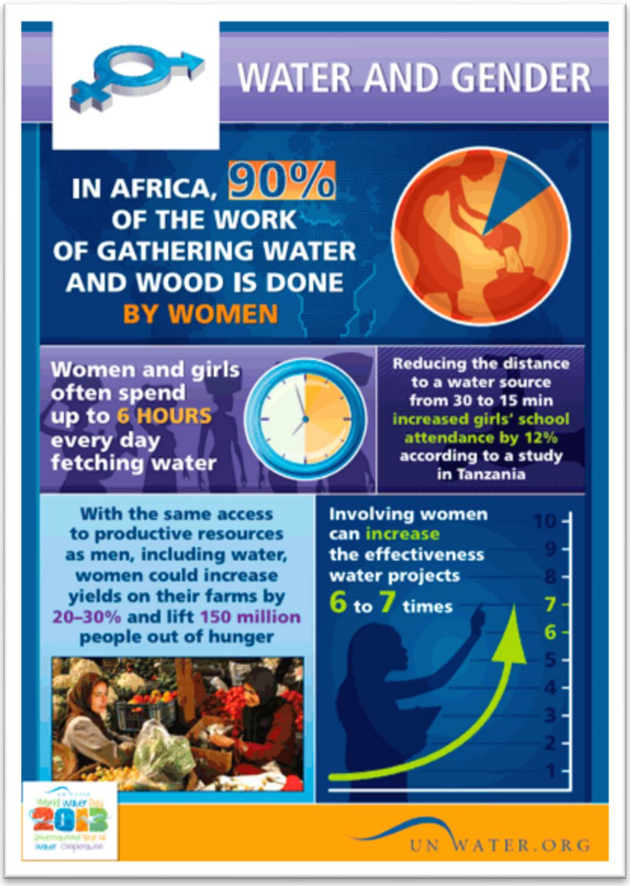
WATER AND GENDER

IN AFRICA, 90% OF THE WORK OF GATHERING WATER AND WOOD IS DONE BY WOMEN

Women and girls often spend up to 6 HOURS every day fetching water

Reducing the distance to a water source from 30 to 15 min increased girls' school attendance by 12% according to a study in Tanzania

With the same access to productive resources as men, including water, women could increase yields on their farms by 20–30% and lift 150 million people out of hunger

Involving women can increase the effectiveness water projects 6 to 7 times

- উন্নত ওয়াশ সেবা নারী ও মেয়েদের কঠোর পরিশ্রমের হ্রাসে অবদান রাখতে পারে এবং অন্যান্য সামাজিক, রাজনৈতিক ও আয়রোজগারমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করে, যা তাদের ক্ষমতায়নে অবদান রাখে।
- খোলা স্থানে মলত্যাগের পরিবর্তে, ঘরের কাছে একটি পরিষ্কার টয়লেট থাকলে, নারীরা সম্মানিত বোধ করে।
- নারীরা যদি স্থানীয় ওয়াশ এবং পানি ব্যবস্থাপনা কমিটির সক্রিয় সদস্য হিসেবে পানি ও স্যানিটেশন কার্যক্রমের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও নিরীক্ষণে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভূমিকা পালন করতে পারে, তাহলে তাঁরা নিজেদেরকে ক্ষমতাবান ভাবতে পারে।
- নারী, শিশু, বৃদ্ধ, এবং প্রতিবন্ধীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা হ্রাস করা যায় যখন ল্যাট্রিনের জন্য স্থান নির্বাচন, অবস্থান, গোপনীয়তা এবং স্যানিটেশন সুবিধা সম্পর্কে অন্যান্য সিদ্ধান্তগুলো জেন্ডার সংবেদনশীল হয়। এটি নারী এবং পুরুষদের শারীরিক ক্ষমতায়ন এর অংশ।
- স্কুলে মেয়েদের জন্য ওয়াস সুবিধাগুলো থাকলে, স্কুলে মেয়েদের উপস্থিতির হার বাড়ে এবং ঝরে পড়ার হার কমে। এছাড়াও, মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার (এমএইচএম) উপর শিক্ষা কিশোরী মেয়েদের ক্ষমতায়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, অপর্যাপ্ত

মাসিক স্বাস্থ্যবিধি থেকে তাদের অসুস্থতা হ্রাস করে, এবং তাদের শিক্ষার সুযোগ অব্যাহত রাখে।

- পানি সংক্রান্ত রোগের সংক্রমণের / মৃত্যুর হার হ্রাস এবং অপর্যাপ্ত মাসিক স্বাস্থ্যবিধি থেকে অসুস্থ স্বাস্থ্যের হার হ্রাস শুধুমাত্র জনস্বাস্থ্যের উপরই ইতিবাচক প্রভাব ফেলে না, বরং নারীর যত্ন নেয়ার কষ্টও কমায় এবং অন্যান্য কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য তাদের সুযোগ বৃদ্ধি করে। স্বাস্থ্যের উপর খরচ হ্রাস করে এবং তাদের অর্থনৈতিক অবস্থারও উন্নতি করে।

কিভাবে পানি ও স্যানিটেশন খাতে জেন্ডার মূলধারাকরণ করা যায়?

পরামর্শঃ অনুশীলন ১ পরিচালনা করার জন্য এটি একটি ভাল সময়। যার বিষয়বস্তু হবেঃ জেন্ডার এবং ওয়াশ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করা)অংশগ্রহণমূলক অনুশীলন বিভাগ থেকে(।

জেন্ডার পদ্ধতিতে টেকসই পানি সরবরাহ ব্যবস্থা এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য তিনটি পর্যায়ে একটি সক্রিয় পরিবেশ প্রয়োজনঃ ক)) আইনি কাঠামো এবং নীতি; খ) প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা; এবং গ) স্থানীয় কার্যক্রম / প্রকল্প ব্যবস্থাপনা। নিচে একটি এনজিও, সিবিও, স্থানীয় নারীদের দল কিংবা একজন ব্যক্তি হিসেবে একটি সক্রিয় পরিবেশ পেতে আপনি কীভাবে অবদান রাখতে পারেন তার কিছু উপায় তুলে ধরা হল। যেটি আপনার জন্য সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক এবং সহজ হবে, আপনি সেটি নির্বাচন করতে পারেন। আপনি দেখবেন যে, এগুলোর যেকোন
একটি দিয়ে শুরু করলে অন্যগুলোও আপনার জন্য সহজ হবে, এবং আপনি ঘুরে ঘুরে সবগুলোই করে ফেলবেন।

আইনি কাঠামো এবং নীতি

জ্ঞাত হোন এবং সমন্বয় করুনঃ পানি ও স্যানিটেশনের উপর গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক চুক্তি এবং প্রতিশ্রুতি পর্যালোচনা করুন, যেমন টেকসই উন্নয়নের উপর সাম্প্রতিক ২০৩০ এজেন্ডা, আপনার দেশের পানি ও স্যানিটেশনের উপর জাতীয় আইন এবং নীতি।

একটি বেসলাইন তৈরি করুনঃ আপনার দেশের পানি ও স্যানিটেশনের উপর জাতীয় আইন এবং নীতির ভিত্তিতে নারী ও পুরুষের বিদ্যমান অবস্থান এবং অবস্থা মূল্যায়ন করুন ।

এছাড়াও, পানি ও স্যানিটেশন খাতে বাজেট বরাদ্দকরণে জেন্ডার বৈষম্য রয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখুন।

দেখুন এবং শুনুনঃ পানি ও স্যানিটেশন বিষয়ক জাতীয় এবং স্থানীয় সরকারি কর্তৃপক্ষের সাথে সংযুক্ত হন, তাদের স্টেকহোল্ডার আলোচনায় যোগদান করুন, এবং সেখানে আপনার স্থানীয় সমস্যা তুলে ধরুন। আপনার স্থানীয় আলোচনায় যোগদান করতে তাদের আমন্ত্রণ জানান এবং স্টেকহোল্ডারদের সাথে কথা বলুন।

গুণগত এবং পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ করুনঃ মাঠ পর্যায়ের, জেন্ডার সংবেদনশীল, অংশগ্রহণমূলক গবেষণা, দরিদ্র নারী ও পুরুষ এবং ঝুঁকিতে থাকা মানুষের উপর জলবায়ু সংকটের প্রভাব এবং এটি কিভাবে তাদের নিরাপদ খাবারপানির প্রাপ্যতাকে প্রভাবিত করে, সে সম্পর্কে অনেক ভালো তথ্য (সংখ্যা ও কেস স্টাডি) প্রদান করতে পারে। যাদের প্রকল্প কর্মসূচির আওতার বাইরে থেকে যাবার সম্ভাবনা আছে, তাদের সনাক্ত করুন। নীতিনির্ধারকদের তাদের আইন আরও সমন্বিত এবং জেন্ডার সংবেদনশীল করার জন্য এই ধরনের তথ্য প্রয়োজন।

আপনার এবং অন্যান্যদের সক্ষমতা গড়ে তুলুনঃ পানি ও স্যানিটেশন খাতে জেন্ডার বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, ওয়েবিনার, কর্মশালাতে যোগ দিন, এবং অন্যান্য সহকর্মীদেরও যোগদান করতে উৎসাহিত করুন, বিশেষ করে পুরুষ সহকর্মীদের। স্থানীয় নারী, পুরুষ এবং পানি ও স্যানিটেশন বিষয়ক প্রতিষ্ঠানগুলোর সচেতনতা বাড়াতে তাদের প্রশিক্ষণ দিন। জেন্ডার সংবেদনশীল অ্যাডভোকেসি, মিডিয়া যোগাযোগ, এবং নিরীক্ষণের উপর আপনার সক্ষমতা বৃদ্ধি করুন, এবং এটি অন্যদের প্রশিক্ষণ দিতে, অথবা প্রশিক্ষণে যোগদান করার জন্য উৎসাহিত করতে ব্যবহার করুন।

সকল স্তরের অ্যাডভোকেসিতে যোগদান করুনঃ পানি ও স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে নারীদের সমান অধিকার প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান করুন। পানি ও স্যানিটেশন আইন এবং নীতিগুলোতে সুস্পষ্টভাবে নারীদেরকে সুস্পষ্টভাবে ব্যবহারকারী এবং পরিচালক হিসাবে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য সমর্থন জানান।

সমমনা দল এবং সংগঠনের সাথে নেটওয়ার্ক গড়ে তুলুনঃ নীতি নির্ধারক এবং (স্থানীয়) সরকারি কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সমমনস্ক দল এবং সংগঠনের সাথে

মিলিতভাবে প্রেশার-গ্রুপ গঠন করুন যাতে তাঁরা খাবারপানি ও স্যানিটেশন বিষয়ক কার্যক্রম জেন্ডার সংবেদনশীলতার সাথে করে।

আপনার জন্য গণমাধ্যম এবং সামাজিক নেটওয়ার্কিংমূলক কাজ করুনঃ নাগরিক অংশগ্রহণের জন্য কাঠামোগত এবং প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে নারীর সম্পৃক্ততার অধিকার এবং তৎপরতা স্পষ্ট করে তুলে ধরুন। সামাজিক নেটওয়ার্কিং মাধ্যম যেমন ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম ইত্যাদি ব্যবহার করে এবং প্রেস রিলিজ ও ডকুমেন্টারী তৈরি করে, আপনি যে নারী ও পুরুষদের সাথে কাজ করেন, বিশেষ করে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকা জনগণ, তাদের কথা তুলে ধরুন।

প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা

অনুগ্রহ করে সাংগঠনিক দক্ষতার উপর মডিউল ৪ এর উল্লেখ করুন, যেখানে সংগঠনের বিভিন্ন স্তর যেমন কর্মী নিয়োগ, বাজেট প্রণয়ন, নিরীক্ষা এবং যোগাযোগ কার্যক্রমে জেন্ডার মূলধারাকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

স্থানীয় কার্যক্রম পরিকল্পনা / প্রকল্প ব্যবস্থাপনা

নিম্মোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি মনোযোগ দিয়ে পানি ও স্যানিটেশন প্রকল্পগুলোর জন্য অংশগ্রহণমূলক মূল্যায়ন পরিচালনা করুন-

- পানি ও স্যানিটেশন সুবিধার ক্ষেত্রে নারী, পুরুষ, ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে প্রয়োজন, চাহিদা, অভ্যাস এবং উদ্দেশ্যের পার্থক্য।
- মানুষের মধ্যে অত্যাবশ্যক সম্পদ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রাপ্তির পার্থক্য, যা তাদেরকে উন্নত স্যানিটেশন সুবিধা পেতে সক্ষম/অক্ষম করে।
- শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী নারী ও পুরুষের বিভিন্ন চাহিদা বিবেচনার করুন।
- সম্ভাব্য স্থানীয় সম্পদ এবং দক্ষতা যেমন স্কুল টয়লেটের জন্য স্থানীয় ভর্তুকি, নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য অনুদান এবং টয়লেট নির্মাণের উপর স্থানীয় প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করুন।

জেন্ডার সংবেদনশীল পরিকল্পনা

- বাড়িতে পানির ব্যবহার, নিরাপদ স্যানিটেশন, প্রযুক্তি এবং ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে নারীদের মতামত প্রকাশের অনুমতি দেয়ার মধ্যমে পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে জেন্ডার ভারসাম্য বজায় রাখুন।
- সব স্তরে সমতাভিত্তিক অংশগ্রহণ বজায় রাখার চেষ্টা করুন। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র জেন্ডার নয়, বরং অন্যান্য বিষয়গুলোও (যেমন সম্পদ, বয়স এবং শিক্ষা) বিবেচনায় রাখুন।
- প্রাসঙ্গিক স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনা করে জেন্ডার সংবেদনশীল সূচক নির্ধারণ করুন এবং পানি ও স্যানিটেশন সেবা সম্পর্কে নারী এবং পুরুষদের অভিজ্ঞতার আলাদা আলাদা তথ্য সংগ্রহ করুন।
- পানি এবং স্যানিটেশন সুবিধা সম্পর্কে পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি স্থানীয় জেন্ডার সমতাভিত্তিক এজেন্ডা তৈরি করুন।
- সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার যেমনঃ স্থানীয় সরকারী কর্তৃপক্ষ, কমিউনিটি স্বাস্থ্য কর্মী, শিক্ষক এবং স্থানীয় নারী এবং পুরুষদের নিয়ে একসঙ্গে পানি ও স্যানিটেশন কর্ম পরিকল্পনা প্রনয়নের জন্য আলোচনায় বসুন।

জেন্ডার সমতাভিত্তিক বাস্তবায়ন

- স্থানীয় পানি সরবরাহ ব্যবস্থা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য, এবং বিভিন্ন ধরণের স্যানিটারি সরঞ্জাম ও পানি সংরক্ষণের (বৃষ্টির পানি সংগ্রহের জন্য) আধার নির্মাণ জন্য, কমিউনিটি পরিচালিত পানি ও স্যানিটেশন প্রকল্পে নারী ও পুরুষ উভয়ের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং উপকরণ প্রয়োজন।
- কেবল স্থানীয় নারীদেরই নয়, স্থানীয় মানুষদেরও ওয়াশ প্রোমোটার হিসাবে নিয়োগ করুন। সেইসাথে, তাদের কমিউনিটির মধ্যে স্যানিটেশন সম্পর্কিত রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য, নিরাপদ পানির ব্যবহার এবং সংরক্ষণ, স্বাস্থ্যবিধি, কঠিন বর্জ্য নিষ্পত্তি এবং ব্যবহার (কম্পোস্ট হিসাবে) বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিন।

জেন্ডার সংবেদনশীল পর্যবেক্ষণ

- স্থানীয় নারী, পুরুষ এবং বিশেষ করে সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকা মানুষের পানি ও স্যানিটেশন সেবার ব্যবহার এবং সন্তুষ্টি নিরীক্ষণের জন্য জেন্ডার সংবেদনশীল সূচক নির্ধারণ করতে নারী ও পুরুষদের অন্তর্ভুক্ত করুন।
- ● স্থানীয় নারী, যুবক, পিছিয়ে থাকা জনগণকে তাদের দলের সূচক নিরীক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণ দিন, নিয়োগ করুন এবং তাদের কাজের জন্য পারিশ্রমিক দিন।

- লিঙ্গভিত্তিক আলাদা আলাদা তথ্য সংগ্রহ এবং ব্যবহার করুন।
- অনুভূতি, মনোভাব এবং আচরণের পরিবর্তন ব্যাখ্যা করার জন্য গুণগত তথ্য সংগ্রহ করুন কারণ তা পরিমাণগত তথ্য দ্বারা প্রকাশ করা নাও যেতে পারে।
- অ্যাডভোকেসি এবং প্রচার মাধ্যমে সাহায্যে মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য নীতিমালা প্রণয়নকারী, দাতা সংস্থা, এবং সাধারণ জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিন। এটি জাতীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারণ এবং স্থানীয় পরিকল্পনার মধ্যে থাকা শূন্যতা পূরণ করতে সাহায্য করবে।

অংশগ্রহণমূলক অনুশীলন

১। জেন্ডার এবং ওয়াশ বিষয়ে অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি

অনুশীলনের ধরনঃ দলগত শিক্ষার জন্য মুক্ত আলোচনা

সময়ঃ ১৫-৩০ মিনিট

এই অনুশীলনের জন্য প্রয়োজনঃ

- আলোচনার জন্য প্রশ্ন / বিবৃতি

অনুশীলনের বর্ণনাঃ

ওয়াশ খাতে পরিকল্পনা, নকশা, বাস্তবায়ন এবং কার্যাবলী নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ ব্যবহারকারীদের অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে আলোচনা করার পর, প্রশিক্ষণের সাহায্যকারীগণ অংশগ্রহণকারীদেরকে তাদের নিজস্ব প্রকল্প থেকে উদাহরণ দিতে বলবেন যেখানে দরিদ্র নারী ও পুরুষেরা অংশগ্রহণ করেছে এবং তাদের সাথে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের (স্থানীয় সরকারি কর্তৃপক্ষ, প্রকল্প কর্মী, টার্গেট গ্রুপ) মধ্যে সংলাপ এর ফলে আরো উপযুক্ত এবং টেকসই ওয়াশ কর্মসূচী নেয়া হয়েছে।

এটি অংশগ্রহণকারীদেরকে দলগতভাবে শিখতে এবং ভাল উদাহরণ তুলে ধরতে সাহায্য করবে। সেইসাথে অংশগ্রহণকারীরা একে অন্যের কাছ থেকে ভাল উদাহরণগুলো জেনে, সেগুলো তাদের নিজেদের কাজের মাধ্যমে পুনরায় সৃষ্টি করতে পারবে।

২। আপনার কাজকে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যগুলোর সাথে সংযুক্ত করুন

অনুশীলনের ধরনঃ অংশগ্রহণমূলক দলগত কাজ

সময়ঃ ১ ঘণ্টা

এই অনুশীলনের জন্য প্রয়োজনঃ

- একটি ফ্লিপচার্ট বা ছোট বোর্ড
- বিভিন্ন রঙের মার্কার
- বিভিন্ন রঙের কার্ড

অনুশীলনের বর্ণনাঃ

প্রশিক্ষণের সাহায্যকারীগণ স্পষ্টভাবে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ৬ এর আটটি লক্ষ্যমাত্রা কার্ডে লিখবেন (প্রতি কার্ডে একটি করে লক্ষ্যমাত্রা)।

অংশগ্রহণকারীরা চারটি দলে বিভক্ত হবে, যেখানে প্রতিটি দল দুটি করে লক্ষ্যমাত্রা লেখা কার্ড পাবে। প্রতিটি দল তাদের মধ্যে আলোচনা করবে এবং প্রতিটি লক্ষ্যমাত্রার অধীনে নির্দিষ্ট করে দুটি স্থানীয় সূচক এবং সেগুলোকে নিরীক্ষণ করার পদ্ধতি খুজে বের করবেন। তাঁরা সেগুলোকে একটি ফ্লিপচার্ট কাগজে লিখে রাখবেন। এই দলগত কাজের জন্য দলগুলো ৩০ মিনিট করে সময় পাবেন এবং তাদের দলগুলোর মধ্য থেকেই তাদের জন্য টাইম-কিপার, নোট-টেকার ও উপস্থাপক নির্ধারণ করবেন।

অবশেষে, প্রতিটি দল উপস্থাপনার জন্য ৫ মিনিট সময় পাবে। সেখানে তাঁরা তাদের সূচকগুলো, এবং তারা কিভাবে সেগুলোকে নিরীক্ষণ করবে তার একটি ছোট ব্যাখ্যা অন্যান্য দলগুলোর কাছে উপস্থাপন করবে।

সবগুলো দলের উপস্থাপনা শেষ হওয়ার পর, প্রশিক্ষণের সাহায্যকারীগণ অনুশীলনগুলো থেকে কিছু শেখার বিষয় এবং জেন্ডার ভিত্তিক আলাদা আলাদা তথ্য, অংশগ্রহণমূলক ফলিত গবেষণা, গুণগত গবেষণা পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে কিছু সুপারিশ তুলে ধরবেন।

জেন্ডার এবং ওয়াশ বিষয়ক সহায়ক গ্রন্থাবলী এবং উপকরণ (১৮-১০-২০১৬ তারিখে সংগৃহীত)

1. African Development Bank; African Development Fund, 2009. **Checklist for gender mainstreaming in the water and sanitation sector.** http://www.afdb.org/en/documents/document/checklist-for-gender-mainstreaming-in-the-water-and-sanitation-sector-20014/
2. Asian Development Bank, 2006. **Gender checklist: water supply and sanitation** (also available in

Russian, Nepali, Bangla, and Bahasa)
https://www.adb.org/documents/series/gender-checklists?page=2

3. **Gender equality & the rights to safe drinking water & sanitation – 2016 UN Special Rapporteur report to the Human Rights Council 33** (also available in French, Spanish, Arabic, Chinese, and Russian)
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/33/49
4. CAP-net, GWA 2014. **Why Gender Matters in IWRM: A tutorial for water managers** (available also in interactive and popular versions)
http://genderandwater.org/en/gwa-products/capacity-building/tutorial-for-water-managers-why-gender-matters
5. GWA, UN-Habitat 2006. **Gender mainstreaming Toolkit for Water and Sanitation actors** (focus on African cities, with case studies from the region)
mirror.unhabitat.org/downloads/docs/2527_1_595415.pdf
6. **UN-Water Policy brief on Gender, Water and Sanitation**, 2006
www.un.org/waterforlifedecade/pdf/un_water_policy_brief_2_gender.pdf
7. UN-Water Expert Group Meeting. **Gender disaggregated data on Water and Sanitation**, 2008
www.unwater.org/downloads/EGM_report.pdf
8. WECF, 2014. **Developing a Water and Sanitation Safety Plan (WSSP)**: This manual consists of 3 parts- A, B, and C, targeted to NGO´s, CBO´s, Water operators; local authorities, teachers/schools and aims to enable them to develop a WSSP for small-

scale water supplies as well as to assess the quality of sanitation facilities such as school toilets.
http://www.wecf.eu/english/publications/

প্রাসঙ্গিক ওয়েবসাইটের লিংক (১৮-১০-২০১৬ তারিখে সংগৃহীত)

- Gender and Water Alliance (GWA); pages on 'domestic and drinking water', and 'sanitation'
  http://genderandwater.org/en/water-sectors
- Sustainable Sanitation Alliance SuSanA WG7
  http://www.susana.org/en/working-groups/community-rural-and-schools
- UN-Habitat (Water and Sanitation Trust Fund Impact study series, UN-Habitat channel, UN-Habitat Gender in Water and Sanitation)
  www.unhabitat.org
- UNICEF Water, Sanitation, and Hygiene webpages
  www.unicef.org/wash/
- UN Sustainable Development Knowledge Platform for SDG 6
  https://sustainabledevelopment.un.org/sdg6
- Water Aid-Women website (also WaterAid channel on YouTube)
  www.wateraid.org/uk/what-we-do/the-crisis/women
- World Bank (Sanitation, Hygiene, and Wastewater resource guide)
  http://water.worldbank.org/shw-resource-guide/promotion/gender-hygiene-and-sanitation
- WHO (Water, Sanitation and Health; Global Analysis and Assessment of sanitation and drinking-Water or GLAAS)

http://www.who.int/water_sanitation_health/glaas/en

- WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) for Water supply and sanitation (2015 update report, post-2015 brochure, methodological note on SDG monitoring)
  http://www.wssinfo.org/
- Water Supply and Sanitation Collaborative Council or WSSCC (resources on gender and MHM, channel on YouTube)
  http://wsscc.org/resources/?_sft_category=equality
- Women Engage for a Common Future (WECF) publications in several languages on WASH in Schools, WSSP, and low-cost technological options in sustainable sanitation and water treatment
  http://www.wecf.eu/english/publications/

সেশন ২. ৩: টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ৭- জেন্ডার এবং সকলের জন্য নির্ভরযোগ্য, সাশ্রয়ী এবং দূষণমুক্ত জ্বালানির প্রাপ্যতা

প্রশিক্ষক/প্রশিক্ষণে সাহায্যকারীদের জন্য নির্দেশিকা

7
AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY

এই সেশনের উপাদানসমূহ সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদে, সারণিতে এবং তথ্য-চিত্রে উপস্থাপন করা হয়েছে, যাতে পরবর্তীতে তা একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনায় ব্যবহার করা যায়। যাইহোক, এই সেশনের জন্য পরামর্শ হলো যে আপনার সেশনকে প্রাসঙ্গিক করতে আপনি অংশগ্রহণকারীদের অঞ্চল, দেশ এবং স্থানীয় পরিস্থিতি বিবেচনা করে তাদের তথ্য, পরিসংখ্যান, তথ্য-চিত্র এবং কেস স্টাডি ব্যবহার করবেন। এটি অংশগ্রহণকারীদের অভিজ্ঞতা, আগ্রহ এবং চাহিদার সাথে সমন্বয় সাধন করতে সাহায্য করবে।

এই কর্মশালাটি একদিনের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছ। এতে রয়েছে অনুশীলন যা অংশগ্রহণকারীদের অংশগ্রহণ, অর্জিত জ্ঞান ভাগাভাগি এবং দলগতভাবে শেখাকে উৎসাহিত করে।
যদি পর্যাপ্ত সময় থাকে, আপনি একটি মাঠ পরিদর্শন এবং তার উপর ভিত্তি করে একটি দলগত কাজ পরিচালনা করতে পারেন। এছাড়াও যদি আপনি স্থানীয় জ্বালানি পরিস্থিতি সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদেরকে ভাল ধারণা দিতে চান, তাহলে বাড়ির কাজ হিসাবে তাদের স্থানীয় জ্বালানি ব্যবহারের উপর পরিবার ভিত্তিক একটি জরিপ পরিচালনা করতে দিন।

অনুগ্রহ করে বিবেচনা করুন কীভাবে নারীদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা যায়, বিশেষত দরিদ্র এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী থেকে।
কর্মশালার সময়সূচী নারীদের চাহিদা অনুযায়ী প্রণীত হওয়া উচিত। স্থান ও সময় নির্বাচন করার ক্ষেত্রেও এটি বিবেচনায় রাখুন। প্রশিক্ষণের সময় শিশুদের যত্ন নেয়ার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টিও বিবেচনা করুন।

আপনি নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন কোন বিষয়ের জন্য আপনি কতখানি সময় নিবেন। তবে সবগুলো বিষয় আলোচনা করার চেষ্টা করুন যাতে কোন প্রাসঙ্গিক বিষয় বাদ না থাকে। আপনি যদি দেখেন সেশনের কোন একটি অংশের প্রয়োজন নেই, তাহলে সেটি বাদ দেবার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

শিক্ষার উদ্দেশ্য

এই সেশনের শেষে অংশগ্রহণকারীরা-

- জেন্ডার এবং জ্বালানির অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দিকগুলো সম্পর্কে জানবে এবং সেগুলো ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন
- জ্বালানির ব্যবহার এবং উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে জ্বালানি ব্যবহারের মাধ্যমে কিভাবে নারী ও পুরুষ উপকৃত হতে পারে সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করতে সক্ষম হবেন।
- ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে (গ্রামীণ-শহুরে, ধনী-দরিদ্র) জ্বালানির প্রাপ্যতা / নিয়ন্ত্রণ / ব্যবহারের ক্ষেত্রে জেন্ডার পার্থক্য সম্পর্কে সচেতনত হবেন
- এই বিষয়ে অংশগ্রহনকারীদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে এবং দলগতভাবে শেখা ও নেটওয়ার্কিংয়ে উৎসাহিত করতে কিছু অনুশীলন সম্পর্কে জানবেন

- জ্বালানি কার্যক্রমের ক্ষেত্রে বর্তমানে বিশ্বব্যাপী চ্যালেঞ্জসমূহ এবং তার জেন্ডার প্রভাব সম্পর্কে জানবেন
- বিশ্বব্যাপী এবং জাতীয়ভাবে নিরীক্ষণের জন্য টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ৭ এর লক্ষ্যমাত্রা এবং সূচকসমূহ সম্পর্কে জানবেন
- কিভাবে পরিবারে জ্বালানির ব্যবহার উন্নত করা যায় সে বিষয়ে কিছু উদাহরণ (উল্লেখযোগ্য ঘটনা) সম্পর্কে জানবেন
- জ্বালানির ব্যবহার এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানির সাথে সম্পর্কিত প্রকল্পের কার্যক্রমে কিভাবে জেন্ডার পদ্ধতির সমন্বয় করা যায় সে সম্পর্কে জানবেন
- জেন্ডার এবং জ্বালানি সম্পর্কে সাধারণ এবং নির্দিষ্ট তথ্য লাভ করতে বৈশ্বিক এবং আঞ্চলিক সহায়ক গ্রন্থাবলী ও উপকরণসমূহ কি কি সে সম্পর্কে জানবেন

শিক্ষামূলক পদ্ধতি

এই মডিউলের শিক্ষামূলক পদ্ধতির কয়েকটি দিক হচ্ছেঃ

১। স্থানীয় প্রেক্ষাপটে শেখা এবং বৈশ্বিক তথ্যের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করাঃ কর্মশালা স্থানীয় সিএসওদের সাথে এবং স্থানীয় প্রেক্ষাপটে (গ্রাম / গ্রামীণ সম্প্রদায়) দ্বারা পরিচালিত হয়, তবে জেন্ডার ও জ্বালানি সম্পর্কিত বৈশ্বিক বিষয়গুলোর উপরও ধারণা দেয়া হয় এবং বিভিন্ন তথ্যসুত্রের উল্লেখ করা হয়।

২। একসাথে এবং একে অপরের কাছ থেকে শেখা: শেখার প্রক্রিয়া অংশগ্রহণকারীদের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা ভিত্তিক হয়। শিক্ষাদান এবং বক্তৃতা পদ্ধতি এড়িয়ে চলতে হবে- সবাই একইসাথে "শিক্ষার্থী" এবং "শিক্ষক"।

৩। অংশগ্রহণকারীদের আগ্রহী এবং নিযুক্ত রাখতে শিক্ষন পদ্ধতিতে বৈচিত্র্যঃ উদাহরণস্বরূপ, আলোচনায় পরিবর্তন, দলগত কাজ, ব্যক্তিগত প্রতিফলন এবং বাস্তব প্রদর্শনী।

যা করনীয় এবং করনীয় নয়

আপনার সেশন আরো আকর্ষণীয় করতে এবং আরও তথ্য যোগ করতে অনুগ্রহ করে সহায়ক গ্রন্থাবলী এবং ওয়েবসাইট লিঙ্কের বিভাগটির সঠিক ব্যবহার করুন।

আপনার সেশন আরো আকর্ষণীয় বিবরণ যোগ করার জন্য অনুগ্রহ করে সম্পদ এবং ওয়েব-লিঙ্কের বিভাগের সঠিক ব্যবহার করবেন ।

কর্মশালার সময় অংশগ্রহণকারীদের ভাল ছবি তুলুন যেখানে দেখা যাবে তাঁরা কোন না কোন কার্যক্রমে জড়িত আছে।

সেশন পরিচালনা এবং রিপোর্ট করাকে সহজতর করার জন্য অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে রিকেপার, টাইমকিপার এবং নোটটেকার নিয়োগ করুন।

অংশগ্রহণমূলক অনুশীলন

১। ভূমিকা অনুশীলনঃ আপনার জন্য সঠিক জ্বালানি কোনটি?

উদ্দেশ্যঃ

পরবর্তী আলোচনার জন্য তৈরি হওয়া, অংশগ্রহণকারীদের ধারণার মূল্যায়ন, অংশগ্রহণমূলক সেশন নিশ্চিত করা।

অনুশীলনের ধরণঃ

চিন্তা করা

সময়ঃ

১৫-৩০ মিনিট

যা প্রয়োজনঃ

- কাগজ এবং কলম
- উত্তর লেখার জন্য ফ্লিপচার্ট

অনুশীলনের বর্ণনাঃ

প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীদেরকে জ্বালানি শব্দটি সম্পর্কে চিন্তা করতে বলবেন এবং জিজ্ঞাসা করবেনঃ ' জ্বালানি' শব্দটি শুনলে আপনার মনে কি আসে? একটি বড় কাগজে মূল শব্দগুলো তালিকাভুক্ত করুন। লক্ষ্য করুন যে, জ্বালানি সম্পর্কে বিভিন্ন মানুষের ধারণা বিভিন্ন রকম। কেউ কেউ জ্বালানির উৎসের উল্লেখ করতে পারে, কেউ কেউ জ্বালানির কাজের উল্লেখ করতে পারে, ইত্যাদি।

প্রশিক্ষক এর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যঃ

অংশগ্রহণকারীদের এর উত্তরের উপর ভিত্তি করে, প্রশিক্ষক জ্বালানি ব্যবহারের উপর একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য (স্থানীয় প্রেক্ষাপটে) দেবেন, এর প্রধান সমস্যা এবং সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের একটি সামগ্রিক ধারণা দিবেন, এবং অনুশীলনের জন্য একটি নির্দেশিকা প্রদান করবেন। মূল বিষয়গুলোর উল্লেখ করুন কিন্তু বিস্তারিত বিবরণ নয়! যেমনঃ প্রত্যেকের দৈনন্দিন জীবনে জ্বালানির ভুমিকা, বিভিন্ন ক্ষেত্রে জ্বালানির ব্যবহার (গার্হস্থ্য, উৎপাদন, শিল্প, পরিবহন, ইত্যাদি), জ্বালানির বিভিন্ন প্রকার ও উৎস, জ্বালানির বিভিন্ন উৎসের প্রাপ্তি/নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়গুলো উল্লেখ করুন। সংক্ষেপে কিছু সমস্যার বিষয়ও উল্লেখ করুন। যেমনঃ অধিক খরচ, অপব্যবহার, দূষণ, সংগ্রহ ইত্যাদি। সেইসাথে এটিও উল্লেখ করুন যে কিভাবে এর সম্ভাব্য সমাধান পাওয়া যেতে পারে। যেমনঃ ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জ্বালানির কার্যকর ব্যবহার, জ্বালানির বিকল্প ব্যবহার বৃদ্ধি, ইত্যাদি।

২। দলগত কাজঃ জ্বালানির প্রাপ্তি, নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবহারর ক্ষেত্রে জেন্ডার পার্থক্য

সময়ঃ এক ঘন্টা

- দলগত কাজ: ২০ মিনিট
- আলোচনা: ৪০ মিনিট

উদ্দেশ্যঃ

জ্বালানির প্রাপ্তি/নিয়ন্ত্রণ/ব্যবহারের ক্ষেত্রে জেন্ডার পার্থক্যগুলোকে নিবিড়ভাবে দেখা

যা প্রয়োজনঃ

- কলম এবং ব্লক
- ফ্লিপচার্ট

প্রক্রিয়াঃ

অংশগ্রহনকারীদেরকে ২-৪ টি দলে ভাগ করুন, ১- ২টি দল হবে শুধুমাত্র নারীদের, ১- ২টি দল হবে শুধুমাত্র পুরুষদের। দলগুলোকে জেন্ডার ভিত্তিক জ্বালানি সম্পদ ব্যবহার বিষয়ে আলোচনা করতে বলুন।

নারীদের জন্যঃ নারীরা কী ধরনের জ্বালানি সম্পদের ব্যবহার করেন? কোন কোন কাজের জন্য?

পুরুষদের জন্যঃ পুরুষরা কি ধরনের জ্বালানি সম্পদের ব্যবহার করেন? কোন কোন কাজের জন্য?

প্রতিটি দল একটি সারণি পূরণ করবে (নিজেদের লিঙ্গ অনুযায়ী)

উদাহরণঃ

নারী

জ্বালানি/জ্বালানি সম্পদের প্রকার	যে কাজের জন্য ব্যবহৃত
কাঠ	রান্না তাপ উৎপাদন পানি গরম
গোবর	রান্না তাপ উৎপাদন
জলবিদ্যুৎ	কল
বিদ্যুৎ	আলো রান্না পানি গরম করা
সোলার প্যানেল	আলো

পুরুষ

জ্বালানি/জ্বালানি সম্পদের প্রকার	যে কাজের জন্য ব্যবহৃত
কাঠ	তাপ উৎপাদন
ডিজেল, পেট্রোল	মেশিন, ট্র্যাক্টর, জেনারেটর, ট্যাক্সি, রিক্সা, চালানো
জলবিদ্যুৎ	বিদ্যুৎ
বিদ্যুৎ	অনেক কাজে ব্যবহৃত হয়
সোলার প্যানেল	আলো

আলোচনাঃ দলগুলোকে তাদের সারণিগুলো উপস্থাপন করতে বলুন। নারী এবং পুরুষের দ্বারা ব্যবহৃত জ্বালানি সম্পদ এবং সাধারণত যে কাজে ব্যবহৃত তার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে বলুন। গার্হস্থ্য ব্যবহার (রান্না, তাপ উৎপাদন, পানি গরম), কৃষি, উৎপাদন (শিল্প ও ব্যবসা), খরচ এবং অন্যান্য ব্যবহার (পরিবহন) ইত্যাদির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে বলুন।

বিকল্প উপায়ঃ নারীদেরকে খুজে বের করতে বলুন কোন জ্বালানি সম্পদ পুরুষরা ব্যবহার করে এবং কি কাজে। আবার পুরুষদেরকে খুজে বের করতে বলুন কোন জ্বালানি সম্পদ নারীরা ব্যবহার করে এবং কি কাজে। ফলাফল উপস্থাপন করার পর, পুরুষ এবং নারীরা হয়ত তথ্য সম্পূর্ণ বা সংশোধন করতে পারে। এতে করে আলোচনা আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে, তবে অধিক সময়েরও প্রয়োজন হবে।

প্রশিক্ষক এর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যঃ

অনুশীলন থেকে এটি স্পষ্ট দেখা যায় যে, নারী এবং পুরুষ, মেয়ে এবং ছেলেদের মধ্যে জ্বালানির প্রয়োজনীতা এবং প্রাপ্তির ভিন্নতা রয়েছে। এছাড়া, জ্বালানির উৎসের নিয়ন্ত্রণের উপরও ক্ষমতার ভিন্নতা রয়েছে।

দরিদ্র নারী ও পুরুষ অনেক বেশি দূষিত জ্বালানির উৎস ব্যবহার করছেন। ফলে, তাঁরা অনেক বেশি অসুস্থতার ঝুঁকিতে রয়েছে। অতএব, রান্না এবং অন্যান্য কাজে বিশুদ্ধ জ্বালানির উৎস ব্যবহারের মাধ্যমে তাঁরা সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে।

পরিকল্পনা এবং নীতিমালা প্রণয়নের সময় এগুলো বিবেচনা করা উচিত।

জ্বালানি এবং জেন্ডার সম্পর্কে কিছু তথ্য এবং পরিসংখ্যান

- বিশ্বের জনসংখ্যার ৪০% এরও বেশি, যাদের বেশিরভাগ দরিদ্র গ্রামীণ পরিবার, এখনও তাদের পরিবারের রান্না এবং তাপ উৎপাদনের জন্য কঠিন জ্বালানি (কাঠ, কয়লা, কাঠকয়লা, গোবর এবং কৃষি উচ্ছিষ্ট) ব্যবহার করে। কারণ বিশুদ্ধ জ্বালানি তাদের জন্য সহজলভ্য এবং সাশ্রয়ী নয়।
- বছরে ৪. ৩ মিলিয়ন মানুষ গৃহের অভ্যন্তরের বায়ুদূষণের কারণে নিউমোনিয়া, ফুসফুসের রোগ, ফুসফুসের ক্যান্সার ইত্যাদি রোগে মারা যায়। এর জন্য প্রধানত দায়ী পরিবারের রান্না এবং অন্যান্য ব্যবহারের জন্য অকার্যকর জ্বালানি এবং প্রযুক্তির ব্যবহার (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ২০১৬)। যারা মারা যায় তাদের মধ্যে ৬০% এর বেশী নারী এবং শিশু। কারণ তাঁরা তাদের দিনের বেশিরভাগ সময় রান্না করা, তাপ উৎপাদন করা ইত্যাদি কাজ করার জন্য ঘরের অভ্যন্তরে ব্যয় করে।
- নারী এবং মেয়েদের জন্য গৃহের অভ্যন্তরীণ দূষণ দ্বিতীয় বৃহত্তম স্বাস্থ্য ঝুঁকি (সাহারা মরুভূমির পাশে অবস্থিত আফ্রিকার দেশগুলোতে প্রথম বৃহত্তম স্বাস্থ্য ঝুঁকি)। অন্যদিকে, পুরুষের জন্য তামাক ধূমপান, মদ্যপান এবং উচ্চ রক্তচাপের পরে এটি পঞ্চম বৃহত্তম স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণ (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ২০১৬)।
- জ্বালানি সংগ্রহের দায়িত্বও মূলত নারীদের। জ্বালানি সংগ্রহের জন্য অনেক সময়ের প্রয়োজন হয় এবং এটি উৎপাদনশীল কাজ করার ক্ষেত্রে নারীদের জন্য সীমাবদ্ধতা তৈরি করে। এর কারণে শিশুরাও স্কুলে থেকে ঝরে পরে। অরক্ষিত পরিবেশে জ্বালানি সংগ্রহের সময় নারী ও শিশুরা আহত হবার এবং সহিংসতার সম্মুখীন হবার ঝুঁকিতে থাকে।
- এক বিলিয়ন মানুষ (বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় ২০ শতাংশ) বিদ্যুত সুবিধার আওতার বাইরে আছে। বিদ্যুত সুবিধা পেলে নারীর বাড়ির কাজ এবং কাজের চাপে অনেক পরিবর্তন আসবে। সেইসাথে, শুধুমাত্র সাধারণ ব্যবসায়ী থাকার থেকে বড় ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তা হতে পারবে। শিশু এবং যুবকরা সন্ধ্যার পরও অধিক সময় পড়াশোনা করতে সক্ষম হবে

- অ-নবায়নযোগ্য জ্বালানির কারণে বন উজার হয়। এছাড়াও, বাড়িতে দূষিত জ্বালানির ব্যবহার জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য অবদান রাখে যার জেন্ডার প্রভাব রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন এবং জেন্ডার সম্পর্কে আপনি আরও তথ্য পেতে পারেন এই মডিউলের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ১৩ সেশনে।

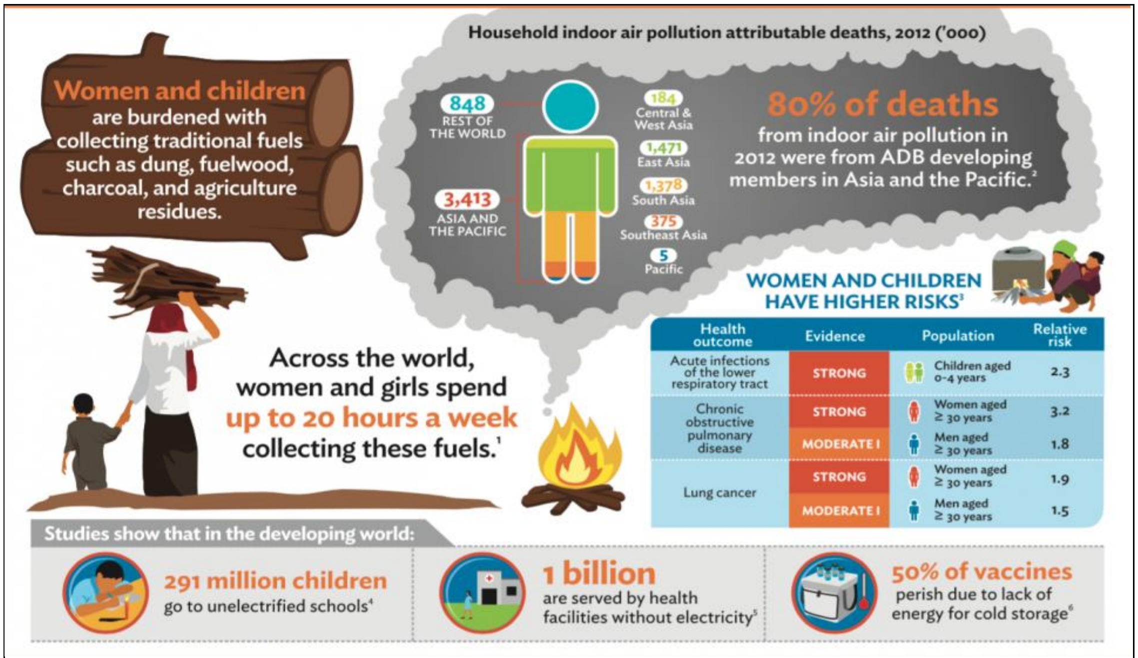

Health outcome	Evidence	Population	Relative risk
Acute infections of the lower respiratory tract	STRONG	Children aged 0-4 years	2.3
Chronic obstructive pulmonary disease	STRONG	Women aged ≥ 30 years	3.2
	MODERATE I	Men aged ≥ 30 years	1.8
Lung cancer	STRONG	Women aged ≥ 30 years	1.9
	MODERATE I	Men aged ≥ 30 years	1.5

উপরোক্ত চিত্রটি (এডিবি থেকে) দারিদ্র্য-জ্বালানি-জেন্ডার সম্পর্কের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়

পরামর্শঃ আপনি জেন্ডার এবং জ্বালানির উপর আরও তথ্যচিত্র পেতে পারেন এই লিঙ্কে- https://ourworldindata.org/indoor-air-pollution/

(আন্তর্জাতিক) জ্বালানি নীতির জেন্ডার মূলধারাকরণ

সর্বস্তরে জেন্ডার সমতা অর্জন এবং নারী ক্ষমতায়নের জন্য বেইজিং প্ল্যাটফর্ম ফর অ্যাকশন দ্বারা গৃহীত সর্বাধিক বিস্তৃত এবং কৌশলগত পদ্ধতি হচ্ছে জেন্ডার মূলধারাকরণ। এমনকি যদিও এই পদ্ধতি ২০ বছর ধরে পরিচিত এবং প্রচলিত রয়েছে, এটি নিয়মমত প্রয়োগ করা হয়নি। ফলে, এর প্রতিক্রিয়া এবং প্রভাব এখনও সীমিত। এক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে কোন প্রেক্ষাপট নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কাজ করার জন্য সে সম্পর্কে বিভিন্ন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোকের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতা করার ইচ্ছা।

বিশেষত, জ্বালানি সম্পর্কে, বেইজিং প্ল্যাটফর্ম সরকারকে আহ্বান জানিয়েছে জ্বালানি পরিকল্পনার নকশা প্রণয়নে “অংশগ্রহণমূলক প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন” পদ্ধতি ব্যবহার করে নারীদের টেকসই এবং সাশ্রয়ী মূল্যের জ্বালানি প্রযুক্তি পাবার সমান সুযোগকে সমর্থন জানাতে।

বর্তমানে অনেক আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং অঙ্গীকার জ্বালানি নীতি এবং কর্মসূচিকে জেন্ডার সংবেদনশীল করতে বলছে। ২০১৬ সালে জেন্ডার ভিত্তিক ইউএনএফসিসিসি লিমা কর্মসূচির সম্প্রসারণ একটি কার্যকর এবং সমন্বিত পদ্ধতিতে জাতিসংঘের জলবায়ু নীতিতে জেন্ডার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার এবং এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার অগ্রগতি অর্জনের একটি নতুন সুযোগ প্রদান করে। উপরন্তু, দলগুলো অনুরোধ করেছিল যে ২০১৭ সালে যেন একটি সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা, এবং একটি জেন্ডার কর্মপরিকল্পনা' প্রণয়ন করা হয়। কারণ এতে করে সুনির্দিষ্ট সময়সীমা ও দায়িত্ব নির্ধারণ এবং কর্মসম্পাদন ও নিরীক্ষণ করা সহজতর হবে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ৭ এর পথেঃ জ্বালানি এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে, ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য বিশ্ব নেতৃবৃন্দ একটি বিশ্বব্যাপী উদ্যোগ গ্রহণ করে। যা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে পরিচিত হয়ে ওঠে। সেখানে জ্বালানি বিষয়ক কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল না, কিন্তু উন্নত জ্বালানি চর্চা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আটটি লক্ষ্য অর্জনেই অবদান রাখতে পারে। জ্বালানি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ এবং দারিদ্র্যের মধ্যে একটি শক্তিশালী সম্পর্ক রয়েছে। পাশাপাশি জেন্ডার সমতা এবং নারী ক্ষমতায়নের সাথেও।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত “**Household energy and the Millennium Development Goals**” (http://www.who.int/indoorair/publications/fflsection2.pdf) শিরনামের প্রকাশনায় “জ্বালানি কোড খুজে বের করা” নামক একটি সারনি রয়েছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং জ্বালানির মধ্যে সংযোগগুলোর উপর বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে সারনিটি দেখুন। সহায়ক গ্রন্থাবলী এবং উপকরণ বিভাগেও এটির উল্লেখ রয়েছে।

আন্তর্জাতিক কর্মপরিকল্পনায় টেকসই জ্বালানির বিষয়টির অন্তর্ভুক্তিকরণ নিশ্চিত করা এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার বাস্তবায়নে সকলের জন্য টেকসই জ্বালানির উদ্যোগটি ২০১১ সালে জাতিসংঘের মহাসচিবের। এই উদ্যোগটির উদ্দেশ্য বিশুদ্ধ ও আধুনিক জ্বালানির সার্বজনীন প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।

২০১২ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ২০১২ সালকে “সকলের জন্য টেকসই জ্বালানির আন্তর্জাতিক বছর” হিসাবে ঘোষণা করে। টেকসই জ্বালানি সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের লক্ষ্যে সেই বছর অনেক কার্যক্রম এবং প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছিল। এই সম্পর্কে আরো তথ্য পাওয়া যাবে এখানেঃ
http://www.un.org/en/events/sustainableenergyforall/index.shtml

এছাড়াও, টেকসই উন্নয়নের (যে ভবিষ্যত আমরা চাই) উপর ২০১২ সালের রিও+২০ সম্মেলনের ফলাফল হচ্ছে সদস্য রাষ্ট্রগুলো (১) উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জ্বালানি যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তার মূল্যায়ন করে; (২) সবার জন্য টেকসই এবং আধুনিক জ্বালানি সেবা প্রাপ্তির চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়; এবং (৩) স্বীকার করে যে টেকসই উন্নয়নের জন্য জ্বালানি কার্যকারিতার উন্নতি, নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি, এবং জ্বালানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি
গুরুত্বপূর্ণ।

যাইহোক, এত সব প্রচেষ্টা এবং অগ্রগতি সত্ত্বেও, জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে ৩০ বছর আগে যত মানুষ দূষিত জ্বালানি দিয়ে রান্না করত, এখনও প্রায় একই সংখ্যক মানুষ দূষিত জ্বালানি দিয়ে রান্না করে। জ্বালানি সম্পর্কিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীরা এখনও পিছিয়ে রয়েছেন এবং জেন্ডার-সংবেদনশীল জ্বালানি প্রকল্প এবং গবেষণার সংখ্যা এখনও বেশিদূরে আগায়নি।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ৭: সবার জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই এবং আধুনিক জ্বালানি নিশ্চিত করা

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ৭, ২০১২ সালের সেপ্টেম্বরে ১৯৩টি দেশ দ্বারা গৃহীত হয়, যার লক্ষ্য ছিল "২০৩০ সালের মধ্যে সবার জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই এবং আধুনিক জ্বালানি নিশ্চিত করা”।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ৭ এর পাঁচটি লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রস্তাবিত সূচক

লক্ষ্যমাত্রা ৭.১- ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য মূল্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য এবং আধুনিক জ্বালানি সেবায় সবার প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।

সূচক ৭.১.১- বিদ্যুৎ সুবিধার আওতাভুক্ত জনসংখ্যার অনুপাত।

সূচক ৭.১.২- পরিষ্কার জ্বালানি এবং প্রযুক্তি উপর প্রাথমিকভাবে নির্ভরশিল জনসংখ্যার অনুপাত

লক্ষ্যমাত্রা ৭.২- ২০৩০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক জ্বালানি মিশ্রণে নবায়নযোগ্য জ্বালানির উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি করা।

সূচক ৭.২.১- মোট জ্বালানি ব্যবহারে নবায়নযোগ্য জ্বালানির অংশ

লক্ষ্যমাত্রা ৭.৩- ২০৩০ সালের মধ্যে জ্বালানি দক্ষতা উন্নয়নের বৈশ্বিক হার দ্বিগুণ করা।

সূচক ৭.৩.১- প্রাথমিক শক্তি এবং জিডিপি অনুযায়ী জ্বালানি ঘনত্ব পরিমাপ

লক্ষ্যমাত্রা ৭.ক- ২০৩০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানিজ্বালানি দক্ষতা , এবং উন্নত ও নির্মল জীবাশ্মজ্বালানি প্রযুক্তিসহ-, পরিচ্ছন্ন জ্বালানি গবেষণা ও প্রযুক্তিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়ানো এবং জ্বালানি অবকাঠামো ও পরিচ্ছন্ন জ্বালানি প্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগের বৃদ্ধি করা।

সূচক ৭.৩.১- ২০২০ সাল থেকে শুরু হতে যাওয়া অঙ্গীকারকৃত ১০০ বিলিয়ন ডলার তহবিলের বিপরীতে প্রতি বছর মার্কিন ডলারে সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ।

লক্ষ্যমাত্রা ৭.খ- ২০৩০ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে, বিশেষকরে স্বল্পোন্নত দেশ, উন্নয়নশীল ছোট দ্বীপরাষ্ট্র, এবং স্থলবেষ্টিত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে, তাদের নিজস্ব সহায়ক কর্মসূচী অনুযায়ী সকলের জন্য আধুনিক এবং টেকসই জ্বালানি সেবা সরবরাহের জন্য জ্বালানি অবকাঠামোর বিস্তারসহ প্রযুক্তির উন্নতি সাধন।

সূচক ৭.খ.১- টেকসই উন্নয়ন সেবার অবকাঠামো ও প্রযুক্তির জন্য আর্থিক হস্থানান্তরে বৈদেশিক সরাসরি বিনিয়োগের পরিমাণসহ জিডিপির শতকরা হিসাবে জ্বালানি দক্ষতার বিনিয়োগ।

প্রতিটি দেশের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ৭ অর্জনের অগ্রগতি SE4ALL দ্বারা তৈরি একটি টুলকিট এবং বিশ্বব্যাংক দ্বারা তৈরি টেকসই জ্বালানির জন্য নিয়ন্ত্রক সূচকসমূহ ব্যবহার করে দেখা যায়। বিস্তারিত দেখুন এই লিঙ্কেঃ http://rise.worldbank.org/

পরামর্শঃ এই লিংক (https://youtu.be/pB4-ZCZgMy8) থেকে এক মিনিটের এই ভিডিওটি প্রদর্শন করুন এবং আপনার দেশের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ৭ এর অগ্রগতি দেখুন।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ৭ এর অগ্রগতি পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত দাপ্তরিক সূচক জেন্ডার সংবেদনশীল নয়, এবং এটি প্রমাণ করে যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ৭ এর লক্ষ্য এবং সূচকগুলোতে জেন্ডারের প্রতি মনোযোগের অভাব রয়েছে। অতএব জ্বালানির প্রবেশাধিকার, ব্যবহার, খরচ, এবং স্থানীয় পর্যায়ে উৎপাদনের গুণগত এবং পরিমাণগত উভয় প্রকার নিরীক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ। এই তথ্য টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ৭ এর লক্ষ্যগুলো জাতীয় পর্যায়ে এবং বিশ্বব্যাপী নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে একীভূত করা আবশ্যক যাতে করে এটি দেখা যায় যে এই লক্ষ্যগুলো একটি জেন্ডার সমতা ভিত্তিক এবং জলবায়ু বান্ধব পদ্ধতিতে অর্জিত হয়েছে।

জ্বালানি নীতি এবং পরিকল্পনায় জেন্ডার মূলধারাকরণের প্রয়োজনীয়তা

নারী এবং পুরুষ উভয়ই সমাজের সদস্য এবং উভয়ই জ্বালানি ব্যবহার থেকে উপকৃত হবার ক্ষেত্রে সমান অংশীদার। যাইহোক, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রয়োজনের ভিন্নতার কারণে নারী ও পুরুষ জ্বালানি ব্যবহারের সুযোগ থেকে সমানভাবে উপকৃত হয় না। এছাড়াও রয়েছে জ্বালানির সুবিধা সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা এবং সেই সুবিধা প্রাপ্তির দক্ষতার ভিন্নতা। উদাহরণস্বরূপ, পুরুষরা হয়ত নিরাপত্তার জন্য (যেমন গবাদি পশু চুরি যাওয়া থেকে রক্ষা করা) বাড়ির বাইরে বাতি লাগাতে চাইবে, অন্যদিকে নারীরা হয়ত চাইবে রান্নাঘরে বাতি লাগাতে কারণ সেখানে তারা অনেক কাজ করে।

জ্বালানি পরিকল্পনা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জেন্ডার সংবেদনশীল নয় এখন পর্যন্ত, উন্নয়ন পরিকল্পনায় জ্বালানি খাতকে বৃহৎ পরিসরে উল্লেখ করা হয়। এছাড়াও, মূলধন নির্ভর প্রযুক্তি প্রকল্পগুলো এমনভাবে সাজানো হয় যা জ্বালানি সরবরাহের মাধ্যমে অর্থকরি ফসল উৎপাদনকারী কৃষি ও যান্ত্রিক উৎপাদনের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে, এবং এই ক্ষেত্রগুলো মূলত পুরুষ শাসিত। এর প্রায় বিপরীত অবস্থানে রয়েছে পরিবারের জীবিকার জন্য সল্প পরিসরের উৎপাদন কার্যক্রম এবং মূলত নারীদের দ্বারা পরিচালিত ব্যবসা, যেখানে সাধারণত অনানুষ্ঠানিক খাতে তাঁরা সহজলভ্য জ্বালানি বা স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার করে।

অতএব, পরিবারের জ্বালানি-ব্যবহারকারী কার্যক্রম যেমন খাদ্য প্রস্তুত করা, পানি সরবরাহ, পানি এবং জ্বালানি পরিবহন প্রভৃতি কাজ যা বেশিরভাগ সমাজে একচেটিয়াভাবে নারীদের জেন্ডার দায়িত্বের মধ্যে, তা সাধারণত জ্বালানি পরিকল্পনায় বিবেচনা করা হয় না। জ্বালানি নীতিগুলো নারী এবং পুরুষদের ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা, ধারণা এবং অনুভূতিগুলোকে স্বীকার করতে ব্যর্থ হয়েছে। এবং এটি ধরে নেয়া হয়েছে যে একটি ভাল জ্বালানি নীতি, কর্মসূচী বা প্রকল্প, সমানভাবে নারী এবং পুরুষ উভয়ের চাহিদা মেটাতে সহযোগীতা করবে।

জ্বালানি শিল্পের গবেষণা ও উন্নয়ন, বিপণন ও সেবা, সেইসাথে মন্ত্রী পদে নারীরা এখনও পিছিয়ে আছে। উন্নত দেশগুলোতে, জ্বালানি শিল্পে মাত্র ২০% নারী কর্মচারী রয়েছে, যাদের অধিকাংশ অ-প্রযুক্তিগত ক্ষেত্র যেমন প্রশাসন এবং জনসংযোগ বিভাগে কাজ করে। বিশ্বব্যাপী নারীদের শুধুমাত্র ৯% নির্মাণ কাজে নিযুক্ত এবং মোট প্রকৌশলীর মাত্র ১২% হচ্ছে নারী। বিশ্বব্যাপী, প্রায় ১৯% নারী মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পদে আসীন আছেন, কিন্তু এর মাত্র ৭% পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং জ্বালানি বিষয়ক।

অতএব, যা যা গুরুত্বপূর্ণঃ

- জ্বালানি প্রকল্পে নারীদের প্রয়োজনীয়তাগুলোকে বিবেচনা করা, এবং টেকসই জ্বালানি সমাধানে নারীদের নেতৃত্ব ও অংশগ্রহণকে শক্তিশালী করা। কারণ সকলের জন্য টেকসই জ্বালানির ব্যবস্থা করা এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রাগুলো অর্জনের জন্য এগুলো গুরুত্বপূর্ণ।
- জ্বালানি ক্ষেত্রে নারীদের গুরুত্ব যেন নীতি প্রণয়নকারীগণ বিবেচনা করে সেটি নিশ্চিত করা এবং নীতিমালা তৈরি এবং প্রকল্প নকশায় তাদের সরাসরি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

যেসকল জ্বালানি নীতি এবং কর্মসূচী জ্বালানি ক্ষেত্রে নারীর কাজ এবং অবদানকে স্বীকৃতি দেয়, তাদের দক্ষতার মূল্যায়ন করে এবং পরিবার এবং সমাজকে প্রভাবিত করে, তাঁরা সকলের জন্য টেকসই জ্বালানির সুব্যবস্থা করতে কার্যকর হতে পারে (ENERGIA, 2007)।

নারী ও পুরুষের প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত করার জন্য একটি জেন্ডার সংবেদনশীল প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়নের নকশা করা খুবই সহায়ক।

জেন্ডার সংবেদনশীল প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়নের বিভিন্ন দিক

- সামাজিক এবং অর্থনৈতিক শ্রমবিভাগ অনুযায়ী নারী ও পুরুষের বিভিন্ন প্রয়োজন (পরিবার এবং কর্মসংস্থানে);
- নারী ও পুরুষের কাজ বৃদ্ধি (নতুন "সবুজ সমাধান", যেমন বর্জ্য/উপকরণের পুনর্ব্যবহার পারিবারিক পর্যায়ে কাজ বৃদ্ধি করতে পারে);
- নারী ও পুরুষের জন্য নতুন প্রযুক্তির উপকারিতা;
- নারী ও পুরুষের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং তাদের কারিগরি দক্ষতা;
- জ্বালানি সংগ্রহ করার সময় নারীর ঝুঁকির স্বীকৃতি;
- প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়নে নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণ;
- নারী ও পুরুষের প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত বাজেট;
- জ্বালানি সরবরাহে নারীদের কাজের স্বীকৃতি (কাঠ, ফসলের অবশিষ্টাংশ এবং গোবর লাঠি)।

জ্বালানির কার্যকারিতা এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানিঃ স্থানীয় পর্যায়

একটি এনজিও বা সিবিও হিসাবে, আমরা ৭.১, ৭. ২ এবং ৭.৩ লক্ষ্যমাত্রার উপর কিছু প্রভাব ফেলতে পারি যেখানে নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং জ্বালানির কার্যকারিতার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এই লক্ষ্যমাত্রাগুলো হচ্ছে টেকসই জ্বালানি নীতির প্রধান স্তম্ভ। নিচে গ্রামাঞ্চলে সহজেই প্রয়োগ করা যায় এমন কিছু প্রযুক্তির উদাহরণ দেয়া হলঃ

সাশ্রয়ী এবং জেন্ডার বান্ধব জ্বালানি প্রযুক্তির কিছু উদাহরণঃ

জ্বালানি সাশ্রয়ী বা উন্নত চুলাঃ রান্না হচ্ছে সবচেয়ে বেশি সময় ব্যয়কারী কাজ যা দরিদ্র, গ্রামীণ নারীরা প্রতিদিন করছে। রান্নার জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানি প্রায়শই জাতীয় জ্বালানি চাহিদা সর্বাধিক ভাগ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রামে জৈব দ্বারা পূরণ করা হয়। তবে রান্নার জন্য বিশুদ্ধ জ্বালানি এবং প্রযুক্তি প্রপ্তি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কিছু অগ্রগতি সাধিত হয়েছে যা ২০০০ সালে ছিল ৫১% এবং ২০১৪ সালে হয় ৫৮% (GACC) । যাইহোক, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্যের কারণে অনিরাপদ জ্বালানি এবং প্রযুক্তি ব্যবহারকারী মানুষের মোট সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিশুদ্ধ জ্বালানির প্রাপ্তি এবং ব্যবহার নিশ্চিত করার একটি প্রচেষ্টা হচ্ছে উন্নত চুলার প্রবর্তন (I CS) । আইসিএস স্বাস্থ্য সমস্যা সৃষ্টিকারী বিষাক্ত ধোঁয়ার পরিমাণ কমানোর ক্ষেত্রে সাহায্য করে। সেইসাথে নারী ও শিশু যারা অনেক সময় গৃহের অভ্যন্তরে ব্যয় করে, তাদের

বসবাসের অবস্থার উন্নতি করে। এটি জ্বালানি সংগ্রহ ও রান্না করার জন্য ব্যয়িত সময়ও সংরক্ষণ করে এবং অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবেশের উপরও এর একটি ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে।

পরিবারের জন্য জ্বালানির ব্যবস্থা করা ও রান্না করা নারীদের প্রধান দায়িত্ব হওয়ায়, রান্নার জন্য বিশুদ্ধ জ্বালানি সংগ্রহ ও ব্যবহার করে নারীরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। রান্নার চুলার ভোক্তা এবং ব্যবহারকারীদের মত নারীরা কেবলমাত্র ক্ষতিগ্রস্তই নয়, তাঁরা এই সেক্টরের সক্ষমতা পরিমাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বিশেষ করে দরিদ্র এবং গ্রামীণ নারীদের অবশ্যই এই সকল পণ্য প্রস্তুত প্রক্রিয়াতে এবং বিশুদ্ধ রান্নার প্রযুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে পুরোপুরি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, কারণ তাদের মতামত এবং পরামর্শ ছাড়া প্রস্তুত হলে, সেই সকল পণ্য তাদের চাহিদা পূরণ করতে পারবে না এবং তাঁরা সেগুলো ব্যবহারও করবে না।

পরবর্তী ধাপে এটি নিশ্চিত করা উচিত যে, জ্বালানি সাশ্রয়ী চুলা যেন পরিষ্কারভাবে জৈব জ্বালানি পোড়াতে পারে। এই উদ্দেশ্যে ২০১১ সালে বিশ্বব্যাপী একটি উদ্যোগ নেয়া হয়, যার নাম হচ্ছে “The Global Alliance for Clean Stoves (GACC)”। এই বিষয়ে আরও তথ্য দেখুন GACC ওয়েবসাইটে:
http://cleancookstoves.org/impactareas/women/

পরামর্শঃ উন্নত রান্নার চুলার ব্যবহার এর উপর ইউটিউবে বিভিন্ন দেশের কিছু দরকারী ভিডিও রয়েছে যা আপনার অংশগ্রহণকারীদেরকে দেখানো আকর্ষণীয় হতে পারে। সেখান থেকে এমন একটা ভিডিও পছন্দ করুন যা আপনার স্থানীয় এলাকার জ্বালানির অবস্থার জন্য উপযুক্ত।

- **সোলার ড্রাইয়ারঃ** জ্বালানি ব্যবহৃত হয় এমন একটি কাজ হচ্ছে খাদ্যদ্রব্য যেমন ফল, শাকসবজি,   মাংস প্রভৃতি রোদে শুকনো। সাধারণত গ্রামে নারীরা এই কাজের সাথে বেশি জড়িত। এভাবে তাঁরা নিস্ফলা ঋতুর জন্য খাদ্য সংরক্ষণ করে। এই শুকনো খাবার দরিদ্র গ্রামীণ পরিবারের শুধুমাত্র খাদ্য সংকট নিরসনেই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে না, এটি নারীদের জন্য প্রয়োজনের সময় নগদ টাকার উৎসও হতে পারে, কারণ অনেক সময় তাঁরা ঐসকল শুকনো খাবার বিক্রি করে ভাল দাম পেতে পারেন। সোলার ড্রাইয়ারগুলো নিম্ন-প্রযুক্তি ডিভাইস যা কোন পদার্থকে শুকানোর জন্য, বিশেষ করে খাদ্য এবং খাদ্যশস্য, সূর্যালোক ব্যবহার করে। নারীদের দ্বারা সহজেই সোলার

ড্রাইয়ার নির্মিত হতে পারে। এই সোলার ড্রাইয়ারগুলো দ্বারা ফসল শুকাতে সময় কম লাগে এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে অনেক ফসল শুকানো সম্ভব।

- **সোলার ওয়াটার হিটারসঃ** ধোয়া, পরিষ্কার করা এবং লন্ড্রির জন্য গরম পানি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কারণ দৈনন্দিন জীবনের আরাম এবং পরিচ্ছন্নতার জন্য এটি প্রয়োজন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নারীরা এই কাজগুলো করে থাকেন এবং পানি গরম করার জন্য বিভিন্ন ধরণের জ্বালানি যেমন কাঠ, কেরোসিন এবং কয়লা ব্যবহার করেন। এই সকল জ্বালানিগুলো ক্ষতিকর ধোঁয়ার সৃষ্টি করে যা গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমনের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনে অবদান রাখে। সোলার ওয়াটার হিটারকে, সোলার সংগ্রাহকও বলা হয়। এটি পানি গরম করার জন্য সূর্য থেকে তাপশক্তি ব্যবহার করে। বিভিন্ন ধরনের সোলার ওয়াটার হিটার রয়েছে। তাদের সবগুলোই খুবই সাধারণ ধারণার উপর ভিত্তি করে নির্মিত - একটি কালো তল যা সূর্য থেকে তাপ শোষণ করে এবং তারপর এই তাপ পানিতে স্থানান্তরিত হয়। সবচেয়ে সহজ মডেলগুলো নারীদের জন্য সহজলভ্য কারণ তাঁরা সেগুলো তৈরি করতে পারবে খুবই সাধারণ উপকরণ দিয়ে এবং কোন পাম্প বা অন্যান্য বৈদ্যুতিক ডিভাইসের প্রয়োজন হবে না।

পরামর্শঃ অনুগ্রহ করে এই সেশনের সহায়ক গ্রন্থাবলী এবং উপকরণ বিভাগের “***Construction of solar water heaters, Practical Guide,*** 2015 WECF” ম্যানুয়ালটি খুজুন।

- **সোলার প্যানেলঃ** যেখানে তার দ্বারা বিদ্যুৎ সুদূর ভবিষ্যতের জন্য এখনও একটি স্বপ্ন, সেখানে সোলার প্যানেল একটি খুব দরকারী উপাদান হিসেবে প্রমাণিত। বাতি জ্বালাতে, এমনকি রান্নার জন্যও যাযাবর, অভিবাসী শ্রমিক এবং শরণার্থীদের মধ্যে সোলার প্যানেলের ব্যবহার বেড়েছে,

- **ব্রিকটিং মেশিনঃ** এটি আরেকটি জেন্ডার-বান্ধব টেকসই প্রযুক্তি যা রান্না এবং গরম করার জন্য জ্বালানি কাঠের বিকল্প। নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্য, এবং পরিবেশ, উভয়ের উপর এটির ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। ব্রিকটিং মেশিন থেকে ব্রিকট উৎপাদিত হয় জৈব উপাদান যেমন ধানের তুষ, কাঠের গুড়ো, চিনাবাদাম গুঁড়ো, এবং অন্যান্য জৈব উপাদান দ্বারা যা একসঙ্গে সংকুচিত এবং আবদ্ধ হতে পারে। ব্রিকট ধীরে ধীরে পোড়ে কিন্তু কার্যকর এবং সাশ্রয়ীভাবে কাজ করে।

পরামর্শঃ অনুগ্রহ করে এই সেশনের সহায়ক গ্রন্থাবলী এবং উপকরণ বিভাগের “Rural Women Energy and Security” WEP 2015” ম্যানুয়ালটি খুজুন। সেখানে আপনি জ্বালানি সাশ্রয়ী ও জেন্ডার বান্ধব প্রযুক্তির উপর আরও তথ্য পেতে পারেন।

উপরে উল্লিখিত সমস্ত প্রযুক্তিই সহজে বাস্তবায়িত হতে পারে, জেন্ডার বান্ধব এবং অধিক বিনিয়োগের প্রয়োজন হয় না।

প্রকল্প বাস্তবায়নের সকল স্তরে জেন্ডার দিক বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ। নীচে জেন্ডার সংবেদনশীল জ্বালানি প্রকল্পের সেরা কিছু কার্যক্রম তুলে ধরা হল।

জেন্ডার সংবেদনশীল জ্বালানি প্রকল্পে উল্লেখযোগ্য কিছু কার্যক্রমঃ

- একটি জেন্ডার সংবেদনশীল প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন পরিচালনার মাধ্যমে জেন্ডার ভূমিকা ও ভিন্নতার স্থানীয় পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করুন। এটি আপানাকে স্থানীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে আরও ভালভাবে বুঝতে সহযোগিতা করবে। আপনার কর্ম পদ্ধতি নির্বাচনের জন্য স্থানীয় জেন্ডার শ্রম বিভাজন ও ক্ষমতার ভিন্নতা সম্পর্কে জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনার প্রকল্প পরিকল্পনায় যেসকল বিষয় রয়েছে, সেসকল বিষয়ে স্থানীয় চাহিদা এবং অগ্রাধিকার সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা পেতে স্থানীয় এলাকা থেকে বিভিন্ন শ্রেণী, ধর্ম, জাতি এবং বয়সের নারী এবং পুরুষকে অন্তর্ভুক্ত করুন।
- প্রকল্প নিশ্চিতকরণের শুরুতে এবং পরিকল্পনা পর্যায়ে একটি জেন্ডার বিশ্লেষণ পরিচালনা করুন। এটি প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং নকশাকে জেন্ডার সংবেদনশীল হবার নিশ্চয়তা দেয়।
- স্থানীয় নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণে জেন্ডার সংবেদনশীল প্রকল্প সূচক নির্বাচন নিশ্চিত করুন।
- লিঙ্গ এবং জেন্ডার ভিত্তিক আলাদা আলাদা উপাত্ত সংগ্রহ নিশ্চিত করুন। এতে করে প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে জেন্ডার সংবেদনশীল উপায়ে বিশ্লেষণ, নিরীক্ষণ এবং প্রতিবেদন করা সম্ভব হবে।
- নিশ্চিত করুন যে নারীরা পরিকল্পনা, তথ্য সংগ্রহ, নিরীক্ষণ এবং এগুলো মূল্যায়নের কাজে সক্রিয়ভাবে জড়িত। নারীরা প্রায়ই নারী কর্মীদের কাছে সত্য উত্তর দেয়, এবং পরবর্তীতে উত্তরগুলো ভালভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়।

- নারী ও পুরুষ উভয়কেই কীভাবে অন্তর্ভুক্ত করা যায় তার কৌশল প্রণয়ন করুন। চিরাচরিত পদ্ধতির অনুসরণ না করে সৃজনশীল হোন। এমনকি যদি আপনার একটি প্রযুক্তিগত প্রকল্পও (যেমন ইই প্রযুক্তির বাস্তবায়ন) থাকে, নারীদের অংশগ্রহণ শুধুমাত্র সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নিরীক্ষণেই সিমাবদ্ধ রাখবেন না, এবং পুরুষদের শুধুমাত্র স্থাপনার নকশা করা এবং নির্মাণে অন্তর্ভুক্ত রাখবেন না। পণ্য নকশা, নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ সহ প্রকল্পের সকল স্তরে জড়িত হতে নারীদেরকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা প্রয়োজন।
- নারীদের সম্পৃক্ততা এবং সহযোগিতা সম্পর্কে পুরুষদের সচেতনতা নিশ্চিত করুন।
- জেন্ডার সংবেদনশীল প্রশিক্ষণ, কর্মশালা এবং সভা আয়জন করার সময় নমনীয় হতে হবে। বাড়ীতে (রান্না, কাপড় ধোয়া, ঘর-বাড়ি পরিষ্কার করা, টয়লেট পরিষ্কার করা ইত্যাদি) এবং বাইরে (কৃষিকাজ, চাকরি, ব্যবসা) নারীদের রয়েছে বৃহত্তর কাজের বোঝা। এছাড়াও, পরিবারের শিশুদের লালন পালন এবং বৃদ্ধ ও অসুস্থদের দেখাশোনার দায়িত্ব নারীরাই পালন করে। অতএব, সকল প্রশিক্ষণেরই তাদের সুযোগ সুবিধার কথা বিবেচনা করা উচিত। প্রশিক্ষণের স্থান নির্বাচন এবং সময়সূচী পরিকল্পনার সময় এটি বিবেচনায় রাখা উচিত। প্রশিক্ষণের সময় শিশুর যত্ন নেয়ার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টিও বিবেচনায় রাখা উচিত।
- নারীদের জন্য প্রয়োজনে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করুন যাতে যেসকল বিষয়ে তাদের জ্ঞানের ঘাটতি রয়েছে যেমন নেতৃত্ব, ব্যবসা, অর্থনৈতিক, এবং প্রযুক্তি, তা পূরণ হয়।
- বিশ্বাস এবং অংশীদারিত্ব গড়ে তুলুন। স্থানীয় সমর্থন এবং দক্ষতা ছাড়া কোন প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন করা যায় না। নারীর মালিকানা নিশ্চিত করার জন্য নারী দলের সাথে কাজ করার কথা বিবেচনা করুন। আপনি নারীদের দল তৈরি করতে পারেন, অথবা বিদ্যমান দলের সাথেও কাজ করার কথা বিবেচনা করতে পারেন। একটি দলের অংশ হওয়ার সুযোগ নারীদের শক্তিশালী করে এবং তাদের কিছু অতিরিক্ত সুযোগও দেয়। যেমন অর্থনৈতিক কাজ, বাজার করা, দক্ষতা বৃদ্ধি, সিদ্ধান্ত নেওয়া ইত্যাদি কাজে প্রবেশাধিকার।

পরামর্শঃ এই বিষয়ের উপর আরও পড়ুন “GACC Scaling Adoption of Clean Cooking Solutions through Women’s Empowerment” নামক রিসোর্স গাইডে। ওয়েবসাইট লিংকঃ http://cleancookstoves.org/resources/223.html

জ্বালানি সমবায়ঃ টেকসই জ্বালানির জন্য একটি জেন্ডার সংবেদনশীল পদ্ধতি

একটি সমবায় হচ্ছে কয়েকজন ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, যারা স্বেচ্ছায় তাদের পারস্পরিক সামাজিক, অর্থনৈতিক, এবং সাংস্কৃতিক সুবিধার জন্য একত্রে কাজ করে। তাদের ব্যবসার মালিকানা ও পরিচালনার ধরণ হয় গণতান্ত্রিক এবং এটি যৌথ মালিকানাধীন ব্যবসার ধরণ এর বিকল্প। সমবায়গুলো তাদের সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত হয়, যারা সাধারণত সমবায়ে বিনিয়োগ করে এবং এটির মালিক হয়। পাশাপাশি তাঁরা সমবায় কিভাবে চলবে সে বিষয়েও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

একটি জ্বালানি সমবায় স্থানীয় জ্বালানি পরিস্থিতির উন্নতির জন্য একটি ভাল উপায়।

জ্বালানি সমবায়, জ্বালানি উৎপাদন, বিতরণ, বিক্রি, নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবস্থা করা, জ্বালানির কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করা ইত্যাদি কাজ করে। এই সমবায়গুলো ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রকল্পগুলোতে বিনিয়োগ করে যেমন সোলার হিটিং, ফোটোভোলটাইক, বায়ু, জল এবং জৈব প্রযুক্তি বিষয়ক প্রকল্প। সেইসাথে জ্বালানি কার্যকারিতা বৃদ্ধি, এবং জ্বালানি সঞ্চয় করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত প্রকল্পগুলোকেও সাহায্য করে জ্বালানি সমবায়। অনেক সমবায় সফলভাবে তাদের উৎপাদক সদস্যদের উৎপাদিত বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি, ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করতে সমর্থ হয়েছেন।

যেভাবে সমবায়গুলোর নারীর ক্ষমতায়নে অবদান রাখার সম্ভাবনা রয়েছেঃ

- সম্পূর্ণ জ্বালানি সেক্টরে নারীদের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা- প্রযুক্তি, চাকরি, অর্থায়ন, লভ্যাংশ, উদ্যোক্তা ইত্যাদিতে তাদের অংশগ্রহণ ও অভিগম্যতা নিশ্চিত করা।
- জ্বালানি খাতে প্রযুক্তি ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে নারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য উৎসাহিত করা।
- নারীদের কাজের চাপ হ্রাস করা- খরচ এবং সময় সংরক্ষণ।
- জ্বালানি উৎপাদন এবং খরচএ নারীদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রদান।
- জ্বালানি খাতে নারীর ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্বকে উৎসাহিত করা।
- জ্বালানি নীতি পরিকল্পনায় নারীদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা।
- গণতান্ত্রিক ভাবে কোম্পানির নীতিকে প্রভাবিত করে, নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে নারীদের অর্থ বিনিয়োগের সম্ভাব্যতা বৃদ্ধি করা।

- নারীদের সফল অংশগ্রহণ এবং নীচ থেকে উপরে প্রক্রিয়া প্রদর্শন।
- সুবিধাভোগী এবং মানুষ কেন্দ্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে ছোট আকারের এবং কমিউনিটি ভিত্তিক কর্মের উপর বিশেষ মনোযোগ প্রদান করা, যেখানে নারীরা বেশি প্রতিনিধিত্ব করে।

পরামর্শঃ জ্বালানি সমবায়ের জেন্ডার দিক সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য এই সেশনের সহায়ক গ্রন্থাবলী ও উপকরণ বিভাগটি দেখুন।

জেন্ডার ও জ্বালানির উপর সহায়ক গ্রন্থাবলী ও উপকরণ (১২-০৩-২০১৭ তারিখে সংগৃহীত)

1. ***Burning Opportunity: Clean Household Energy for Health, Sustainable Development, and Wellbeing of Women and Children, 2016***: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204717/1/9789241565233_eng.pdf

2. ***Energy and gender issues in rural sustainable development***, Yianna Lambrou and Grazia Piana, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2006 http://www.fao.org/docrep/010/ai021e/ai021e00.htm

3. ***Gender & Energy: a toolkit for sustainable development: and resource guide***, 2004: http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/environment-energy/sustainable_energy/energy_and_genderforsustainabledevelopmentatoolkitandresourcegui.html

4. ***Mainstreaming gender in energy projects: A practical handbook***, Elizabeth Cecelski and Soma Dutta, ENERGIA 2011: www.energia.org/Mainstreaming_gender_in_energy_projec

ts_A_practical_ Hand_book.pdf

5. Gender Tool Kit: Energy, Going Beyond the Meter, Asian Development Bank, 2012: https://www-cif.climateinvestmentfunds.org/sites/default/files/knowledge-documents/gender-toolkit-energy.pdf

6. Household Energy, Indoor Air Pollution and Health: http://www.who.int/indoorair/publications/fflsection1.pdf

7. Household Energy and the Millennium Development Goals: http://www.who.int/indoorair/publications/fflsection2.pdf

8. Case study: Access to affordable low-cost solar water heating solutions as a basis for the first gender-sensitive. Nationally Appropriate Mitigation Action (NAMA) in Georgia Sharing. Lessons Learnt, WECF, 2015: http://www.wecf.eu/download/2015/November/Gender_Sensitive_NAMA-WECF.pdf

9. Sustainable Energy for All: the gender dimensions: https://www.unido.org/fileadmin/user_media_upgrade/What_we_do/Topics/Women_and_Youth/GUIDANCENOTE_FINAL_WEB.pdf

10. Construction of solar water heaters. Practical Guide, WECF, 2015: http://www.wecf.eu/download/2010/WECF_Construction_of_solar_collectors.pdf

11. Rural women energy and security. Women Environmental Programme (WEP) September, 2013: http://bit.ly/wepwomenenergysecuritynewsletter

12. Feasibility study of gender-sensitive energy cooperatives in Georgia, Ukraine, Armenia and Moldova (WECF)
http://www.wecf.eu/download/2017/05-May/Feasibilitystudy_CLEENcountries_final.pdf

13. Cooperatives , Women and Gender Equality (COPAC):
http://www.copac.coop/wp-content/uploads/2015/07/COPAC_PolicyBrief_CoopsWomen.pdf

14. Cooperatives and the Sustainable Development Goals (ILO):
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1247ilo.pdf

ওয়েবসাইটের লিংক (১২-০৩-২০১৭ তারিখে সংগৃহীত)

- *GACC (Global Alliance for Clean Cook stoves)* http://cleancookstoves.org/
- *GERES (Groupe Energies Renouvelables, Environnement et Solidarités):* http://www.geres.eu/en/
- *ENERGIA:* http://www.energia.org/
- *International Energy Agency:* https://www.iea.org/
- *RISE (Regulatory Indicators for Sustainable Energy):* *http://www.worldbank.org/en/topic/energy/publication/rise---regulatory-indicators-for-sustainable-*

energy

- *World Bank monitoring tools:* http://trackingenergy4all.worldbank.org/
- *SE4all (Sustainable Energy for All):* http://www.se4all.org/
- *UNDP (United Nations Development Programmes):* http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/womenempowerment/focus_areas/women_and_environmental_change.html
- *UN Women: http://www.unwomen.org*
- *UN Sustainable development knowledge platform:* https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
- *WECF (Women Engage for a Common Future):* http://www.wecf.eu/english/energy-climate/
- *Women Environmental Programme (WEP):* http://wepnigeria.net/
- *WHO household energy database:* http://www.who.int/indoorair/health_impacts/he_database/en/

সেশন ২. ৪: এসডিজি ১৩ - জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কার্যক্রমে জেন্ডার দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যবহার

ভুমিকাঃ

13
CLIMATE
ACTION

এই সেশনের উপাদানগুলি সংক্ষিপ্ত পাঠ, অনুচ্ছেদ এবং প্রধান শিরোনাম সহ তথ্য-চিত্র আকারে উপস্থাপিত হয়েছে যাতে পরে এর উপর ভিত্তি করে একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন প্রস্তুত করা যায়। এটি দৃঢ়ভাবে সুপারিশ করা হচ্ছে যে আপনি এই মডিউলটি জাতীয় তথ্য এবং পরিসংখ্যান, তথ্য-চিত্র এবং কেস স্টাডিজ ব্যবহার করে আপনার অঞ্চল, দেশ এবং স্থানীয় এলাকার পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কিত এবং প্রাসঙ্গিক করে নিবেন। এটি অংশগ্রহণকারীদের অভিজ্ঞতা, স্বার্থ এবং প্রয়োজনগুলিকে আরও ভাল করে তুলে ধরবে। এই কাজটি কিভাবে করবেন তার পরামর্শ এবং নোট এই সেশন জুড়ে আছে।

শিক্ষার উদ্দেশ্যসমূহ

এই সেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরা:

- জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণা, এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বর্তমান বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ ও তাদের জেন্ডারভিত্তিক প্রভাব সম্পর্কে জানবে।
- জলবায়ু পরিবর্তনের সাপেক্ষে মানুষের প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগুলির সাথে পরিচিত হবে এবং তাদের জেন্ডার সম্পর্কিত প্রভাবগুলি জানবে, যেমন: অভিযোজন, হ্রাস, ক্ষতি এবং ধ্বংস, জলবায়ু অর্থায়ন, আরইডিডি+, স্থিতিস্থাপকতা এবং দুর্বলতা।
- জলবায়ু পরিবর্তনের উপর প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং অঙ্গীকারগুলির সঙ্গে একটি জেন্ডারভিত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরিচিত হবে।
- টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা ১৩, এর লক্ষ্যগুলি এবং বিশ্বব্যাপী ও জাতীয়ভাবে তাদের পর্যবেক্ষণের জন্য কিছু সূচক সম্পর্কে জানবে।
- জলবায়ু সম্পর্কিত প্রকল্পগুলির কার্যক্রমে কিভাবে একটি জেন্ডারভিত্তিক পদ্ধতি একীভূত করা যায় সে সম্পর্কে জানবে।
- এই বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের অভিজ্ঞতা ভাগ করা এবং দলীয় শিক্ষা ও নেটওয়ার্কিংকে উৎসাহিত করার জন্য কিছু অনুশীলনী সম্পর্কে জানবে।
- জেন্ডার ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে সাধারণ এবং নির্দিষ্ট তথ্যে প্রবেশের জন্য বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক কিছু মৌলিক সম্পদের সাথে পরিচিত হবে।

এই সেশনটি অন্তত ১ ঘণ্টার একটি অনুশীলনীসহ ৪ - ৮ ঘন্টার মধ্যে সম্পন্ন করা যেতে পারে।

অংশগ্রহণকারীদের নিযুক্ত করা, প্রাপ্ত জ্ঞান ভাগ করা এবং দলগতভাবে শেখাকে উৎসাহিত করার জন্য কিছু অনুশীলনীর উদাহরণ দেওয়া আছে। অংশগ্রহণকারীদের জন্য সেশনটি আরও উপযোগী এবং প্রাসঙ্গিক করার জন্য আপনার যদি আরো ভাল কোন কৌশল জানা থাকে তবে সেই অনুযায়ী অনুশীলনীগুলি পরিমারর্জন করুন। যদি আরো সময় থাকে তাহলে আপনি এই ক্ষেত্রভিত্তিক একটি মাঠ- পর্যায়ের অনুশীলনী পরিচালনা এবং দলগত কাজ করতে পারেন। যদি আপনি পরীক্ষা করতে চান যে প্রকল্প কার্যকলাপ, নীতি এবং সমর্থন স্তরের জলবায়ু কার্যক্রমে কিভাবে জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিত একীভূত করা যায় সে সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীরা পরিপূর্ণ ধারণা রাখে কিনা, তাহলে তাদের জন্য বাড়ীর কাজ হিসেবে আপনি আপনার অঞ্চল/ দেশ থেকে একটি কেস স্টাডি ব্যবহার করতে পারেন।

আপনি নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন কোন বিষয়ের জন্য আপনি কতখানি সময় নিবেন। তবে সবগুলো বিষয় আলোচনা করার চেষ্টা করুন যাতে কোন প্রাসঙ্গিক বিষয় বাদ না থাকে।

অনুগ্রহ করে আপনার সেশন আরো আকর্ষণীয় করতে বিভিন্ন গ্রন্থের নাম এবং ওয়েবসাইটের লিঙ্ক উল্লেখ করুন।

কর্মশালার সময় অংশগ্রহণকারীদের ভাল ছবি তুলুন যেখানে দেখা যাবে তাঁরা কোন না কোন কার্যক্রমে জড়িত আছে।

সেশন পরিচালনা এবং রিপোর্ট করাকে সহজতর করার জন্য অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে রিকেপার, টাইমকিপার এবং নোটটেকার নিয়োগ করুন। এতে করে অংশগ্রহণকারীদের দক্ষতা এবং জ্ঞানেরও সঠিক ব্যবহার হবে।

শুভ কামনা

জলবায়ু পরিবর্তন ও এর জেন্ডারভিত্তিক প্রভাব

জলবায়ু পরিবর্তন: সবচেয়ে মৌলিক পরিভাষায় এটি দীর্ঘ সময়ের জন্য, সাধারণত কয়েক দশক বা তারও বেশি সময় ধরে চলতে থাকা আঞ্চলিক বা বৈশ্বিক জলবায়ু নমুনার পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করে। পৃথিবী জলবায়ু পরিবর্তনের সাময়িক বা আংশিক পর্বের অভিজ্ঞতা প্রায়ই পায়, যেমন আগ্নেয়গীরির অগ্ন্যুৎপাত বা মহাসমুদ্রের অনিয়মিত তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত এল নিনো। তবে গত ২০০ বছরে ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির

মাধ্যমে পৃথিবী জলবায়ু পরিবর্তনের একটি ক্রমাগত এবং তীব্র স্তরের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে । এই " বৈশ্বিক উষ্ণতা প্রভাব" আসলে বায়ুমন্ডলে তাপ- আটকানোর ক্ষমতাসম্পন্ন সাধারণত গ্রীনহাউজ গ্যাস (জিএইচজি) নামে পরিচিত একটি গ্যাসের পরিমাণে নাটকীয় বৃদ্ধির কারণে, যা বর্তমানে গত ৬৫০, ০০০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে।

বর্তমান সময়ে মানুষের কার্যকলাপের কারণে বায়ুমণ্ডলীয় গ্রীনহাউজ গ্যাসের ঘনত্ব ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে; প্রাথমিকভাবে জীবাশ্ম জ্বালানি জ্বালানো, পাশাপাশি কৃষি পদ্ধতি, শিল্প প্রক্রিয়া এবং স্থায়ী বন ও অন্যান্য জমি ব্যবহারের পরিবর্তনের মাধ্যমে। বায়ুমণ্ডলে বর্ধিত গ্রীনহাউজ গ্যাসের ফলে একবিংশ শতাব্দী ধরে ভূতলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে, তাপপ্রবাহ আরও বাড়বে ও দীর্ঘতর হবে, এবং তীব্র বৃষ্টিপাতের ঘটনাগুলি অনেক অঞ্চলে আরো তীব্র এবং ঘন ঘন হবে। মহাসাগর উষ্ণতর এবং অ্যাসিডিক হওয়া অব্যাহত থাকবে এবং বৈশ্বিক গড় সমুদ্রতল বৃদ্ধি পাবে। জলবায়ু পরিবর্তন ও উষ্ণতা বৃদ্ধির মাত্রা বিদ্যমান ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলবে এবং প্রাকৃতিক ও মানবিক ব্যবস্থার জন্য নতুন ঝুঁকি তৈরি করবে। জলবায়ু ঝুঁকি দেশ নির্ভর নয়, তবে ভূগোল এবং জেন্ডার নির্ভর - ঝুঁকিসমূহ অসমানভাবে বণ্টিত এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উপর সবচেয়ে বেশী নির্ভরশীল ও আন্তর্জাতিক জলবায়ু কার্যক্রমের আলোচনায় সবচেয়ে কম কথা বলার সক্ষমতা সম্পন্ন দরিদ্র মহিলাদের এবং পুরুষদের জন্য সবচেয়ে বেশি।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের তাৎক্ষণিক প্রভাবগুলি স্বল্পমেয়াদে অনুভূত হতে পারে, যেমন বন্যা, ভূমিধ্বস ও হারিকেন, আবহাওয়াতে হঠাৎ পরিবর্তন; এবং পরিবেশের ক্রমবর্ধমান ক্ষয়ের মাধ্যমে (মরুকরণ, উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির ক্ষতি, মাটি লবণাক্ততা বৃদ্ধি ইত্যাদি) তা দীর্ঘমেয়াদে অনুভূত হতে পারে । অনেক ক্ষেত্রে এই ঘটনাগুলির প্রতিকূল প্রভাব অনেক অঞ্চলে পুরুষ ও নারী উভয়ের দ্বারা অনুভূত হয়, যেমন কৃষি ও - পানি সম্পদ ;জীব বৈচিত্র্য ;খাদ্য নিরাপত্তাশক্তি এবং পরিবহন; মানব স্বাস্থ্য; স্থানান্তর এবং জনবসতি। তবে পুরুষের তুলনায় নারীরা এক্ষেত্রে ভিন্নভাবে এবং আরো বেশি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় । সকল স্তরে চলমান জেন্ডার বৈষম্যের কারণে যা দরিদ্রদের মধ্যে তাদের অতি- প্রতিনিধিত্ব, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সম্পদসমূহের ওপর তাদের অধিক নির্ভরতা এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রসমূহে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের কম অংশগ্রহণের সূত্রপাত ঘটায়।

নিচের চিত্রটি পৃথিবীব্যাপী কিছু বৈশ্বিক জেন্ডার বৈসাদৃশ্য এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের সম্পর্ক দেখায়।

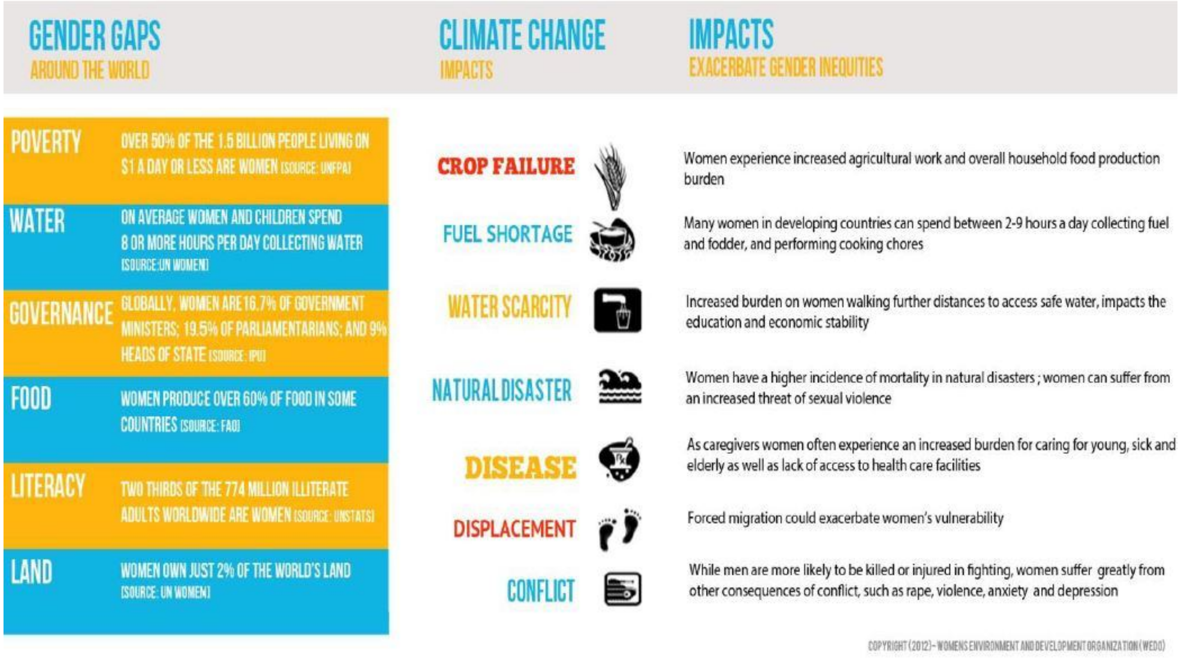

GENDER GAPS AROUND THE WORLD	
POVERTY	OVER 50% OF THE 1.5 BILLION PEOPLE LIVING ON $1 A DAY OR LESS ARE WOMEN (SOURCE: UNFPA)
WATER	ON AVERAGE WOMEN AND CHILDREN SPEND 8 OR MORE HOURS PER DAY COLLECTING WATER (SOURCE:UN WOMEN)
GOVERNANCE	GLOBALLY, WOMEN ARE 16.7% OF GOVERNMENT MINISTERS; 19.5% OF PARLIAMENTARIANS; AND 9% HEADS OF STATE (SOURCE: IPU)
FOOD	WOMEN PRODUCE OVER 60% OF FOOD IN SOME COUNTRIES (SOURCE: FAO)
LITERACY	TWO THIRDS OF THE 774 MILLION ILLITERATE ADULTS WORLDWIDE ARE WOMEN (SOURCE: UNSTATS)
LAND	WOMEN OWN JUST 2% OF THE WORLD'S LAND (SOURCE: UN WOMEN)

CLIMATE CHANGE IMPACTS	IMPACTS EXACERBATE GENDER INEQUITIES
CROP FAILURE	Women experience increased agricultural work and overall household food production burden
FUEL SHORTAGE	Many women in developing countries can spend between 2-9 hours a day collecting fuel and fodder, and performing cooking chores
WATER SCARCITY	Increased burden on women walking further distances to access safe water, impacts the education and economic stability
NATURAL DISASTER	Women have a higher incidence of mortality in natural disasters ; women can suffer from an increased threat of sexual violence
DISEASE	As caregivers women often experience an increased burden for caring for young, sick and elderly as well as lack of access to health care facilities
DISPLACEMENT	Forced migration could exacerbate women's vulnerability
CONFLICT	While men are more likely to be killed or injured in fighting, women suffer greatly from other consequences of conflict, such as rape, violence, anxiety and depression

COPYRIGHT (2012) - WOMENS ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT ORGANIZATION (WEDO)

পরামর্শঃ আপনি এই সেশনটি এখানেই শেষ করে দিতে পারেন, **অনুশীলনী ১: জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নারীরা কেন বেশী ঝুঁকিপ্রবণ?** (অংশগ্রহণমূলক অনুশীলনীর বিভাগ দেখুন) ।

অন্যথায়, যদি অংশগ্রহণকারীরা জলবায়ু পরিবর্তনের আন্তর্জাতিক নীতি এবং পরিকল্পনায় জেন্ডার মাত্রা নিয়ে আলোচনা করতে আগ্রহী হয়, তবে শহুরে প্রেক্ষাপটে 'জেনেরেটেড এ অ্যাকশন' এর একটি ২৩ মিনিটের ভিডিও রয়েছে যা তারা নিম্নলিখিত লিঙ্কটিতে দেখতে পারে (ফ্রেঞ্চ, ইংরেজী ও স্প্যানিশ ভাষায়, ফ্রেঞ্চ সব- টাইটেলসহ) :

http://www.genreenaction.net/ville-genre-climat.html

জেন্ডার এবং জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে কিছু তথ্য এবং পরিসংখ্যান

- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পুরুষদের তুলনায় নারীরা বেশি ঝুকির মুখে পড়ে - প্রাথমিকভাবে যেহেতু তারা বিশ্বের দরিদ্রের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং তাদের জীবিকার জন্য প্রাকৃতিক সম্পদগুলির উপর বেশী নির্ভরশীল যা জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে

হুমকির সম্মুখীন হয় (উপরের চিত্রে বর্ণিত) । সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রগুলিতে জেন্ডারভিত্তিক ভূমিকা এবং জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্য এমন সব বাঁধা সৃষ্টি করে এবং জিঁইয়ে রাখে যা অন্যান্য দলের তুলনায় কিছু নারী ও পুরুষের সক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে দেয়।

- বন্যার মতো জলবায়ু- প্ররোচিত বিপর্যয়ের সময় নারী ও শিশুরা বেশী ঝুঁকিতে থাকে। ইউএনডিপি ২০০৫ এবং ২০০৯ এর মধ্যে ১৪০ টি বিপর্যয়ের একটি তালিকা তৈরি করে এবং এতে দেখা যায় যে পুরুষদের তুলনায় চার গুণ বেশি মহিলা মারা গিয়েছে (ইউএনডিপি ২০১১) ।

পরামর্শঃ বাংলাদেশে ১৯৯১ সালের গোর্কী ঘূর্ণিঝড়ের সময় পুরুষদের তুলনায় ১৪ গুণ বেশি মহিলা মারা যায়। অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞাসা করুন যদি তারা এর কারণটি বলতে পারে। হারিকেন মিচ এ ১৯৯৮ সালে মধ্য- আমেরিকাতে অনেক পুরুষ মারা গিয়েছিল - কেন এমনটি হয়েছিল বলে তারা মনে করে?

এই ঘটনার সাথে বিভিন্ন সামাজিক- সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে জেন্ডারভিত্তিক ভূমিকা ও দায়বদ্ধতার এবং সম্পদে প্রবেশাধিকার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্যের সম্পৃক্ততা স্থাপন করুন।

- অঞ্চলের উপর ভিত্তি করে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে খাদ্য উৎপাদনে নারী কৃষকদের ভূমিকা ৪৫- ৮০ শতাংশ; এবং উন্নয়নশীল দেশে নারী শ্রমশক্তির প্রায় দুই- তৃতীয়াংশ ও আফ্রিকার অনেক দেশেই ৯০ শতাংশেরও বেশি নারী কৃষিকাজে জড়িত (এফএও) । জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে যখন স্থানীয় ফসলগুলি ব্যর্থ হয় বা হ্রাস পায় তখন তাদের আয় কমে যায় ও খাদ্য সংস্থানের ক্ষতি হয়, এবং খাদ্যাভাবের সময় তাদের স্বাস্থ্য সবচয়ে ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। তাদের যত্ন নেওয়ার দায়িত্ব সাধারণত খাদ্যের অভাবের ফলে বৃদ্ধি পায়।
- অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশগুলির গ্রামাঞ্চলে পরিবারের জন্য জ্বালানি ও পানি সংগ্রহের জন্য প্রধানত নারী ও মেয়েশিশুরা দায়ী। যখন জলবায়ু পরিবর্তনের (খরা, লবণাক্ততা বৃদ্ধি, বন উজাড়) কারণে পানি ও জ্বালানীর পরিমাণ কমে যায়, তখন নিত্যদিনের চাহিদা মেটাতে পানি ও জ্বালানীর খোঁজে নারী ও মেয়েশিশুরা প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা সময় ব্যয় করে যা তাদের আয়, শিক্ষা এবং বিশ্রামের সুযোগ কমিয়ে দেয়।
- যখন গুরুতর আবহাওয়াজনিত কারণে জনগণ বড় আকারের স্থানচ্যুতির শিকার হয়, তখন নিম্ন আর্থ- সামাজিক অবস্থা, সামাজিক- সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা এবং

দারিদ্রের কারণে নারীদের গতিশীলতা ও আচরণ এবং শিক্ষা ও তথ্যে সীমিত প্রবেশাধীকারের ফলে তারা জীবনযাত্রার ক্ষতি, জেন্ডারভিত্তীক সহিংসতা এবং পাচারের শিকার হওয়ার মাধ্যমে সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় পতিত হয়।

- সংঘর্ষের একটি বড় চালক হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন এবং গত ষাট বছরে সকল অন্ত: রাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্বের অন্ততপক্ষে ৪০% এর সাথে প্রাকৃতিক সম্পদ এবং পরিবেশের একটি যোগসূত্র ছিল। জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার ফলে জনগণের সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং সেই সাথে যুদ্ধে অল্পবয়সী নারীদের নিয়োগ করা হয়। সংঘর্ষের সময় জেন্ডার- ভিত্তিক সহিংসতা বৃদ্ধি পায়।
- জলবায়ু সম্পর্কিত রোগের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধির ফলে নারী ও পুরুষের ভিন্নভাবে প্রভাবান্বিত হয়, এর কারণ প্রধানত বিশ্বব্যাপী চিকিৎসা সেবা গ্রহণে পুরুষের তুলনায় নারীদের প্রবেশাধিকার কম এবং বাড়িতে যত্নশীলতার প্রধান দায়িত্বগুলি তাদের। উদাহরণস্বরূপ, জলবায়ু পরিববর্তনের ফলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বাড়ছে এবং প্রতিবছর সারা বিশ্বে ম্যালেরিয়া- আক্রান্ত দেশগুলিতে বসবাস করা প্রায় ৫০ মিলিয়ন নারী গর্ভবতী হয় - এর মধ্যে আনুমানিক ১০, ০০০ মহিলা এবং ২, ০০, ০০০ শিশু মারা যায় গর্ভাবস্থায় ম্যালেরিয়ার সংক্রমণের ফলে। অধিকন্তু, অসুস্থদের যত্ন নেওয়ার পেছনে আরো বেশি সময় কাটানোর ফলে নারীদের কাজের চাপ বৃদ্ধি পায়।
- ঐতিহাসিকভাবে (পরিবেশগত) নীতিমালা প্রণয়নের পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনসংক্রান্ত ফোরামগুলোতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীরা তুলনামূলকভাবে কম প্রতিনিধিত্ব করে থাকে, যার ফলে স্থানীয় জলবায়ুসংক্রান্ত কার্যক্রমে হস্তক্ষেপের জন্য অর্থ বরাদ্দের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া থেকেও তারা দূরে থাকে। উদাহরণস্বরূপ ২০১৫ সালের হিসাব অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে ছিলেন কেবলমাত্র ১২% নারী এবং ২০১৪ সালের ' ইউএনএফসিসিসি সিওপি ২০' সম্মেলনে সরকারি প্রতিনিধিদের মধ্যে মাত্র ৩৬% ছিলেন মহিলা।
- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নারীদের উপর পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভূমি এবং জীবিকার ক্ষতির সাথে সময়ের আগে, বাধ্যতামূলক বা বাল্যবিবাহের মধ্যে একটি স্থায়ী যোগসূত্র প্রমাণিত হয়েছে। গবেষকরা দেখিয়েছেন যে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যৌতুক প্রদানের দাবিগুলি বৃদ্ধি পেয়েছে, কারণ অন্যান্য জীবিকা কম নির্ভরযোগ্য হয়ে ওঠে এবং বাল্যবিবাহ ও যৌতুক স্থানীয়ভাবে অভিযোজনের কৌশল রূপে পরিগণিত হতে পারে।

নোট: কর্মশালাটি অংশগ্রহণকারীদের জন্য আরও প্রাসঙ্গিক করতে পূর্ব প্রস্তুতি হিসাবে তাদের নিজ দেশের জেন্ডার পরিস্থিতির উপর জলবায়ু পরিবর্তন ও বিপর্যয়ের প্রভাবের নির্দেশকগুলোর উপর কিছু পরিসংখ্যান খোঁজার জন্য অনুরোধ জানান। যদি তারা যৌনতা বা

জেন্ডার বিচ্ছিন্নতা কম পায় বা একদমই না পায় তবে তাদের সাথে জেন্ডার সংক্রান্ত নিরীক্ষণের বিষয়ে আলোচনা করুন।

জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে আলোচনার জন্য ব্যবহৃত কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধারণা এবং তাদের জেন্ডার মাত্রাসমূহ

জলবায়ু পরিবর্তন নিরসন সেই সকল প্রচেষ্টাসমূহকে নির্দেশ করে যেগুলোর মাধ্যমে গ্রীনহাউজ গ্যাস (জিএইচজি) এর নির্গমণ কমানো বা রোধ করা যায়; যেমন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার, পুরানো সরঞ্জাম আরো দক্ষ করা, এবং ব্যবস্থাপনার কৌশল ও ভোক্তা আচরণ পরিবর্তন করা। বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রধান কারণ হচ্ছে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার; আর নিরসনের ব্যবস্থা হচ্ছে মূলত নবায়নযোগ্য জ্বালানীর ব্যবহার বৃদ্ধি, সেই সাথে বন উজাড়করণ কমিয়ে বা কৃষি- শিল্প ব্যবস্থার মাধ্যমে নির্গমন হ্রাস করা।

তবে, টেকসই ও ন্যায়সঙ্গত উৎপাদন ও ভোগের প্যাটার্ন উন্নীত করার পরিবর্তে উন্নত দেশগুলো এমন সব অবাস্তব সমাধানগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে যেগুলো তাদের ব্যবসা স্বাভাবিকভাবে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়। বাজার ভিত্তিক ব্যবস্থা; '**কার্বন বাজার**' - যা কার্বন নির্গমনের লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম না করা দেশগুলিকে নির্গমনের মাত্রা অতিক্রম না করা দেশগুলির কাছে মাত্রার বাকি অংশ বিক্রি করার অনুমতি দেয়; এবং **ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম (সিডিএম)** , যা উন্নয়নশীল দেশগুলিতে নির্গমন- হ্রাসকারী প্রকল্পগুলোর অনুমোদন করে, যার মাধ্যমে **সার্টিফাইড এমিশন রিডাকশন (সিইআর)** ক্রেডিট অর্জন করা যায়; এর সবই সেই অবাস্তব সমাধানগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এই সিইআর' গুলো কেনা- বেচা করা যায়, এবং শিল্পোন্নত দেশগুলি তাদের নির্গমন- হ্রাস লক্ষ্যমাত্রার একটি অংশ পূরণের জন্য কিয়োটো প্রোটোকলের অধীনে এটি ব্যবহার করে।

বন উজাড় ও বন অবনয়নের মাধ্যমে সূচিত নির্গমন হ্রাসকরণ (আরইডিডি) কে প্রাথমিকভাবে ' বালি অ্যাকশন প্ল্যান' এর অংশ হিসাবে সম্মতি দেওয়া হয়, ‘আরইডিডি’ কাঠামো একটি গুরুত্বপূর্ণ বাজার ভিত্তিক পরিশোধন ব্যবস্থা যা বনভূমির কার্বন সংরক্ষণ করার ক্ষমতার আর্থিক মূল্য নির্ধারণ করে নির্গমন কমানোর জন্য উৎসাহ দেয়। কাঠামোর দ্বিতীয় পর্যায় যা ' আরইডিডি+' নামে পরিচিত, তা বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন সংগ্রহ বা অপসারণ করার নিমিত্তে বন সংরক্ষণ বা নতুন করে গাছ লাগানোকে উন্নীত করে। এছাড়াও ‘আরইডিডি’র মাধ্যমে বৈশ্বিক দক্ষিণের দেশগুলোকে তাদের নিজস্ব বনভূমি ধ্বংস না করার

বিনিময়ে অর্থ প্রদান করে উত্তরের দেশগুলো ' কার্বন ভারসাম্য (দূষণের অধিকার) ' কিনে নিতে পারে।

এই বাজার ভিত্তিক কার্যক্রমগুলিকে গ্রীনহাউজ গ্যাসের নির্গমন কমানোর ক্ষেত্রে তাদের অদক্ষতাসহ মানবাধিকার লঙ্ঘন, জেন্ডার- অন্ধত্ব এবং টেকসই উন্নয়নের উপর তাদের নেতিবাচক প্রভাবগুলির জন্য ব্যাপকভাবে সমালোচনা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আরইডিডি+ উদ্যোগ বাস্তবায়নের মূল বিষয়টি হল কিভাবে তারা বনগুলির মধ্যে বা কাছাকাছি বসবাসকারী মানুষের মধ্যে বৈষম্যের একটি প্রাক- বিদ্যমান অবস্থা পরিবর্তন করে (যেমন, ভূমির অধিকার, বনভূমিজাত ফসল কাটার অধিকার) । যদি তারা এগুলি কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন না করে, তবে আরইডিডি+ এর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও প্রান্তিক মানুষের জন্য শুধুমাত্র টোকেন সুবিধা প্রদান করার সময় অসাবধানতাবশতঃ কাঠামোগত বৈষম্যের বিস্তার ঘটতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজন বলতে বোঝায় জলবায়ু এবং পরিবেশের পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত এবং প্রতিক্রিয়া জানানো ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও প্রাকৃতিক পদ্ধতি দ্বারা ব্যবহৃত বিভিন্ন কর্ম, অভ্যাস, কৌশল ও নীতিগুলিকে। এটি জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত সম্ভাব্য ক্ষতি সীমাবদ্ধ করার বিভিন্ন প্রক্রিয়া, অভ্যাস এবং কাঠামোর পরিবর্তনসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে। খরা প্রতিরোধী ফসলের মতো বিভিন্ন অভিযোজন কৌশল, যেমন সর্বাধিক স্থিতিশীল পরিকাঠামো এবং অর্থনৈতিক বৈচিত্রতা ইত্যাদি উন্নততর করতে হবে যাতে জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে খারাপ প্রভাবগুলি এড়ানো সম্ভব হয়। উপরন্তু, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি বহনকারী ব্যক্তিদের জন্য অভিযোজনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি উপায় হচ্ছে ' দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস' করার কৌশলগুলি, যেমন প্রাথমিক সতর্কতা ব্যবস্থা এবং আবহাওয়া পূর্বাভাস।

ক্ষতি ও লোকসান হলো জলবায়ু পরিবর্তনের সেইসব নেতিবাচক প্রভাবগুলিকে যেগুলো একেবারেই মোকাবেলা করা সম্ভব না এবং কোন অভিযোজন কৌশলগুলি আর বাস্তবসম্মত নয়। যদিও প্রশমন ও অভিযোজন কৌশলগুলি ক্ষতি ও লোকসানের পরিমান কিছুটা কমাতে পারে, তথাপি জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ইতিমধ্যেই স্থায়ী ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই শব্দটি চরম আবহাওয়ার ঘটনাগুলির সরাসরি প্রভাব এবং ধীর গতির ঘটনাগুলিকেও বোঝায়, সেইসাথে বোঝায় অনেক পরোক্ষ ক্ষতিকে, যেমন জীবনহানি, উৎপাদনক্ষমতার ক্ষতি, স্থানান্তরণ এবং জীবিকার ক্ষতি।

ঐতিহাসিকভাবে, বিতর্ক রূপায়ণকারীদের জেন্ডার সংবেদনশীলতার অভাবের কারণে প্রশমন ও অভিযোজনের উভয় নীতিতেই জেন্ডার সম্পর্কিত উদ্বেগগুলি দুর্বলভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, যা বিষয়বস্তুতে শক্তিশালী প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক পক্ষপাত সৃষ্টি করেছে। তবে, জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন, অভিযোজন এবং ক্ষতি ও লোকসানের কৌশলগুলির সর্বাত্মক সমাধান নিশ্চিত করার জন্য নারী ও জেন্ডার অধিকার গোষ্ঠীগুলি ক্রমবর্ধমানভাবে শক্তি সঞ্চয় করছে। তাদের মূল দাবিগুলির মধ্যে একটি হলো জলবায়ু পরিবর্তন সৃষ্টিকারী ও এর সাথে জড়িত অসম পিতৃতান্ত্রিক শক্তির সম্পর্ক ভেঙ্গে দিতে জলবায়ু কার্যক্রমের উপর আন্তর্জাতিক আলোচনা এবং মধ্যস্থতায় দরিদ্র মহিলা, পুরুষ, আদিবাসী সম্প্রদায় এবং ঝুঁকিপ্রবণ গোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণ।

স্থিতিস্থাপকতা বলতে বোঝায় জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি ও লোকসানকে সীমাবদ্ধ করতে এর প্রভাবগুলির সাথে ব্যক্তি, স্থানীয় এলাকা, দেশগুলির খাপ খাওয়ানোর সক্ষমতাকে। এর জন্য কঠোর মাত্রা (সমুদ্র প্রাচীরের মতো অবকাঠামো তৈরী করা) এবং মৃদু মাত্রার (জাতীয় এবং তৃণমূল পর্যায়ে নীতি, শাসন ও ব্যবস্থাপনা কাঠামো) সমন্বয়ে একটি সম্মিলীত কৌশল প্রয়োজন। পরিবার- স্তরের খাদ্য উৎপাদন, জল ও জ্বালানী সংগ্রহ এবং গার্হস্থ্য যত্নের ক্ষেত্রে নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কারণে তাদের উচিৎ স্থিতিশীলতা বিষয়ক আলোচনায় প্রধান অংশগ্রহণকারী হওয়া: যখন তাদের পরিবেশ পরিবর্তিত হয় তখন অভিযোজনের কৌশলগুলি উদ্ভাবনে তারাই সবচেয়ে অগ্রগামী হয়।

ঝুঁকিপ্রবণতা হল জলবায়ুর পরিবর্তনশীলতা এবং চরমাভাপন্নতাসহ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিকূল প্রভাবগুলি মোকাবেলায় কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা প্রাকৃতিক পদ্ধতি কোন পরিমাপে অসমর্থ বা অক্ষম। ঝুঁকিপ্রবণতার একটি জেন্ডার মাত্রা আছে যেহেতু জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো ও অভিযোজনের সক্ষমতা নির্ধারিত হয় সম্পদের নিয়ন্ত্রণ ও এতে প্রবেশাধিকার, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এবং ক্ষমতায়নের জেন্ডার পার্থক্যের উপর ভিত্তী করে - যার সবই আবার নির্ধারিত হয় বৃহত্তর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ দ্বারা।

জলবায়ু অর্থায়ন (সিএফ) : ১৯৯০ এর দশকে ইউএনএফসিসিসি' র সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারী তহবিলগুলি উন্নয়নশীল দেশগুলোর বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার প্রভাব মোকাবেলায় সাহায্য করার জন্য উন্নত রাষ্ট্রসমূহ থেকে আর্থিক সম্পদ সংগ্রহ করতে শুরু করে। তখন থেকে সরকারী ও বেসরকারী খাত থেকে ঋণ, অনুদান এবং তহবিলের আকারে গঠিত জলবায়ু তহবিলের এক জটিল নেটওয়ার্ক গঠিত হয় যা ব্যাখ্যা এবং নজরদারী করা কঠিন। তবে,

ইউএনএফসিসিসি' র মাধ্যমে পরিচালিত সরকারী তহবিলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বহুপক্ষীয় জলবায়ু অর্থায়ন ব্যবস্থা হচ্ছে গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি (জিইএফ) , ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম (সিডিএম) , অ্যাডাপটেশন ফান্ড (এএফ) , ক্লাইমেট ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড (সিআইএফ) এবং গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ) । যদিও এই পাঁচটি জলবায়ু অর্থায়ন ব্যবস্থার অধিকাংশই শুরুতে জেন্ডার- অন্ধ ছিল, তথাপি গত কয়েক বছরে তাদের নীতিমালা, কার্যক্রম, অথবা বরাদ্দকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে জেন্ডার সম্পর্কিত বিবেচনার অন্তর্ভুক্তিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তবে এই তহবিলের বোর্ডগুলিতে এখনও মূলত পুরুষের আধিপত্য এবং তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থ বজায় আছে , এবং অর্থ ব্যবস্থায় এমন নজরদারি এবং জবাবদিহিতার অভাব আছে যেটা নিশ্চিৎ করবে যে তাদের সিদ্ধান্ত সর্বাধিক প্রয়োজনীয়তাসম্পন্ন মানুষের জীবন ও জীবিকার উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তন ও জেন্ডার

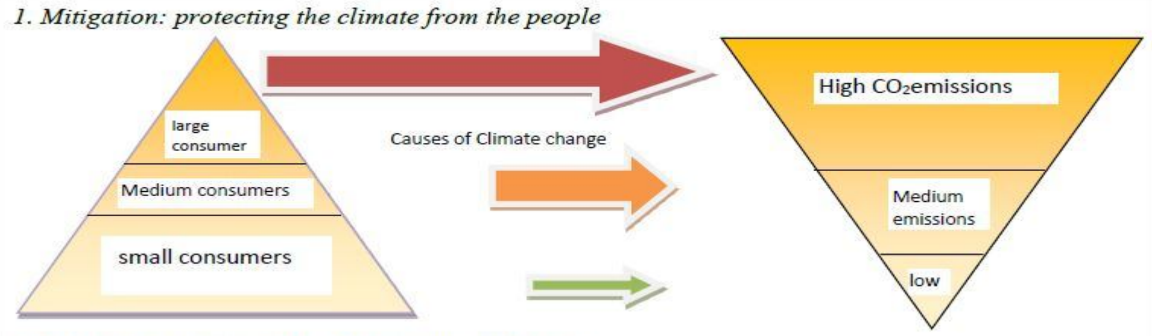
1. Mitigation: protecting the climate from the people
large consumer
Medium consumers
small consumers
Causes of Climate change
High CO2emissions
Medium emissions
low

Fig.1: Different consumers' relative impact on climate change

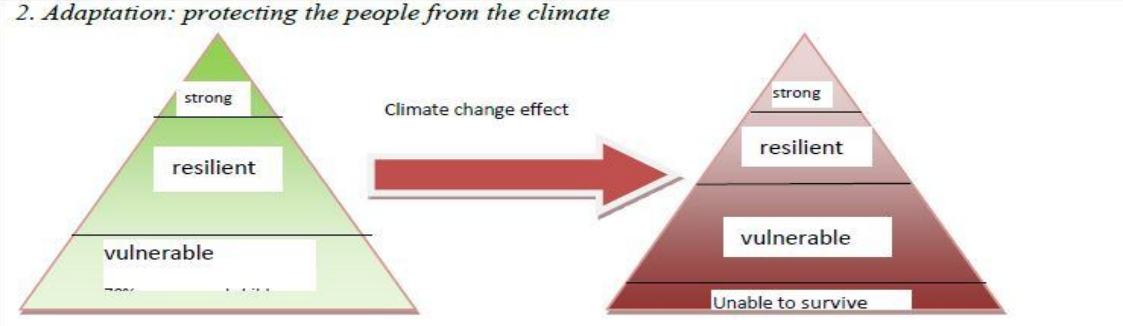
2. Adaptation: protecting the people from the climate
strong
resilient
vulnerable
Climate change effect
strong
resilient
vulnerable
Unable to survive

Fig.2: Effect of climate change on the division of the world population

নির্গমনের মাধ্যমে বৈশ্বিক উষ্ণয়নে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখে উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলির ধনীরা, এবং তারাই সবচেয়ে কম প্রভাব মোকাবেলা করে।

বৈশ্বিক উষ্ণয়নের প্রভাবে (যেমন বন্যা এবং খরা) সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় গরিব মহিলা, শিশু এবং পুরুষেরা যারা নির্গমনে সবচেয়ে কম অবদান রাখে।
খুব ধনী ব্যক্তিরা বেশিরভাগই পুরুষ। খুব দরিদ্র মানুষ বেশিরভাগই নারী ও শিশু।

দেশ	বৈশ্বিক CO2 নির্গমনের % = গ্রীন হাউজ গ্যাস (টন হিসেবে)	২০১০ সালে জনসংখ্যা (মিলিয়নে)	জনপ্রতি গড় জিএইচজি (টন হিসেবে)	মন্তব্য
অস্ট্রেলিয়া	১,৩% = ৩৭৮	২২	১৭	সবচেয়ে বেশী
বাংলাদেশ	০,৩ % = ৮৭	১৪৯	০,৬	ধনীর চেয়ে দরিদ্ররা কম নির্গমণ ঘটানো দেশগুলোর মধ্যে
কানাডা	১,৮% = ৫২৪	৩৪	১৫,৪	
চীন	২৩,৬% = ৬৮৬৮	১,৩৪০	৫,১৩	নির্গমনের অনেকাংশই পশ্চিমে ভোগকৃত পণ্যের জন্য
জার্মানি	২,৬% = ৭৫৭	৮২	৯,২	
ভারত	৫,৫% = ১৬০১	১,১৮২	১,৩৭	
নেদারল্যান্ড	০,৫% = ১৪৫	১৭	৮,৫	
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	১৭,৯% = ৫২০৯	৩০৯	১৬,৯	
সমগ্র বিশ্ব	১০০% = ২৯১০০	৬,৪৪৮	৪,৫	

কিছু দেশের কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস নিঃসরণের হার

জলবায়ু পরিবর্তন ও জেন্ডার সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং প্রতিশ্রুতি

উন্নয়ন পরিকল্পনার সকল স্তরে নারীর অংশগ্রহণ এবং সুফল নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রগুলিকে বাধ্য করার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনে সরাসরি প্রভাব ফেলতে পারে ১৯৭৯ সালের **নারীর প্রতি**

সমস্ত রকম বৈষম্য বিলোপের সম্মেলন (সিইডিএডব্লিউ) । এটি বিশেষ করে কথা বলে সম্পদের নিয়ন্ত্রণ ও প্রবেশাধিকার, এবং রাষ্ট্রীয় নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের অধিকার এবং দেশকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার লাভ করা নিয়ে যা জলবায়ু - পরিবর্তনের প্রভাবগুলির সাথে মানিয়ে নিতে এবং পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে অংশগ্রহণে নারীর সক্ষমতার উপর প্রভাব বিস্তার করে।

উন্নয়ন এবং পরিবেশগত সুরক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তন ভিত্তিক কর্মকাণ্ডের কাঠামো গঠনে ১৯৯২ সালের আর্থ সামিট একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক ছিল। এই কাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল তিনটি রিও সম্মেলন চালু করা: **জাতিসংঘের জৈবিক বৈচিত্র্য সম্মেলন (সিবিডি)** , **জাতিসংঘের মরুকরণ বিরোধী সম্মেলন (ইউএনসিসিডি)** , এবং জলবায়ু কার্যক্রমের জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, **জলবায়ু পরিবর্তনের উপর জাতিসংঘের কাঠামো বিষয়ক সম্মেলন (ইউএনএফসিসিসি)** ।

সিবিডি: জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ এবং টেকসই ব্যবহারের জন্য ১৯৯২ সালে গ্রহীত এই কনভেনশনটির সুস্পষ্ট প্রভাব রয়েছে টেকসই উন্নয়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনে, কিন্তু এটি নারীর উল্লেখ করেছে শুধুমাত্র প্রস্তাবনায়। আইইউসিএন এর মদদে ২০০৮ সালে গঠিত প্রথম জেন্ডার কর্মপরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে জেন্ডার সমতা এবং মূলধারাকরণের উন্নয়নে ২০১৪ সালে সিবিডি ২০১৫- ২০২০ এর জন্য একটি জেন্ডার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। গোষ্ঠীগুলি বছরের পর বছর ধরে বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্তের ব্যাপারে সম্মত হয়েছে যেগুলি জেন্ডার সম্পর্কিত চেতনার সাথে সমন্বিত হবে।

১৯৯৪ সালে গৃহীত **ইউএনসিসিডি**, গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মত বিষয়গুলির মোকাবেলায় স্থানীয় নারীর জ্ঞানের গুরুত্ব স্বীকার করে।

ইউএনএফসিসিসি: এটি বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি এবং জলবায়ু পরিবর্তনকে সীমাবদ্ধ করতে একত্রে কাজ করার জন্য এবং তাদের প্রভাবগুলি মোকাবেলা করার জন্য এটি একটি উপায় হিসেবে শুরু হয়েছিল। যাইহোক, সিবিডি এবং ইউএনসিসিডি' র মত এই কনভেনশনে নারী বা জেন্ডার সম্পর্কিত বিষয়গুলির প্রসঙ্গ অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এমনকি কয়েক বছর পরে পর্যন্ত জেন্ডার ভারসাম্য সমস্যা সীমাবদ্ধ ছিল শুধুমাত্র জাতিসংঘের কর্মপ্রক্রিয়ার অনেক গ্রন্থের মধ্যেই, এবং নারীর অংশগ্রহণের ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া হলেও সেটা প্রয়োজনীয়তা হিসেবে ছিল না। তবে, আরও সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, প্রযুক্তিগত সিদ্ধান্তসমূহের সাথে জেন্ডার বিবেচনা স্বীকৃতির সমন্বয় সাধন করার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি লক্ষ করা

যায় এবং একটি কাঠামো স্থাপন করা হয় যার মাধ্যমে জেন্ডার সংবেদনশীলতাসহ অভিযোজন, প্রশমন এবং জলবায়ু অর্থায়ন করা সম্ভব এবং করা উচিত।

আলোচনার প্রক্রিয়া, গোষ্ঠীসমূহ, অংশীদার এবং দলগুলোর সম্মেলন (সিওপি) সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য দয়া করে ইউএনএফসিসিসি' র ওয়েবসাইট দেখুন।

পরামর্শ: ২০১৫ সালের প্রকাশনা 'ভবিষ্যতের জন্য পথ: জেন্ডার ও জলবায়ু পরিবর্তনের ভূচিত্র এবং পথ' (আইইউসিএন, জিজিসিএ) এর অধ্যায় ২ এ ইউএনএফসিসিসি প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলকগুলির সংক্ষিপ্ত তথ্যচিত্র উপস্থাপিত হয়েছে, এবং দেখানো হয়েছে কীভাবে জেন্ডার সম্পর্কিত উদ্বেগগুলির প্রতিফলনে সিদ্ধান্তগুলির ক্রমোন্নতি হয়েছে। এই প্রকাশনাটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য সম্পদ ও সরঞ্জাম বিভাগ দেখুন।

ইউএনএফসিসিসি তে জেন্ডার মূলধারাকরণ: জেন্ডার অন্ধ থেকে জেন্ডার ভারসাম্য থেকে জেন্ডার কর্মপরিকল্পনা এবং জেন্ডার অর্থায়ন

- ১৯৯২ সালের জলবায়ু সম্মেলন গ্রন্থে জেন্ডারের কোন উল্লেখ নেই
- ২০০৭ সালে সিওপি ৭ - এ প্রথম 'জেন্ডার সিদ্ধান্ত' সত্ত্বেও, জেন্ডার মাত্রা সমন্বয় করার ক্ষেত্রে কোন অগ্রগতি হয়নি।
- ২০০৯ সালে সিইডিএডব্লিউ কমিটি জেন্ডার ও জলবায়ু পরিবর্তনের উপর একটি বিবৃতি জারি করে ইউএনএফসিসিসি এবং অন্যান্য বৈশ্বিক ও জাতীয় নীতি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের উদ্যোগগুলোতে জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিত অনুপস্থিতির বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে।
- দোহায় ২০১২ সালের সিওপি ১৮ 'জেন্ডার ভারসাম্য' সিদ্ধান্ত গ্রহন করে জলবায়ু আলোচনার জাতীয় প্রতিনিধিত্বে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিৎ করতে একটি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে।

নোট: এই বিভাগকে অংশগ্রহণকারীদের জন্য আরও প্রাসঙ্গিক করতে তাদেরকে বলুন ইউএনএফসিসিসি'র অধীনে আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলোতে তাদের নিজের দেশের অনুমোদনগুলি দেখার জন্য এবং তাদেরকে সেগুলোতে জেন্ডার- সংবেদনশীল বিষয়বস্তু এবং শব্দকরণ নিরীক্ষণ করতে বলুন। তারা এগুলি থেকে নির্বাচন করতে পারেন:
জাতীয় যথোপযুক্ত প্রশমন কর্মসূচি (এনএএমএ) যা উন্নয়নশীল দেশগুলির দ্বারা পরিকল্পিত স্বেচ্ছাসেবী অবদান যা তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভূক্ত।

জাতীয় অভিযোজন কর্মসূচী (এনএপিএ) যা এলসিডি’র জন্য জরুরী অভিযোজনের প্রয়োজন সনাক্ত করে এবং প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলির অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে।

অভিপ্রেত জাতীয় নির্ধারিত অবদানসমূহ (আইএনডিসি) সরকারগুলিকে জিএইচজি নির্গমন কমানোর প্রতিশ্রুতির উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাড়ানোর জন্য উতসাহিত করে, এবং অভিযোজন ও প্রয়োগের মাধ্যমগুলি সহ এনএএমএ ও আরইডিডি+ এর কর্মকাণ্ড এবং পরিকল্পনাসমূহের সামগ্রিক সুযোগকে ব্যাখ্যা করার জন্যও কাজ করে।

পরামর্শ: ডব্লিউইডিও **আইএনডিসি’র একটি জেন্ডার বিশ্লেষণ** সংকলন করেছে যা এই বিভাগের জন্য ব্যবহারযোগ্য একটি কার্যকর সম্পদ।

- লিমা' য়, সিওপি ২০ এ লিমা কর্মপরিকল্পনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল সুনির্দিষ্ট কাজ এবং সময়সীমাসহ, সেই সাথে জেন্ডার ও জলবায়ু আলোচনায় সক্ষমতা বাড়ানো নিশ্চিত করার জন্য অন্তঃসেশন জেন্ডার কর্মশালাও ছিল।
- ২০১৫ সালের সিওপি- ২১ এ ১৬০ টি গোষ্ঠীর মধ্যে মাত্র ৪০% এর অভিপ্রেত জাতীয় নির্ধারিত অবদানসমূহ (আইএনডিসি) - তে জেন্ডার সংক্রান্ত উল্লেখ ছিল - যাদের মধ্যে কেউই শিল্পজাত দেশ থেকে আসেনি।
- সরকারী আলোচনার যৌথ প্রচেষ্টায়, নারী ও জেন্ডার নির্বাচকমণ্ডলী (ডব্লিউজিসি) এবং অন্যান্য বেশ কয়েকজন অংশীদার প্যারিস চুক্তিতে গুরুত্বপূর্ণ জেন্ডার- প্রাসঙ্গিক পাঠ্যকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, যেখানে সকল গোষ্ঠী দুটি লক্ষ্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল:
    - ➢ কনভেনশন এবং এর কিয়োটো প্রোটোকলের অধীনে গঠিত প্রতিনিধিদল এবং সংস্থাগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত সকল ইউএনএফিসিসি প্রক্রিয়ায় জেন্ডার ভারসাম্য উন্নত করা ও নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা, এবং
    - ➢ আঞ্চলিক, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে জেন্ডর- সংবেদনশীল জলবায়ু নীতির উন্নয়ন ও কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য সচেতনতা এবং সহায়তা বৃদ্ধি।
- সম্প্রতি ২০১৬ সালে মারাকেশ’এ সিওপি২২ এ একটি নতুন ' জেন্ডার বিষয়ক সিদ্ধান্ত' গৃহীত হয় যা জলবায়ু সংক্রান্ত একটি ৩ বছরের জেন্ডার কর্মপরিকল্পনায় রুপান্তরিত হবে, যা একই সাথে আবার সিওপি২৩ এ বেশ কিছু মূলভাবের শক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে বৈশ্বিক ও জাতীয় পর্যায়ে শুরু হবে। জেন্ডার সিদ্ধান্তে বিশেষভাবে নারী ও জেন্ডার সুশীল সমাজের সংগঠনগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা উল্লেখ করা হয়েছে, পাশাপাশি জলবায়ু কর্মের জন্য সরঞ্জাম হিসেবে নারী ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর

পূর্বপুরুষের জ্ঞানকে চিহ্নিত করার প্রয়োজন। এটি জেন্ডার একীভূতকরণের উন্নয়নের ব্যাপারে জাতিসংঘের সংস্থাগুলি ও গোষ্ঠীদের একটি পর্যাবৃত প্রতিবেদন উপস্থাপনের ধারনার সাথে পরিচয় ঘটায় এবং জেন্ডারভিত্তীক সক্ষমতা বাড়াতে রাষ্ট্রীয় দলসমূহ, জাতিসংঘের সংস্থা ও প্রতিনিধিদলের সদস্যদের সমর্থনের প্রয়োজনকে দৃঢ় করে তুলেছে।

- **জেন্ডার ও জলবায়ু অর্থায়ন:** জেন্ডার মূলধারাকরণে গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড এর একটি মানদণ্ড রয়েছেঃ তার 'জেন্ডার নীতি' প্রকাশনা দেখুন। এই তহবিলের অধীনে অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রায় সব প্রকল্পের জেন্ডার মাত্রা আছে, যদিও অধিকাংশই এখনও খুব উচ্চাভিলাষী বা রূপান্তরিত না।

পরামর্শঃ আপনি এখানে **জেন্ডার অর্থায়নের অনুশীলনী ২** পরিচালনা করতে পারেন। অংশগ্রহণমূলক অনুশীলনীর বিভাগটি দেখুন

এসডিজি ১৩ এর লক্ষ্য, লক্ষ্যমাত্রা, এবং বৈশ্বিক সূচকসমূহ

এসডিজি ১৩ এর লক্ষ্য: জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর প্রভাব মোকাবেলা করার জন্য তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নিন। এই এসডিজি'র পাঁচটি লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে, যার মধ্যে প্রথম তিনটি লক্ষ্যমাত্রা ফলাফলের উপর এবং লক্ষ্যমাত্রাগুলি বাস্তবায়নের উপায়ের উদ্দেশ্যে শেষে দু'টি লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে:

লক্ষ্যমাত্রা ১৩. ১: জলবায়ু সংক্রান্ত ঝুঁকি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগকে মোকাবিলা করার জন্য সকল দেশে স্থিতিশীলতা এবং অভিযোজন ক্ষমতা বাড়ানো।

লক্ষ্যমাত্রা ১৩. ২: জলবায়ু পরিবর্তনের মাপকাঠিগুলো জাতীয় নীতিমালা, কৌশল এবং পরিকল্পনার মধ্যে একীভূত করা।

লক্ষ্যমাত্রা ১৩. ৩: জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন, অভিযোজন, প্রভাব হ্রাস এবং প্রাথমিক সতর্কতার জন্য শিক্ষা, সচেতনতা- বৃদ্ধি এবং মানবিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়ানো।

লক্ষ্যমাত্রা ১৩. ক: ইউএনএফসিসিসি'তে উন্নত- দেশ গোষ্ঠীর করা প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী **জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনে ও বাস্তবায়নের স্বচ্ছতার জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর চাহিদা পূরণে ২০২০ সাল নাগাদ প্রতিবছর সকল খাত থেকে ১০০ বিলিয়ন ডলার সাহায্য দেওয়া** এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ডের বাস্তবায়ন।

লক্ষ্যমাত্রা ১৩. খ: নারী, **যুব এবং স্থানীয় ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে সবচেয়ে অনুন্নত দেশ এবং ছোট দ্বীপভিত্তীক উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলিতে কার্যকর জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা উন্নয়নের ব্যবস্থা** গ্রহণ করা।

উপরে উল্লেখিত লক্ষ্যমাত্রা ১৩. খ ছাড়া অন্য কোন লক্ষ্যেমাত্রার কোন স্পষ্ট জেন্ডার উদ্দেশ্য নেই, এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত, কর্ম এবং অর্থায়নে জেন্ডার মূলধারাকরণে একটি দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে।

জেন্ডার এবং বিশ্বব্যাপী এসডিজি ১৩ এর লক্ষ্যমাত্রা পর্যবেক্ষণ ও সূচকসমূহ

এসডিজি ১৩ লক্ষ্যমাত্রাগুলোর দাপ্তরিক সূচকসমূহের বৈশ্বিক পর্যবেক্ষণ ও তথ্য সংগ্রহের জন্য এসডিজি' র আন্তঃসংস্থা বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠী (আইএইজি- এসডিজি) কাজ করে মূলত ইউএনএফসিসিসি ও এর সহযোগী সংস্থাগুলোর মাধ্যমে। এসডিজি' র বৈশ্বিক দাপ্তরিক সূচকগুলো এবং পর্যবেক্ষণ কাঠামো সম্পর্কে আরো তথ্যের জন্য দয়া করে আইএইজি- এসডিজি' র ওয়েবসাইটে যান- http://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/

এই সূচকসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, উদাহরণক্রমে:

- জাতীয় এবং স্থানীয় দুর্যোগের ঝুঁকি- হ্রাস কৌশল গ্রহণকারী দেশের সংখ্যা;
- অভিযোজন, প্রশমন ও প্রযুক্তি স্থানান্তর এবং উন্নয়ন কর্ম বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক, পদ্ধতিগত এবং স্বতন্ত্র সক্ষমতা- নির্মাণ শক্তিশালীকরণের ব্যাপারে যোগাযোগ করেছে এমন দেশগুলির সংখ্যা;
- প্রতি ১০০, ০০০ মানুষের মধ্যে মৃত, নিখোঁজ এবং দুর্যোগ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির সংখ্যা;
- ২০২০ সালে শুরু হওয়া ১০০ বিলিয়ন ডলারের প্রতিশ্রুতির মধ্যে প্রতিবছর সংগৃহীত যুক্তরাষ্ট্রীয় ডলারের পরিমান।

জেন্ডারের দৃষ্টিকোণ থেকে এই সূচকগুলি তিনটি মূল কারণে খুবই অসন্তোষজনক: প্রথমত, তারা প্রধানত পরিমাণগত, তবে জেন্ডার এবং/ অথবা সেক্স এর বিচ্ছিন্ন তথ্যের প্রয়োজনীয়তা না থাকা তাদেরকে জেন্ডার- অন্ধ করে তোলে। দ্বিতীয়ত, দেশগুলোর উপর জোর দেওয়া সূচকগুলো এটিকে উপেক্ষা করে যে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে ঝুঁকিপ্রবণ গোষ্ঠী কেবল দরিদ্র দেশেই নয়, মধ্যে- আয়ের দেশগুলোতেও থাকে, এবং শুধু গ্রামাঞ্চলেই নয়, শহরাঞ্চলেও বসবাস করে। তৃতীয়ত, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজন ও প্রশমন পরিকল্পনার দৃষ্টি শুধুমাত্র বড়- স্তরে এবং জলবায়ু তহবিল সংগ্রহণের

মধ্যেই সীমাবদ্ধ - যার উভয়টিতেই মহিলা এবং ঝুঁকিপ্রবণ গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ খুবই কম। নিচের চিত্রটি দেখুন।

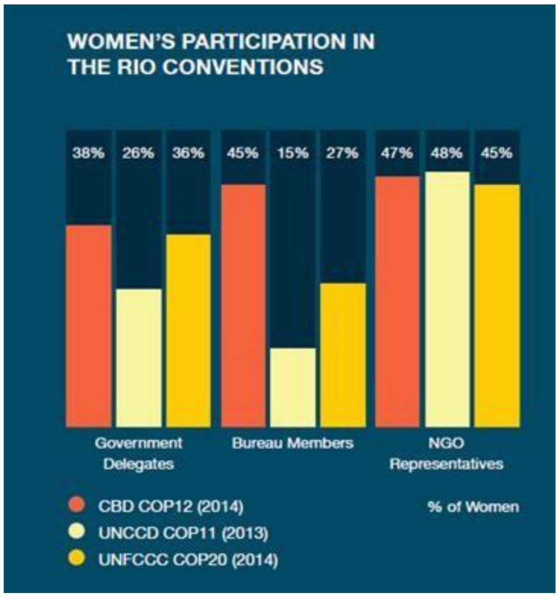

এই চিত্রটি (আইইউসিএন, ইজিআই, ইউএন- উইমেন) জলবায়ু পরিবর্তনের নীতি ও চুক্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের আন্তর্জাতিক ফোরামে নারীর অংশগ্রহণে জেন্ডার পার্থক্যকে দেখায়।

এজন্যই স্থানীয় পর্যায়ে অর্থায়ন ও জলবায়ু কার্যক্রম পর্যবেক্ষণে স্থানীয় সিএসও এবং তৃণমূল গোষ্ঠীর জড়িত থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য গুণগত ও পরিমাণগত তথ্য থাকা এবং স্থানীয় পর্যায়ে সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা যায় এমন বাস্তবিক সূচকগুলোকে সামনে নিয়ে আসাটা গুরুত্বপূর্ণ।তারপর জাতীয় প্রতিবেদনে দেখানো এসডিজি ১৩ লক্ষ্যমাত্রাগুলোর অগ্রগতির সাথে এদেরকে তুলনা করা যেতে পারে।

পরামর্শ: অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞাসা করুন যে এটা তাদের জানা আছে কি না যে তাদের দেশের জাতীয় কোন সংস্থাগুলি এগুলো এবং অন্যান্য জলবায়ু কার্যক্রমের সূচক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে। যদি ' না' হয়, তাহলে এই কর্মশালার পরে এই কাজটি তাদের জন্য বরাদ্দ করা যেতে পারে।

অংশগ্রহণকারীদের বলুন এমন কিছু ব্যবহারিক ও জেন্ডার- সংবেদনশীল সূচক সম্পর্কে ভাবতে যার মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে এসডিজি ১৩' র ৫টি লক্ষ্যমাত্রাকে নিরীক্ষণ করা যাবে।

জলবায়ু কার্যক্রমে জেন্ডার মূলধারাকরণের উপকারিতাসমূহ

পরামর্শ: এই বিভাগটি শুরু করার আগে জলবায়ু কার্যক্রমে জেন্ডার মূলধারাকরণের কিছু উপকারিতার সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদেরকে জিজ্ঞাসা করুন।

যেহেতু জলবায়ু পরিবর্তন নারী ও পুরুষদের ভিন্নভাবে প্রভাবিত করে, তাই নীতি গঠন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং প্রশমন ও অভিযোজন কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করার সময় একটি জেন্ডার সমতার দৃষ্টিকোণ অপরিহার্য। দরিদ্র নারী ও পুরুষ, আদিবাসী ও উপজাতীয় গোষ্ঠী, জাতিগত সংখ্যালঘুরা কেবল অসহায় শিকার নয় - তারা পরিবর্তনের এমন শক্তিশালী প্রতিনিধি যারা প্রমাণিত প্রজ্ঞা এবং দক্ষতা সম্পন্ন এবং যেগুলোকে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন, দুর্যোগ হ্রাস এবং অভিযোজন কৌশলগুলিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। উপরন্তু, পারিবারিক ও প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপক ও তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে নারীর পারিবারিক ও সাম্প্রদায়িক দায়িত্ব তাদেরকে এমন একটা যথাযথ অবস্থানে উন্নীত করেছে যে তারা পরিবেশগত পরিবর্তনের ফলে পরিবর্তিত জীবিকার কৌশলগুলিতে অবদান রাখতে পারে।

একটি জেন্ডার- সংবেদনশীল পদ্ধতি অন্যান্য জিনিসের সাথে সাথে খাদ্য নিরাপত্তা, জ্বালানী ব্যবহার, বন উজাড়, জনসংখ্যা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং নীতিনির্ধারণের সাথে সম্পর্কিত জলবায়ু কার্যক্রমের কৌশলগুলিকে সাহায্য করতে পারে। উপরন্তু, এই কৌশলগুলি জেন্ডার সমতার উন্নয়ন সাধন করতে পারে - টেকসই উন্নয়নের জন্য এটি একটি পূর্বশর্ত। জলবায়ু মধ্যবর্তিতায় জেন্ডার দৃষ্টিভঙ্গী সমন্বয় করলে অনেক সুবিধা পাওয়া যায়:

- উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশে জলবায়ু- স্থিতিস্থাপক কৃষিজ উদ্ভাবনের নকশা প্রণয়নে উপকূলবর্তী বন্যা- প্রবণ অঞ্চলের নারীদের সাথে পরামর্শ করার ফলে কম খরচের এবং কার্যকর সমাধান হিসেবে গবাদি পশুপালন এবং জিও- টেক্সটাইল বস্তাতে খাদ্য শস্য উৎপাদন পদ্ধতি দেখা যায়। এগুলো বন্যার সময় উচু স্থানে স্থানান্তরিত করা যায় এবং অনিশ্চিত সময়ে পরিবারের জন্য পুষ্টিকর খাবার প্রদান করতে পারে।
- দুর্যোগের জন্য প্রাথমিক সতর্কতা ব্যবস্থা নকশা, এবং দুর্যোগকালীন সময়ে ত্রাণ ব্যবস্থা ও দুর্যোগ- পরবর্তী উদ্ধারকর্মে জেন্ডার মানদণ্ডের অন্তর্ভুক্তি জীবনহানী হ্রাস করতে পারে, নারী, শিশু, বৃদ্ধ এবং প্রতিবন্ধীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে, এবং অভিযোজন পদক্ষেপগুলি যেমন সাগর- প্রাচীর, ডাইক নির্মাণ ইত্যাদির সুবিধা সকলে উপভোগ করতে পারবে।

- প্রচলিত খাদ্য এবং ঔষধি উদ্ভিদ ও বীজ সংরক্ষণ কৌশল সম্পর্কে নারী এবং আদিবাসী গোষ্ঠীদের জ্ঞানের সুযোগ গ্রহণের ফলে অধিক কার্যকরী এবং টেকসই জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রচেষ্টায় সুফল পাওয়া যায়।
- প্রশমন পরিকল্পনায় স্থানীয় নারী ও পুরুষকে সাম্যতার ভিত্তীতে অন্তর্ভুক্তিকে উন্নীত করা, উদাহরণস্বরূপ, উপজাতী নারী ও পুরুষকে বন ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের প্রচেষ্টায় অংশগ্রহন করার জন্য উৎসাহ প্রদান করার মাধ্যমে অবৈধভাবে কাঠ কাটা এবং চোরাশিকারের কারণে বনভূমি হ্রাস ও বিপন্ন প্রজাতির ক্ষতি হ্রাস করা যায়। কিছু ক্ষেত্রে নারীর প্রতিরোধের ফলে বনভূমি রক্ষা করার প্রধান নীতিতে পরিবর্তন ঘটেছে, উদাহরণস্বরূপ, কেনিয়া' র সবুজ বেষ্টনী আন্দোলন এবং ভারতের চিপকো আন্দোলন।
- উৎপাদনশীল সম্পদে (ভূমি, পানি অধিকার, ঋণ) প্রবেশাধিকারের আইনি কাঠামোয় জেন্ডার মূলধারাকরণের মাধ্যমে শুধুমাত্র জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নারীদের ঝুঁকিই হ্রাস পায় না, সেই সাথে এসব থেকে তাদের পুনরুদ্ধারের গতিও বাড়ায়।
- জ্বালানী, পানীয় জল এবং স্যানিটেশন প্রভৃতির মতো জলবায়ু স্থিতিস্থাপক প্রযুক্তির নকশা ও ব্যবহার আরো ভালো ফলাফল প্রদান করে এবং পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং পর্যবেক্ষণের সময় নারী ও পুরুষ উভয়কেই সমন্বিত করাটা আরো বেশি খরচ-কার্যোপযোগী।
- যদিও জলবায়ু নীতিমালায় এখনও পুরুষের আধিপত্য আছে, গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে, নারীরা কর্তৃত্বের এমন পদগুলিতে নতুন করে প্রবেশ করেন যেগুলোতে এতদিন ঐতিহ্যগতভাবে পুরুষের আধিপত্য ছিল, পদ্ধতিগতভাবে সেখানে পূর্বের চেয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ, রাজনৈতিক কর্তৃত্বের পদমর্যাদায় বেশি নারী থাকার সরাসরি প্রভাব পড়ে জাতীয় কার্বন পদচিহ্ন কমানোয়, অথবা ভূমি অধিকার আরো সুরক্ষিত করায়। উপরন্তু, যেসব দেশে মহিলা সাংসদের সংখ্যা বেশী সেসব দেশে পরিবেশগত চুক্তি অনুমোদনের সম্ভাবনা বেশি।

জলবায়ু কার্যক্রমে জেন্ডার মূলধারাকরণ

পরামর্শ: যদি সময় হয় তবে আপনি **ভূমিকা পালন অনুশীলনী ৩: অভিযোজন পরিকল্পনাতে জেন্ডার মূলধারাকরণের কৌশল** পরিচালনা করতে পারেন (অংশগ্রহণমূলক অনুশীলনীর বিভাগ দেখুন) ।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ চারটি ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করা হয়েছেঃ প্রশমন, অভিযোজন, প্রযুক্তি স্থানান্তর এবং অর্থায়ন। এগুলোর প্রত্যেকটির সাথে একটি জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিতে সমন্বিত করা প্রয়োজন।

কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা, জ্বালানি, জীববৈচিত্র্য, পানি ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা, স্বাস্থ্য, মানবাধিকার, এবং শান্তি ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রগুলিতে জলবায়ু পরিবর্তনের জেন্ডার- ভিত্তীক প্রভাবগুলিকে **প্রশমন ও অভিযোজন** প্রচেষ্টার উচিত পদ্ধতিগতভাবে এবং কার্যকরভাবে মোকাবেলা করা। এটা করতে গেলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করা দরকারঃ

- অভিযোজন কার্যক্রমে নারীদেরকে **পরিবর্তনের প্রতিনিধি** হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন যাতে তারা অনন্য জ্ঞান ও দক্ষতার ক্ষেত্রে আরো বেশী অবদান রাখতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, অভিযোজনের প্রথাগত জ্ঞানে সম্পদ সংরক্ষণ ও পুনঃস্থাপনের ক্ষেত্রে মহিলাদের নেতৃত্বাধীন কৌশল অন্তর্ভূক্ত করা।
- অভিযোজন এবং প্রশমন প্রচেষ্টা ঠিকভাবে কাজ করার জন্য সম্পদের মালিকানা ও প্রবেশাধিকারে জেন্ডার বৈষম্যের বিষয়ে দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন।
- প্রশমনের উপর আন্তর্জাতিক সংলাপে নারীদের আরও বেশি জড়িত হওয়া প্রয়োজন।
- পরিচ্ছন্ন ও টেকসই জ্বালানীর উতস ও প্রযুক্তিতে নারীর চাহিদা এবং উদ্বেগগুলি অযৌক্তিক নাও হতে পারে, কারণ পারিবারিক স্তরে জ্বালানী সরবরাহ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য তারাই প্রধানত দায়ী।
- জলবায়ু সুরক্ষা কৌশলগুলিতে (যেমন পারমাণবিক শক্তি, ভূ- প্রকৌশল এবং কার্বন সংরক্ষণ ও গুদামজাতকরণ) অনিরাপদ ও উচ্চ- ঝুঁকিপূর্ণ প্রযুক্তির ব্যবহারে উতসাহের বিষয়ে নারীদের উদ্বেগগুলি এমন নীতিমালাতে আসা প্রয়োজন যেগুলো সতর্কতাগত নীতি ও প্রযুক্তিগত নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করে যতক্ষণ না পর্যন্ত মানব স্বাস্থ্য ও পরিবেশের উপর এর ঝুঁকি সম্পূর্ণরূপে বুঝা না যায়।
- টেকসই ভোগ অত্যন্ত জেন্ডার- সংবেদনশীল ইস্যু যেহেতু নারীরা অনেক গ্রাহক- সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত (পানি, স্বাস্থ্যব্যবস্থা, জ্বালানীতে) গ্রহণ করে, এবং নীতি এবং অর্থায়ন কৌশলে তাদের বিবেচনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন।

অর্থায়ন

- জলবনায়ু পরিবর্তনের উদ্যোগে অর্থায়ন মানদণ্ড ও সম্পদ বরাদ্দের ক্রমবিকাশে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে স্থানীয় পর্যায়ে।

- অভিযোজন, প্রশমন, প্রযুক্তি স্থানান্তর এবং সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য কার্যক্রমলিতে জেন্ডার- সংবেদনশীল বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য সমস্ত বাজেট লাইন এবং আর্থিক উপকরণগুলির জেন্ডার বিশ্লেষণের প্রয়োজন।
- জলবায়ু পরিবর্তন অর্থায়ন নীতিকে অবশ্যই নারীদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবকে বিবেচনায় নিতে হবে। এর উচিৎ ক্ষুদ্র প্রকল্প এবং জাতীয় কার্বন করের প্রচারের উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা যা নারীদেরকে আরো বেশি লাভবান করতে পারে।
- অভিযোজন অর্থায়নের উচিৎ কৃষি ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কম খরচের কার্যকরী পদক্ষেপের উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা যা নারীর জলবায়ু পরিবর্তন ও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমগুলির সাথে আরও বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- প্রশমন অর্থায়নের উচিৎ জিএইচজি নির্গমনের সাথে সম্পৃক্ত এমন প্রকল্পগুলির প্রচার যা নারীর জীবিকা এবং অধিকারকে উন্নত করে।
- বেসরকারী জলবায়ু পরিবর্তন অর্থায়নগুলির উচিৎ জনসাধারণের কঠোর অনুসন্ধানের বিষয়, নীতিমালা, মান এবং নির্দেশিকা দ্বারা পরিচালিত হওয়া। এটা হওয়া প্রয়োজন যাতে কর্পোরেট ও বাজারের স্বার্থ দরিদ্র মহিলা ও পুরুষের অধিকার, এবং ভূমি, পানি ও জীবিকার জন্য জ্বালানীতে তাদের প্রবেশাধিকারকে অবদমন করতে না পারে।

প্রযুক্তি হস্তান্তর

- জলবায়ু পরিবর্তন প্রযুক্তি নীতির একটি প্রয়োজনীয় উপাদান হচ্ছে জেন্ডার বিশ্লেষণ। জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিগুলির উচিৎ নারীদের নির্দিষ্ট অগ্রাধিকার, চাহিদা এবং ভূমিকাগুলি বিবেচনা করা; এবং আদিবাসী জ্ঞান এবং ঐতিহ্যগত প্রচলন সহ তাদের জ্ঞান ও দক্ষতার পূর্ণ ব্যবহার করা উচিত।
- নতুন প্রযুক্তির উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারে যে তারা ব্যবহারকারীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সাশ্রয়ী, কার্যকর এবং টেকসই।
- জলবায়ু পরিবর্তনকে কমাতে পরিকল্পিত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে সম্পদের প্রবেশাধিকারসহ, ঋণ, বিবিধ পরিষেবা, তথ্য ও প্রযুক্তিতে জেন্ডার- অসমতা বিবেচনায় আনা উচিৎ।
- প্রশিক্ষণ, ঋণ এবং দক্ষতা- উন্নয়ন কর্মসূচিতে নারীর সমান অধিকার থাকা উচিত যাতে জলবায়ু পরিবর্তনের উদ্যোগে তাদের পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়।

সরকারগুলোকে উৎসাহ দেওয়া উচিৎ পদ্ধতিগত জেন্ডার বিশ্লেষন, জেন্ডার - অসংগত তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার; জেন্ডার- সংবেদনশীল মানদণ্ড এবং সূচক স্থাপন; এবং জেন্ডার

দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি বাড়ন্ত মনোযোগ সমর্থনে বাস্তব সরঞ্জামের উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের জাতীয় নীতিসমূহ, কর্মপরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়নের অন্যান্য কার্যক্রম এবং জলবায়ু পরিবর্তনে জেন্ডার দৃষ্টিভঙ্গি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য।

অংশগ্রহণমূলক অনুশীলনী

১। বুদ্ধির অনুশীলনীঃ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নারীরা কেন বেশী ঝুঁকিপ্রবণ?

উদ্দেশ্যঃ জেন্ডার, ঝুকিগ্রস্থতা, এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মধ্যে সংযোগ; এবং ইতিবাচক পরিবর্তনের প্রতিনিধি হিসাবে মহিলাদের স্বীকৃতির গুরুত্ব বুঝা।

বরাদ্দকৃত সময়ঃ ১৫- ৩০ মিনিট

এই অনুশীলনীর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহঃ

- জেন্ডার ও জলবায়ু পরিবর্তনের উপর কিছু পোস্টার (এখান থেকে ডাউনলোড করা যেতে পারে - http://arrow.org.my/five-indicators-of-climate-change-and-their-impact-on-women/ ; অথবা ইন্টারনেট থেকে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ছবি)
- উত্তর লেখার জন্য কলম ও ফ্লিপচার্ট।

অনুশীলনীর বর্ণনাঃ

নারীর উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের উপর একটি ছবি প্রশিক্ষক দেখাবেন। তিনি এরপর অংশগ্রহণকারীদের নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করবেন। প্রত্যেকটি প্রশ্নের পর তার উত্তরগুলি ফ্লিপচার্টে লেখা হবে এবং পরবর্তি প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করা হবে। উত্তরগুলি সংগ্রহ করার পর ফ্লিপচার্টটি প্রশিক্ষণ কক্ষের দেয়ালে ঝুলিয়ে দেঈয়া হবেঃ

১। দূর্যোগকালীন এবং পরবর্তি সময়ে কোন জিনিসগুলি নারীর ঝুঁকিপ্রবণতা বাড়িয়ে দেয়?

২। নারী কি সবসময়ই পুরুষের চেয়ে বেশী ঝুঁকিপ্রবণ? আপনি কি পরিবর্তনের প্রতিনিধি হিসেবে এমন কোন নারীর উদাহরণ দিতে পারেন বা ভাবতে পারেন যিনি জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় তার জ্ঞান এবং দক্ষতা ব্যবহার করেছেন?

৩। এই জেন্ডারভিত্তিক ঝুঁকিপ্রবণতা কিভাবে কমানো বা বন্ধ করা যায়?

২। জেন্ডার সংবেদনশীল জলবায়ু অর্থায়নের উপর দলগত অনুশীলনী

উদ্দেশ্যঃ জলবায়ু অর্থায়নের জেন্ডার মাত্রা বুঝা

বরাদ্দকৃত সময়ঃ ১ ঘণ্টা

এই অনুশীলনীর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহঃ

- সবুজ জলবায়ু তহবিল কর্তৃক গৃহীত ৮টি ভিন্ন ভিন্ন প্রকল্পের মুদ্রিত অনুলিপি (এখান থেকে ডাউনলোড করা যাবে - http://www.greenclimate.fund/projects/browse-projects)।
- ফ্লিপচার্ট, মার্কার কলম।

অনুশীলনীর বর্ণনাঃ

- অংশগ্রণকারীদের ৪টি ভাগে ভাগ করুন এবং প্রত্যেক দলকে বলুন সবুজ জলবায়ু তহবিল কর্তৃক গৃহীত ২টি প্রকল্পের দিকে নজর দিতে এবং কীভাবে এগুলিতে জেন্ডার মাত্রা আরো সুসংহত করা যায় সে সম্পর্কে তাদের পরামর্শ জানাতে (৩০ মিনিট)।
- পরবর্তিতে সকল দলের পরামর্শ নিয়ে আলোচনা করুন এবং ফ্লিপচার্টে সেগুলো লিখে রাখুন (প্রতি দলের জন্য ৭ মিনিট)।

পরামর্শঃ নীচের অনুশীলনী ৩ সঞ্চালনের পূর্বে অংশগ্রণকারীদের সাথে বিশ্বব্যাপী স্থানীয় নারী এবং পুরুষের দ্বারা গৃহীত জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন এবং অভিযোজনের কৌশলগুলি নিয়ে পর্যালোচনা করলে ভালো হবে। অংশগ্রহণকারীরা তাদের নিজস্ব এলাকা/ অঞ্চল থেকে কিছু ঘটনা নির্বাচন করতে পারে এবং দেখতে পারে কিভাবে কার্যক্রমগুলি তাদের নিজস্ব প্রসঙ্গ এবং কাজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে।
উইমেন জেন্ডার কন্সটিটুয়েন্সি (ডব্লিউজিসি) এর ২০১৬ সালের প্রকাশনা **জেন্ডার জাস্ট ক্লাইমেট সলিউসন্স** এ বেশ কয়েকটি ঘটনা রয়েছে (সম্পদ ও সরঞ্জাম বিভাগ দেখুন) ।

৩। দলগত কাজসহ ভূমিকা পালনের অনুশীলনীঃ অভিযোজন পরিকল্পনায় জেন্ডার মূলধারাকরণের কৌশল

উদ্দেশ্যঃ অংশগ্রহণমূলক উপায়ে অভিযোজন পরিকল্পনায় জেন্ডারকে মূলধারাকরণের পদ্ধতিগুলো অন্বেষণ করা।

বরাদ্দকৃত সময়ঃ ১ ঘণ্টা।

এই অনুশীলনীর জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসসমূহঃ

- প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর জন্য একটি দেশের জাতীয় অভিযোজন কর্মপরিকল্পনার (এনএপিএ) অনুলিপি।
- ভিন্ন ভূমিকা নির্দেশক কাগজসহ চারটি টেবিল।

- ফ্লিপ চার্ট, কাগজ, এবং প্রত্যেক দলের জন্য মার্কার কলম।

পদ্ধতিঃ

১। অংশগ্রহণকারীদের ৬ টি দলে ভাগ করুন এবং তাদেরকে একটি ৭-দেশের এনএপিএ’র অনুলিপি দিন।

২। প্রত্যেক দলের জন্য আলাদা ভূমিকা ঠিক করে দিনঃ

ক। জাতীয় জলবায়ু পরিবর্তন কমিটি, খ। মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গ। পরিবেশ ও জ্বালানী মন্ত্রণালয়, ঘ। অনানুষ্ঠানিক ক্ষেত্র, ঙ। জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে কাজ করা সিএসও, চ। জাতীয় সংবাদের চ্যানেল।

প্রতি টেবিলের নারী ও পুরুষেরা বিভিন্ন ভূমিকা নিবে, যেমন কেউ জাতীয় সংবাদের সাংবাদিক, কেউ সিএসও’র প্রধান, কেউ মহিলা বিষয়ক মন্ত্রী, ইউএনএফসিসিসি’র জন্য জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ইত্যাদি। নারী ও পুরুষ যে কোন ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে, যদিও কিছু ক্ষেত্রে এটা খুবই ভালো হয় যদি একটা প্রথাগত জেন্ডারের ভূমিকা অন্য কেউ গ্রহণ করে। প্রতি দলে একজন করে লেখক ও উপস্থাপক (একজন পুরুষ ও একজন মহিলা) ঠিক করে দিন।

৩। প্রত্যেকজনকে আলাদাভাবে বলুন টেবিলে তার চরিত্রের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দলের জন্য বরাদ্দকৃত এনএপিএ পড়তে।

৪। ছোট দলে আলোচনা করুন সেসব উপায় নিয়ে যেগুলোতে ঐ দেশের নারী ও পুরুষ কিভাবে জলবায়ু পরিবর্তন দ্বারা ভিন্নভাবে প্রভাবিত হয়।

৫। সেইসব কার্যক্রম নিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা করুন যেগুলো দলের মধ্যে ভূমিকা পালনকারীরা নিতে পারবেন। ফ্লিপচার্টে সকল অংশগ্রহণকারীর ভূমিকা সংবলিত একটি বাস্তবায়ন পরিকল্পনা আঁকুন।

৬। সবশেষে প্রত্যেক দল থেকে একজনকে নির্ধারণ করুন সেই পরিকল্পনা উপস্থাপনের জন্য। সবাই তাদের টেবিল প্রদর্শন করবে এবং প্রত্যেক দল ৫ মিনিট করে উপস্থাপনা করবে।

পরামর্শঃ জেন্ডার এবং জলবায়ু পরিবর্তনের উপর আরো অনেক অনুশীলনী পাওয়া যাবে আইইউসিএন, ইউএনডিপি, জিজিসিএ এর প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালে।

জেন্ডার ও জলবায়ু পরিবর্তনের উপর সহায়ক গ্রন্থাবলী ও উপকরণ (১২-১২-২০১৬ তারিখে সংগৃহীত)

1. **Gender and Climate Change: a closer look at existing evidence, 2016. GGCA**
This literature review provides the most up-to-date assessment of the current evidence base illustrating how vulnerability to climate change and climate adaptation decisions vary by gender.
http://gender-climate.org/resource/ggca-research-gender-and-climate-change-a-closer-look-at-existing-evidence/

2. **Factsheets on Gender and Climate Change, 2016. GGCA**
Factsheets with literature review for 5 regions: Africa, Asia, Latin America, N. America & Europe, and Pacific Islands, Australia and New Zealand.
http://gender-climate.org/resource/ggca-research-gender-and-climate-change-a-closer-look-at-existing-evidence/

3. **The Gender Climate Tracker App** provides experts, decision-makers, negotiators and advocates on-the-go access to the latest information on research, decisions and actions related to gender and climate change.
http://genderclimatetracker.org/app/overview.html

4. **CAP-net, GWA 2014. Why Gender Matters in IWRM: A tutorial for water managers (available also in interactive and popular versions)**
Module 5 of this tutorial on 'Environment, Climate Change, and Waste management' is a useful tool for practitioners with various tools, case studies, and references to websites and literature on promising practices, as well as examples of evidence of impact.
http://genderandwater.org/en/gwa-products/capacity-building/tutorial-for-water-managers-why-gender-matters

5. **Training modules - gender component of Great Green Wall, WEP**
Module 1 covers impact of CC on livelihoods of people, especially women, living in the area of the Great Green Wall Initiative in Nigeria
http://bit.ly/weptrainingmodulesggw

6. **'Gender and Climate Change, Supporting Resources Collection (SRC)', 2011. IDS Bridge**
The SRC presents a mix of accessible and engaging research papers, policy briefings, advocacy documents, case study material and practical tools from diverse regions and disciplines, focusing on different aspects of climate change and its associated gender dimensions
docs.bridge.ids.ac.uk/vfile/upload/4/document/1111/Climate_changeSRC1.pdf

7. **Participatory Tools and Techniques for Assessing Climate Change Impacts and Exploring Adaptation Options: A Community Based Tool Kit for Practitioners, 2010. UK AID; Livelihoods and Forestry Programme.**

A resource for practitioners to help build the capacity of local forest user groups and households to adapt to climate change. This guide includes 13 participatory tools including instructions for facilitation, examples, and guidance notes.
www.forestrynepal.org/images/publications/Final%20CC-Tools.pdf

8. **Roots for the future: The landscape and way forward on gender and climate change, 2015. IUCN & GGCA.**
This publication is a full overhaul of the IUCN manual below, with clear, step-by-step guidance on gender mainstreaming and gender-responsive approaches to climate change decision-making, planning and projects at all levels (and lots of case studies)
http://genderandenvironment.org/roots-for-the-future/

9. **Training Manual on Gender and Climate Change, 2009. IUCN, UNDP, GGCA.**
This is a practical tool to increase the capacity of policy and decision makers to develop gender-responsive climate change policies and strategies. Available also in French, Spanish, and Arabic to download from
http://genderandenvironment.org/resource/training-manual-on-gender-and-climate-change/

10. GWA Diagram of causes and impact of climate change
A pictural of categories of people world wide that cause global warming and climate change, and of those who suffer most. A comparison between countries.

11. **Gender, Water and Climate Change, 2009, factsheet GWA**
The impact of climate change on poor people is water-related: too much or too little water, floods and droughts. This short fact sheet describes examples and gives explanation.
http://genderandwater.org/en/gwa-products/knowledge-on-gender-and-water/factsheets/folder-gender-water-and-climate-change/view

12. **WECF Educative Posters on Gender and Climate Change (in French):**
Six posters explaining essential gender issues linked to different aspects of climate action, along the main elements of the Paris Agreement
http://www.wecf.eu/francais/actualites/2017/poster.php

13. **Gender Just Climate Solutions, 2016. WECF and WEDO**
A collection of cases from around the world of how local groups are integrating women's and gender concerns in CC mitigation and adaptation strategies
http://womengenderclimate.org/gender-just-climate-solutions-publication-2016/

14. **Gender and Climate Change: Analysis of Intended Nationally Determined Contributions (INDCs), 2016. WEDO**
This useful document analyses the extent to which submitted INDCs address women's human rights and the linkages between climate change and gender
http://wedo.org/wp-content/uploads/2016/11/WEDO_GenderINDCAnalysis-1.pdf

15. **Leveraging co-benefits between gender equality and climate action for sustainable development, 2016. UN Women and Green Climate Fund**

This is a comprehensive guidebook for practitioners and stakeholders on mainstreaming gender in Climate Change Projects with useful tools, statistics, and case studies

https://trainingcentre.unwomen.org/mod/folder/view.php?id=2217

ওয়েবসাইটের লিংক ১২-১২-২০১৬ তারিখে সংগৃহীত)

- **Climate Funds Update** website has lots of information and resources on international climate finance initiatives www.climatefundsupdate.org
- Food and Agriculture Organisation (FAO) **Mitigation of climate change in Agriculture (MICCA)** Programme http://www.fao.org/in-action/micca/en/
- **Gender and Water Alliance** (GWA); pages on 'Climate change and disasters' and 'Environment' http://genderandwater.org/en/water-sectors
- **Gender CC** – Women for Climate Justice www.gendercc.net/
- **Global Gender and Climate Alliance** (GGCA) http://gender-climate.org/
- **UN Sustainable Development Knowledge Platform** for SDG 13 https://sustainabledevelopment.un.org/sdg13
- **International Institute for Environment & Development** www.iied.org/
- **IUCN** Gender and environment https://www.iucn.org/theme/gender

- **UNDP** Gender and climate change website http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/environmentandenergy/strategic_themes/climate_change/focus_areas/gender_and_climatechange.html
- **UNFCC** webpages on Climate and Gender http://unfccc.int/gender_and_climate_change/items/7516.php
- **US Gender and Disaster Resilience Alliance** – Videos, posters on CC http://usgdra.org/
- **Women's Environment and Development Organization** http://wedo.org/
- **Women and Gender Constituency** (WGC) of UNFCCC http://womengenderclimate.org/

সেশন ২.৫: এসডিজি ১৫ – জেন্ডার, বনভূমি ও জীববৈচিত্র্য।

ভূমিকাঃ

15
LIFE
ON LAND

এই সেশনে তিনটি মূল অংশ রয়েছেঃ প্রাথমিক বিষয় (উদ্দেশ্য), এই সেশন সম্পর্কিত ধারণাগত তথ্যাবলী, এবং সম্পদ ও সরঞ্জামসমূহ (অংশগ্রহণমূলক অনুশীলনী) । এই সেশন কীভাবে পরিচালিত হবে তার পদক্ষেপগুলি এবং অংশগ্রহণমূলক অনুশীলনীসমূহ টুলকিট বিভাগে (পৃষ্ঠা ১১) আরও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বন ও জীববৈচিত্র্যের জেন্ডার- মাত্রা নিয়ে আলোচনার সাথে সাথে একটি অংশগ্রহণমূলক অনুশীলনী শুরু করলে অংশগ্রহণকারীরা একে অপরের সম্পর্কে জানতে সক্ষম হতে পারে, যা মূলত এই অনুশীলনীর উদ্দেশ্য।

প্রশিক্ষণ কার্যকলাপের জায়গা এবং সময় অনুসারে প্রাচীরের গায়ে কিছু ছবি, ইনফোগ্রাফিক্স এবং মূল বার্তা (বক্স ১ দেখুন) স্থাপন করে প্রশিক্ষণ পরিচালনাকারী একটি বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করতে পারেন। স্থানীয় জীববৈচিত্র্য এবং মহিলাদের ও পুরুষদের কাজ,

পাশাপাশি বন- সম্পদে তাদের প্রবেশাধিকার মূল্যায়ন করতে স্থানীয় নেতাদের (নারী ও পুরুষ উভয়েই) সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে প্রশিক্ষণ পরিচালনাকারী স্থানীয় বনে অথবা মিশ্র-চাষের জমিতে একটি মাঠ- পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে পারেন।

এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির জন্য সর্বমোট সময়ঃ ২.৫-৩ ঘণ্টা (মাঠ পরিদর্শন বাদে)

এই সেশনের শিক্ষণীয় বিষয়ের উদ্দেশ্যসমূহ

এই প্রশিক্ষণের পর অংশগ্রহনকারীরাঃ

- এসডিজি-১৫ এবং এর লক্ষ্যগুলির সাথে পরিচিত হবে।
- বুঝতে সক্ষম হবে যে কেন এই সেশনে বনভূমি এবং জীববৈচিত্র্যের উপর গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে।
- বনভূমি এবং জীববৈচিত্র্যের সাথে জেন্ডারকে একীভূত করার গুরুত্ব বুঝতে এবং বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- তারা ছোট পরিসরে জেন্ডার বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হবে এবং স্থানীয় স্তরে বনভূমি ও জীব বৈচিত্র্যের সাথে জেন্ডারকে মূলধারাকরণে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করতে সক্ষম হবে।
- এসডিজি- ১৫ সংক্রান্ত জাতীয় নীতিগুলিতে কীভাবে প্রভাব বিস্তার করা যাবে সে বিষয়ে সচেতনতা অর্জন করবে।

প্রশিক্ষকের জন্য ধারণাগত তথ্যাবলী

জেন্ডার এবং এসডিজি-১৫ ও এর লক্ষ্যমাত্রা

এসডিজি- ১৫ এর একটি আন্তঃ- ক্ষেত্রীয় এবং অবিচ্ছিন্ন উদ্দেশ্য রয়েছে: ' স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের টেকসই ব্যবহার, রক্ষণ এবং পুনঃস্থাপন, বনভূমির টেকসই ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ মোকাবিলা করা, জমির ধ্বংসপ্রক্রিয়া স্থগিতকরণ ও উল্টোদিকে প্রবাহিত করা এবং জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি বন্ধ করা।' এই এসডিজি সম্পর্কে আরো তথ্যের জন্য এবং এর নির্দেশকগুলো সম্পর্কে জানতে এই লিঙ্কে যানঃ

বাক্স নং ১: বনগুলি বিশ্বের জীববৈচিত্র্যের একটি বড় অংশের বসতী ও এক বিচিত্র বাস্তুতন্ত্র। যারা সরাসরি খাদ্য, তন্তু, বীজ, ঔষধ এবং জ্বালানীর জন্য বনের উপর নির্ভরশীল সেই ১.৬ বিলিয়ন মানুষের জীবিকার জন্য বনভূমি অত্যাবশ্যক। জলসঞ্চার, কার্বন, নাইট্রোজেন এবং পুষ্টি চক্রের নিয়ন্ত্রণে অবদান রাখার মাধ্যমে জীবনধারণের উপযোগী পরিবেশের জন্য বায়ুমণ্ডলীয় গ্যাসগুলির সূক্ষ্ম ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে বন। তারা তাপমাত্রা সহনীয় পর্যায়ে রাখে এবং বালি হিসেবে জলপ্রবাহে মিশে যাওয়া থেকে বাঁচাতে মাটিকে আঁকড়ে ধরে রাখে। পানিচক্র নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করার মাধ্যমে পৃথিবীতে পানির পরিমাণ এবং গুণগতমানের বজায় রাখার জন্য বনগুলি অপরিহার্য। (WMG 2014)

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg15

এই এসডিজি বাস্তবায়নে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত লক্ষ্যগুলি নির্ধারিত হয়েছেঃ

১৫. ১: ২০২০ সালের মধ্যে, আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলির অধীন বাধ্যবাধকতাগুলির সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে নির্দিষ্ট করে বন, জলাভূমি, পর্বতমালা এবং শুষ্ক অঞ্চলের স্থলজ ও অভ্যন্তরীণ মিঠাপানির বাস্তুসংস্থানগুলোর সরংক্ষণ, পুনঃস্থাপন এবং টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা।

১৫. ২: ২০২০ সালের মধ্যে সব ধরনের বনভূমির টেকসই ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন, বন উজাড়করণের অবসান, ক্ষতিগ্রস্থ বন পুনরুদ্ধার এবং বিশ্বব্যাপী বনায়ন বৃদ্ধি করা।

১৫.৩: ২০৩০ সালের মধ্যে মরুকরণ বন্ধ করা, মরুকরণ, খরা ও বন্যা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ভূমি ও মাটি পুনরুদ্ধার করা, এবং ভূমি হ্রাসহীন বিশ্ব অর্জনের প্রচেষ্টা চালানো।

১৫. ৪: ২০৩০ সালের মধ্যে, টেকসই উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য সুবিধাগুলি প্রদানের সক্ষমতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে জীববৈচিত্র্যসহ পাহাড়ী বাস্তুতন্ত্রগুলির সংরক্ষণ নিশ্চিত করা।

১৫. ৫: প্রাকৃতিক বাসস্থান এবং জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের হার হ্রাস করার জন্য জরুরী এবং উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেওয়া, ২০২০ সালের মধ্যে হুমকিগ্রস্ত প্রজাতির বিলুপ্তি রোধ এবং এদেরকে রক্ষা করা।

১৫. ৬: আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সম্মতি হিসাবে জেনেটিক সম্পদের ব্যবহার থেকে উদ্ভূত সুবিধাগুলির যথাযথ এবং ন্যায়সঙ্গত ভাগ নিশ্চিত করা এবং এই ধরনের সম্পদগুলিতে যথাযথ প্রবাশাধিকার নিশ্চিত করা।

১৫. ৭: জীববৈচিত্র্যের সুরক্ষিত প্রজাতিগুলির শিকার ও অবৈধ পাচার বন্ধে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেওয়া এবং অবৈধ বন্যপ্রাণীর পণ্য হিসাবে সরবরাহ ও চাহিদা উভয় ক্ষেত্রেই আলোকপাত করা।

১৫. ৮: ২০২০ সালের মধ্যে স্থলজ ও জলজ বাস্তুতন্ত্রে আক্রমনাত্বক বিদেশী প্রজাতির আগমন ঘটতে না দেওয়া এবং প্রভাব কমানোর ব্যবস্থা নেওয়া, এবং অগ্রাধিকারভূক্ত প্রজাতিগুলির নিয়ন্ত্রণ।

১৫. ৯: ২০২০ সালের মধ্যে জাতীয় ও স্থানীয় পরিকল্পনা, উন্নয়ন প্রক্রিয়া এবং দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলগুলিতে বাস্তুতন্ত্র ও জীব বৈচিত্র্যের মূল্যবোধসমূহ সংযুক্ত করা।

১৫.ক: জীববৈচিত্র্য এবং বাস্তুতন্ত্রকে বজায় রাখা এবং টেকসই ব্যবহারের জন্য সকল উৎস থেকে আর্থিক সংস্থান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা।

১৫. খ: টেকসই বন ব্যবস্থাপনাসহ সংরক্ষণ ও বনায়নে অর্থায়ন এবং এই উদ্দেশ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে পর্যাপ্ত প্রণোদনা প্রদানের জন্য সমস্ত উতস থেকে সম্পদের আগমন ঘটানো।

১৫. গ: স্থানীয় জনগোষ্ঠির টেকসই জীবনযাপনের সুযোগগুলি অব্যাহত রাখার ক্ষমতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে সুরক্ষিত প্রজাতিগুলির শিকার ও পাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রচেষ্টার জন্য বিশ্বব্যাপী সহায়তা বৃদ্ধি করা।

যদিও এসডিজি- ১৫ একাধিক স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের আন্তঃসম্পর্কিত সমস্যাগুলি আবৃত করার চেষ্টা করে, তবুও নির্দেশিত বেশিরভাগ লক্ষ্যগুলোই বন ও জীববৈচিত্র্যের টেকসই ব্যবস্থাপনা এবং সংরক্ষণের সাথে সম্পর্কিত। মরুকরণ মোকাবেলা, ভূমির অবনতি পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা এবং স্থলজ বাস্তুতন্ত্র পুনঃস্থাপনে এই সম্পদগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কারণে এটি বোধগম্য (বাক্স নং ১ দেখুন) ।

এমনকি যদিও এসডিজি- ১৫ সম্পদের সংস্থানসহ বাস্তুতন্ত্রের একাধিক আন্তঃসংযুক্ত সমস্যার মোকাবেলা করতে চায় - তবুও এই এসডিজি জেন্ডারকে স্বীকৃতি দেয় না। এটি জেন্ডার বিষয়ে অন্ধ এবং স্থানীয় বাস্তুতন্ত্র, বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পরিচালনার ক্ষেত্রে আদিবাসী নারী ও পুরুষের জ্ঞান এবং ভূমিকাকে সম্বোধন করে।

বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং পুনঃস্থাপনে কেন জেন্ডারের উপর গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে?

বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পুনঃস্থাপনের বিষয়টি জেন্ডার নিরপেক্ষ নয়। নারী ও পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান, দক্ষতা এবং ক্ষমতা আছে; অতএব এই সম্পদগুলিতে প্রবেশে এবং ব্যবস্থাপনায়ও তাদের আলাদা আলাদা ভূমিকা আছে। পুরুষ ও নারী উভয়ই পৃথকভাবে প্রভাবিত হয় এবং বন উজাড় ও জীববৈচিত্র্যের ক্ষতির পরিণামে ভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। এই সম্পদগুলির ব্যবহার, শোষণ এবং সংরক্ষণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের প্রভাব রয়েছে। বন ও জীববৈচিত্র্যের টেকসই ব্যবস্থাপনা, এবং বন উজাড় বা জীববৈচিত্র্য ও বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি - উভয় বিষয়েই জেন্ডার অত্যাবশ্যক। অতএব, বন ও জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত নীতিমালা, কর্ম পরিকল্পনা এবং জবাবদিহির ব্যবস্থায় জেন্ডারের মূলধারাকরণ একটি অগ্রাধিকার হওয়া উচিত।

যদিও বন ও জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত বেশিরভাগ নীতি, পরিকল্পনা এবং কর্মসূচি সম্প্রতি তাদের জেন্ডার মাত্রার স্বীকৃতি দেওয়ার চেষ্টা করছে; তবুও সত্যিকার অর্থে জেন্ডারকে মূলধারাকরণে এই স্বীকৃতির কোন বাস্তব প্রতিফলন নেই। সাধারণত নারীকে অবজ্ঞা করে পুরুষকে বনভূমি ও জীববৈচিত্র্যের কার্যক্রমে প্রধান অংশীদার এবং সুবিধাভোগী হিসাবে বিবেচনা করার একটি প্রবণতা আছে। দারোয়ান, গোমস্তা, ব্যবস্থাপক এবং পরিবর্তনের এজেন্ট হিসাবে নারীদের কাজগুলি উপেক্ষা করে সবচেয়ে ভালো দৃশ্যপটেও তাদেরকে (আদিবাসী নারী সহ) একটি ঝুঁকিপূর্ণ দল হিসেবে দেখা হয়। উদাহরণস্বরূপ, ন্যাশনাল বায়োডাইভার্সিটি স্ট্র্যাটেজিস এন্ড অ্যাকশন প্ল্যান্স (NBSAPs) এ জেন্ডারকে মূলধারাকরণের বিষয়টি বিবেচনায় এনে UNEP এবং কনভেনশন অন বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি (CBD) এর যৌথ মূল্যায়নে দেখা যায় যে মাত্র ৪% দেশ নারীকে পরিবর্তনের এজেন্ট হিসাবে চিহ্নিত করে, আর ১৭% দেশ নারীদের চিহ্নিত করে একটি ঝুঁকিপূর্ণ দল হিসাবে। একই মূল্যায়ন থেকে জানা যায় যে NBSAPs এর ৫৬%এ (২৫৪ এর মধ্যে ১৪৩ টি) 'জেন্ডার' এবং/ অথবা 'নারী' র অন্তত একটি রেফারেন্স থাকে, এবং অবশিষ্ট ৪৪% এ 'জেন্ডার' বা 'নারী' র কোন উল্লেখই নেই (UNEP & CBD 2016)।

তবে, নারী কৃষক, আদিবাসী নারী (এবং পুরুষ) রাখাল ও মৎস্যজীবী নারীরা বিশ্বের বেশীরভাগ জনসংখ্যাকে খাদ্য যোগান দেওয়া, এবং বীজ ও পশুসম্পত্তি-বৈচিত্র্য রক্ষা করার মাধ্যমে একেকটি ইউনিট হিসেবে বড় আকারের কৃষির চেয়েও বেশী উৎপাদনশীল (WMG 2015)। কিছু অঞ্চলে, যেমন দক্ষিণ এশিয়া এবং সাব-

সাহারান আফ্রিকায় কৃষিকাজে নারীই প্রধান শ্রমশক্তি (এবং খাদ্য উৎপাদনকারী) (ইনফোগ্রাফিক ১ এবং ২ দেখুন), সেখানে অধিকাংশ নারী কৃষকই নিজস্ব জীবিকা নির্বাহের তাগিদে চাষের দায়িত্বে আছেন। এই চাষের অনুশীলনের মাধ্যমে নারীরা কৃষিকাজ ও বন-জীববৈচিত্র্যের রক্ষাকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হন।

অধিকন্তু, অভিযোজন ও জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে আদিবাসীদের প্রচলিত জ্ঞান, যা বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পুনঃস্থাপনের জন্য প্রয়োজন, সেগুলোকে সাধারণত অবজ্ঞা করা হয়। আদিবাসী নারীদের জ্ঞানের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত কারণ:

- বিশ্ব জুড়ে, আদিবাসী নারীরা বন্য উদ্ভিদের সংগ্রাহক, বাসায় বাগানকারী ও উদ্ভিদের গৃহজাতকারী, লতা-পাতার ভেষজ গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞাত এবং বীজের রক্ষাকর্তা হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে (Howard 2001)।
- থাইল্যান্ডের ৬০ টি বাড়ির বাগানে গবেষণা করে ২৩০টি ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি পাওয়া গিয়েছে, যার বেশিরভাগ প্রজাতিই নারীরা বাড়ির পাশের বন থেকে বিলুপ্ত হওয়ার আগে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছিলেন (FAO 1997)।
- ল্যাটিন আমেরিকা, এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে নারীরাই ভোজ্য উদ্ভিদের বন্য ও গৃহজাত প্রজাতির মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করে। এই ভূমিকা তারা ১৫,০০০-১৯,০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ থেকে পালন করে আসছে (Aguilar 2016)।
- সিয়েরা লিয়নে একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে নারীরা পতিত জমি এবং বনভূমিতে গাছের ৩১টি ব্যবহারের কথা বলতে পারেন, যেখানে পুরুষরা বলতে পেরেছেন মাত্র ৮টি ব্যবহারের কথা। এটা দেখায় যে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনায় কিভাবে পুরুষ ও নারীরা স্বতন্ত্র জ্ঞানের অধিকারী; সংরক্ষণ এবং পুনঃস্থাপনের জন্য যাদের উভয়েরই প্রয়োজন (Aguilar 2016)।
- ১৩৫টি ভিন্ন ভিন্ন বাসস্থান ভিত্তিক সমাজে বনজ সবজি সংগ্রহের ৮০% এর কাছাকাছি করে নারী । মহিলাদের প্রায়শই "উপেক্ষিত" প্রজাতি সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান থাকে। (এছাড়াও Aguilar 2016 দেখুন)।
- বিশ্বব্যাপী নারীরা ৭,০০০ এরও বেশী প্রজাতির ফসল উৎপাদন করেছেন। শুধুমাত্র ভারতেই বীজ সংরক্ষণের মাধ্যমে নারীরা ২০০,০০০ জাতের ধান উৎপাদনের সক্ষমতা অর্জন করেছেন। মিশ্র কৃষিকাজের (কৃষিজ বনায়ন+গবাদিপশু অথবা/ এবং মৎস্যশিল্প) মাধ্যমে নারী স্থানীয় জীববৈচিত্র্যের বিকাশে ব্যাপকভাবে অবদান রাখে, যা খাদ্য সরবরাহের হুমকি মোকাবিলার জন্য

রোগ, কীটপতঙ্গ এবং আবহাওয়া সংক্রান্ত ঘটনাগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করে (Shiva 2012)।

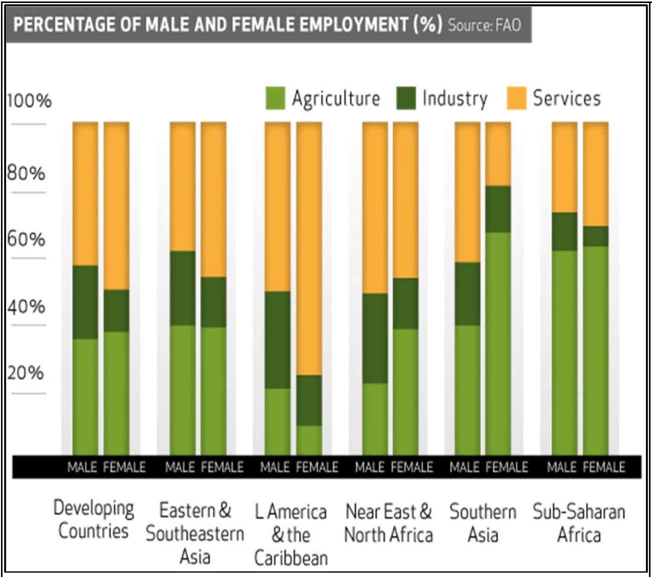

Infographic 1: Female and Male employment % in agriculture and other activities

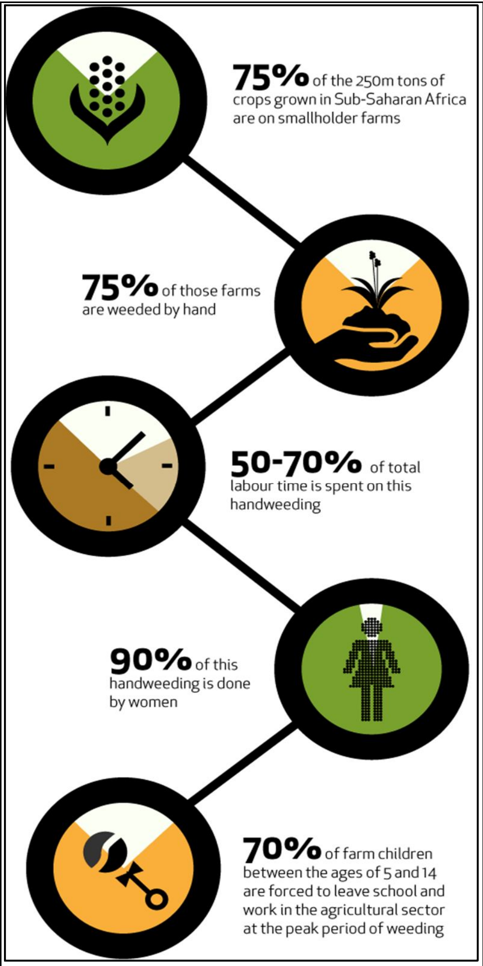
75% of the 250m tons of crops grown in Sub-Saharan Africa are on smallholder farms
75% of those farms are weeded by hand
50-70% of total labour time is spent on this handweeding
90% of this handweeding is done by women
70% of farm children between the ages of 5 and 14 are forced to leave school and work in the agricultural sector at the peak period of weeding

Infographic 2: Hand weeding labour

Source: FAO 2011

যাইহোক, অধিকাংশ উদ্ভিদসংক্রান্ত এবং জীববৈচিত্র্য গবেষণা জেন্ডার সংবেদনশীল নয়। এর ফলে গাছপালার বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহারের তথ্য এবং জীনগত ক্ষয়ের কারণের পাশাপাশি বন এবং বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ বা ভুল বৈজ্ঞানিক ফলাফলের জন্ম হয়েছে। উন্নত জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থাপনার জন্য সামগ্রিক এবং আঞ্চলিক উদ্ভিদসংক্রান্ত গবেষণায় নারীর ঐতিহ্যগত জ্ঞানকে সমন্বিত করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

জেন্ডারের ফাঁকসমূহ এবং বনভূমি ও জীববৈচিত্র্যের বাঁধা

যদিও বিভিন্ন প্রকাশনা ও ঘটনার মাধ্যমে এটা প্রতীয়মান হচ্ছে যে বন, কৃষি ও জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনায় নারীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তথাপি এটা প্রায়শই সত্য যে নারীরা অগ্রসর হচ্ছে ভূমি- অধিকারের মেয়াদ, সম্পদের প্রবেশাধিকার, সক্ষমতা বাড়ানো, এবং সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণের সাম্যতা ছাড়াই। এইসকল বৈষম্য এবং বাঁধা নিচে বর্ণিত হল যা বিভিন্ন সামাজিক কাঠামো, জেন্ডার ভিত্তিক মতাদর্শ এবং জেন্ডারের ভূমিকা এবং সীমানা সম্পর্কে চিন্তা করার বিভিন্ন উপায়ের অত্যন্ত গভীরে প্রোথিত।

সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও কাঠামোগত বাধা

মূলত পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতা-কাঠামোর প্রভাবে বেশিরভাগ সামাজিক স্তরেই মহিলারা অসুবিধার সম্মুখীন হয়। সকল সমাজই জেন্ডারের উপর ভিত্তি করে কিছু সামাজিক কাঠামোর চর্চা করে, এবং এর প্রভাবে বৈশ্বিক দক্ষিণ, যেখানে সম্পদ দুষ্প্রাপ্য সেখানে বেশ কিছু জটিলতা দেখা দেয়(পরিশিষ্টঃ ১ এ ইথিওপিয়ার ঘটনা দেখুন) । সামাজিক স্তরবিন্যাস ভূমি মালিকানার স্থায়ীত্বের উপর নারীর অধিকারকে প্রভাবিত করে এবং এর ফলে খাদ্য উৎপাদন সহ বন ও জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনায় নারীর প্রবেশাধিকারও প্রভাবিত হয়। জেন্ডার অথবা/ এবং যৌনতার সাথে সাথে ধর্ম, জাতি, জাতিগত, শ্রেণী, বর্ণ, বৈবাহিক অবস্থা এবং শিক্ষার উপর ভিত্তি করে সামাজিক বৈষম্যমূলক সকল আচরণ একীভূত হয়ে তাদের অসুবিধা আরো বাড়িয়ে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, গ্রামীণ এলাকায় বসবাসকারী অ- আদিবাসী নারীদের তুলনায় আদিবাসী নারীরা তাদের ভূমি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার অধিকার পূরণ করতে গিয়ে বেশী অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

বিভিন্ন নীতি ও বিনিয়োগ যার কারণে পশুচারণ সীমাবদ্ধ হয়ে যায় এবং তৃণভূমিকে এক ফসলী বা একই প্রজাতির গাছের বাগানে রূপান্তরিত করা হয়, তার ফলে মহিলা পশুচারণকারীরা সাধারণত নিজেদেরকে প্রান্তিক পর্যায়ে খুঁজে পায় এবং তাদের ঐতিহ্যগত সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার ক্ষয় লক্ষ্য করে।

অন্যদিকে, বন এবং কৃষি প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদদের পেশাগত সংস্কৃতি বনভূমি ও জীববৈচিত্র্যের ব্যবস্থাপনাকে একটি পুরুষকেন্দ্রিক ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করে

থাকে; শুধুমাত্র বর্ধিত পরিষেবাগুলিতেই নয়, এমনকি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও নারীর প্রবেশাধিকার বাদ দিয়েই (ইনফোগ্রাফিক ৩ দেখুন)।

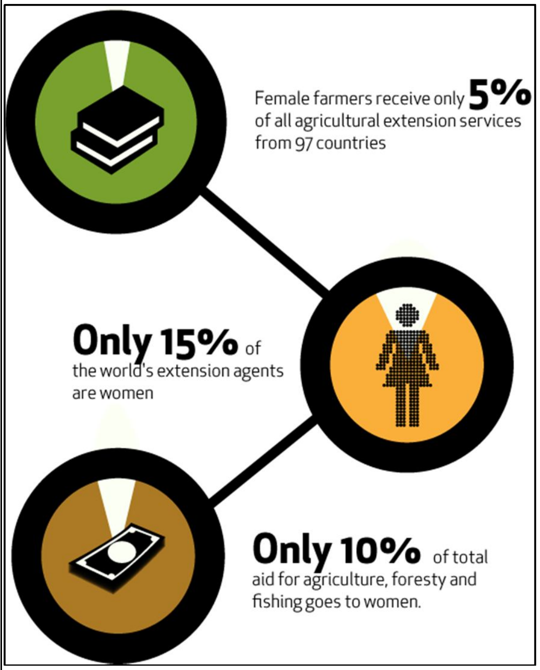

Infographic 3: gender bias in extension services

বনভুমি এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং পুনঃস্থাপন কার্যক্রমের পুরুষালীকরণের ফলস্বরূপ জেন্ডার পৃথকীকরণের মত প্রভাব পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, বন এবং অন্যান্য ক্ষেত্র (যেমন জলাভূমি) প্রধানত মহিলাদের দ্বারা ব্যবহৃত হয় - বীজ, খাদ্য, তন্তু, জ্বালানি ও ফল সংগ্রহের জন্য, কিন্তু এসব জিনিস পুরুষদের দ্বারা ব্যবহৃত কাজের সাপেক্ষে উপেক্ষা করা হয়। একইভাবে, অ-বাণিজ্যিক (বেশিরভাগই নারী পরিচালিত) প্রজাতিগুলির তুলনায় বাণিজ্যিক (বেশিরভাগ পুরুষ পরিচালিত) উৎপাদনকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। ইনফোগ্রাফিক ৩ এটাই দেখায় যে কৃষি, বন এবং মাছ ধরার জন্য মোট সহায়তার মাত্র ১০% যায় নারীর কাছে (FAO 2011)।

আইনগত বাধা:

মহিলারা গার্হস্থ্য ও প্রথাগত আইনের অনেক আইনি প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে, যা তাদেরকে ভূমি ও পানি অধিকার এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তির অধিকার থেকে

বঞ্চিত করে। এইসব আইনী বাধাগুলি নারীকে টেকসই জীবিকা বজায় রাখতে বাধা দেয়, যা জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ এবং বীজ ও খাদ্য ক্রয়ের জন্য তাদেরকে প্রয়োজনীয় আয় প্রদান করে।

- ***সম্পত্তিতে অধিকার:*** নারীর টেকসই জীবিকা বজায় রাখার সক্ষমতার একটি কেন্দ্রীয় উপাদান হল ভূমি মালিকানায় তার অধিকার, যা জেন্ডার ও বৈবাহিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত ভিন্ন হয়।

  আফ্রিকার মহিলাদের মালিকানাধীন জমির পরিমাণ ৫% থেকে ৩০% (UN-HRC 2015) এর মধ্যে। উত্তর আফ্রিকা, পশ্চিম এশিয়া এবং ওশেনিয়া (ইনফোগ্রাফিক ৪ দেখুন) অঞ্চলে এই অবস্থা আরও খারাপ। এমনকি যদি নারীরা উত্তরাধিকার আইনের মাধ্যমেও জমি পায়, তবুও সেটা তার পুরুষ অংশীদারের চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম (ইনফোগ্রাফিক ৫ দেখুন)। পাশাপাশি, বেশিরভাগ সমাজেই উত্তরাধিকার পদ্ধতিগুলি পিতৃতান্ত্রিক। এই ব্যবস্থার অধীনে কন্যাদের পরিবর্তে ছেলেরা তাদের পিতৃপুরুষ থেকে জমির অধিকার পায়, তাই ভূমি ব্যবহারে মহিলাদের অধিকার প্রায়ই বিবাহ পদ্ধতির মাধ্যমে নির্ধারিত হয়।

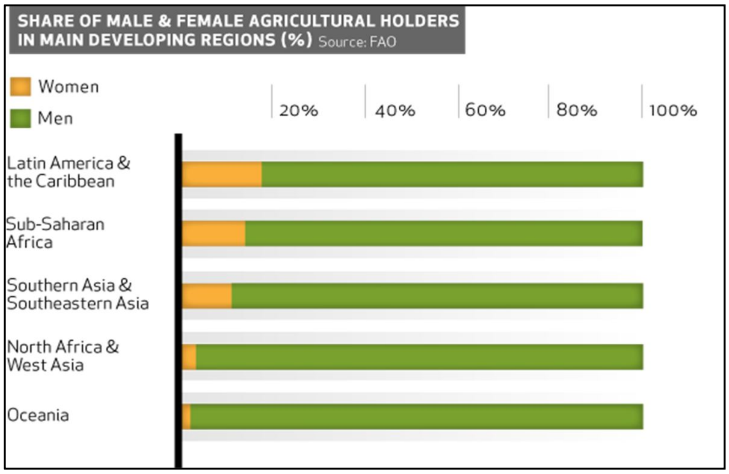

Infographic 4: share of land rights/gender

Source: FAO 2011

সামাজিক ভূখণ্ডের যৌথ মালিকানার মাধ্যমে নারীরা জমি ও বনগুলি ব্যবহার করতে পারে, তবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে সমর্থনকারী নীতিমালা এবং প্রথার বৃদ্ধি হচ্ছে - এবং এর ফলে নারীরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

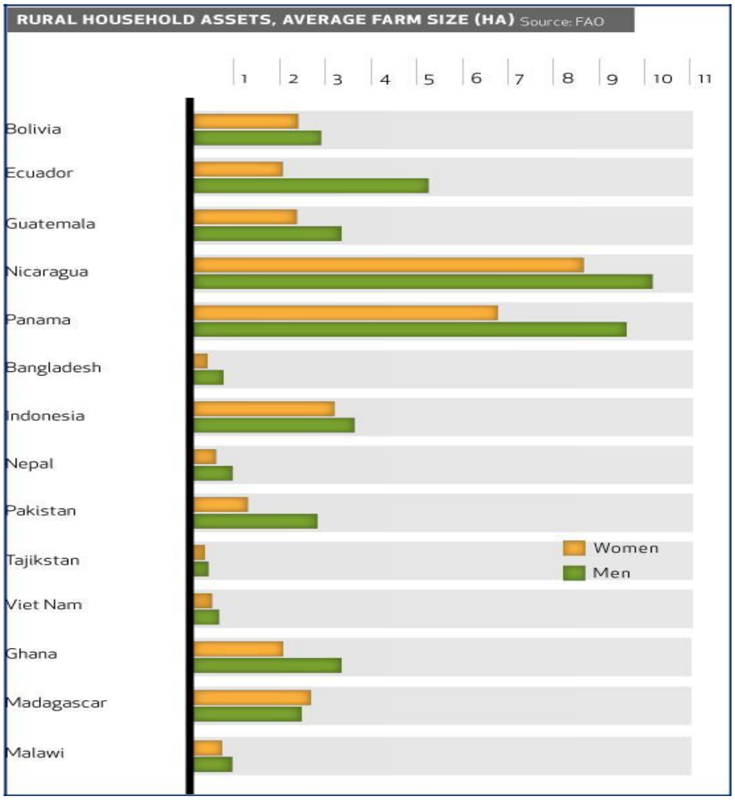

Infographic 5: Average farm size hold by women and men

- ***বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তির অধিকার:*** অধিকাংশ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন চাষ পদ্ধতি যেমন বীজ বিনিময় সামাজিক ক্রিয়াকলাপ হিসেবে পরিগণিত যা সাধারণত নারী দ্বারা সঞ্চালিত এবং জীবিকা নির্বাহ ও মিশ্র চাষ পদ্ধতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ইদানিং যদিও শিল্পজাত এক ফসলী কৃষিকাজ (একটি ব্যবসা ভিত্তিক মডেল এবং কৃষি বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি অধিকার (I PR) কাঠামো দ্বারা প্রচারিত) ঐতিহ্যবাহী বীজ বিনিময় প্রথা এবং মিশ্র চাষ ব্যবস্থাকে প্রতিস্থাপন করছে। আইপিআর শাসনব্যবস্থা জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত (আদিবাসী) নারীর

ঐতিহ্যগত জ্ঞান, অভ্যাস, প্রযুক্তি এবং কৌশলগুলির মূল্যায়ন করে না। আইপিআর যদিও "উচ্চ প্রযুক্তি" কে পুরস্কার প্রদান করে তবে কৃষি উৎপাদনে নারীর শ্রমশক্তির অবদানসমূহকে উপেক্ষা করে। এদিকে, কৃষি সম্পদগুলির বেসরকারীকরণের ফলে মুদ্রায়ণ বেড়ে যায়। পুরুষের তুলনায় নারীদের কম সংখ্যক আলাদা আয়ের উৎস রয়েছে, এবং এর ফলে তারা সেইসকল ব্যয়বহুল বীজ কিনতে সক্ষম হয় না যেগুলি একসময় সামাজিকভাবে পরিচালিত হয়েছিল। বর্তমানে কিছু বীজকে জেনেটিকভাবে পরিবর্তন করা হচ্ছে যা ফলন হার ও আয়ের উপর প্রভাব ফেলেছে, এর ফলে কৃষকরা স্থানীয় বীজের ব্যবহার ও সংরক্ষণ বাদ দিয়ে এসব বীজ কিনতে বাধ্য হচ্ছে।

বাক্স নং ২: বৈশ্বিক কৃষি-বাণিজ্য এবং কৃষি-জৈবপ্রযুক্তি ভিত্তিক কর্পোরেশনগুলি বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যিক বীজের বাজারকে বহু বিলিয়ন ডলারের শিল্পে রূপান্তরিত করেছে এবং এই বাজারের ৫০% নিয়ন্ত্রণ করে চারটি মাত্র সংস্থা। এমন লাভজনক একচেটিয়া বাজারের দখল রাখতে এই আন্তর্জাতিক কর্পোরেশনগুলি সক্রিয়ভাবে IPR এর যথেচ্ছ ব্যবহার করেছে পেটেন্ট করা বীজগুলিতে প্রবেশাধিকার রাখতে এবং সেখান থেকে স্বত্ব ভোগ করতে।

অধিকন্তু, (আদিবাসী) নারীরা জৈব-দস্যুতার হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে, যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ছাড়া ঐতিহ্যগত জ্ঞান অন্যরা পেটেন্ট করে নিচ্ছে। উপরন্তু, যে বীজগুলি একসময় সংরক্ষিত হত এবং ভাগ করে নেওয়া হত, আইপিআর আইনগুলির ফলে সেগুলো এখন কর্পোরেশনগুলোর বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি। সাম্প্রতিক সময়ে দায়ের করা মামলা থেকে বোঝা যায় যে কর্পোরেশনগুলি তাদের সম্পত্তি রক্ষা করতে আইনের কাছে আবেদন করতে ইচ্ছুক। মোনসেন্টো'র রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে ১৯৯৭ সাল থেকে "এই চুক্তির প্রতি সম্মান দেখাতে ব্যর্থ" এমন কৃষকদের বিরুদ্ধে ১৪৭ টি মামলা দায়ের করা হয়েছে; মোনসেন্টোর বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তির অধিকার (UN-HRC 2015)।

অর্থনৈতিক বাধা

গত কয়েক দশক ধরে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে অর্থনৈতিক কাঠামোগত সমন্বয় নীতিগুলি দরিদ্র নারী ও পুরুষ কৃষকদের নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করেছে। কৃষি বাণিজ্য উদারীকরণ এবং ডব্লিউটিও' র চুক্তিগুলি সাধারণত রপ্তানী-উন্নয়ন নীতির উপর ভিত্তি করে প্রযোজ্য হয় যা বড় মাপের পুরুষ কৃষকদের স্থানীয় ব্যবহারসহ জীবিকা নির্বাহ ও মিশ্র কৃষি ব্যবস্থার চেয়ে রপ্তানি নির্ভর ফসলের উৎপাদনকে উৎসাহিত করে । উদারীকরণের ফলে স্থানীয় পণ্যের স্থলে ভর্তুকিপ্রাপ্ত কৃষিজ আমদানিকৃত পণ্যের বাজার উন্মুক্ত হয়েছে। নারী খাদ্য প্রস্তুতকারীরা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে কৃষি উৎপাদনের এমন স্কেলে অংশগ্রহণ করে যেটা কৃষিজাত পণ্যের বৃহৎ কর্পোরেট মডেলের সাথে প্রতিযোগিতামূলক বা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ডব্লিউটিও চুক্তির অধীনে নারীরা স্থানীয় জীববৈচিত্র্য এবং তাদের ঐতিহ্যবাহী মিশ্র চাষ ব্যবস্থার বিকাশে সংগ্রাম করছে, যা তাদের আয়ের উৎসও বটে। দরিদ্র নারীরা বাণিজ্যিক কৃষি ক্ষেত্রে চাকরি খোঁজার চাপে রয়েছে এবং সেখানে তাদের অধিকারসমূহ পদ্ধতিগতভাবে লঙ্ঘিত হয় (Vera 2015)।

অন্যদিকে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কৃষি কর্মকাণ্ডের বিকাশে ঋণ গ্রহণে নারীর সহজ প্রবেশাধিকার নেই। এর মূল কারণ পারতঃপক্ষে জমি অধিগ্রহণের সীমাবদ্ধতা, যেহেতু ঋণ গ্রহণের একটি পূর্বশর্ত হচ্ছে সম্পত্তির মালিকানা থাকা। এই পক্ষপাতের ফলে যেসব অঞ্চলে নারীরা একখণ্ড হলেও জমি রাখার সুযোগ পায় সেগুলোতে পুরুষদের জমির চেয়ে কম ফসল উৎপাদিত হয় (ইনফোগ্রাফিক ৬)। উপরন্তু, ভারতে মাইক্রোফিনান্সের সাথে জড়িত কিছু অভিজ্ঞতা এমন অনেক সমস্যা তৈরি করেছে যেগুলো এখনো পর্যন্ত সমাধান করা হয়নিঃ ১) উচ্চ সুদের হার; ২) দরিদ্রদের কাছে পৌঁছতে অসুবিধা; ৩) আঞ্চলিক বৈষম্য; ৪) বীমা সেবার অভাব; ৫) আইনি কাঠামো এবং বিধান; ৬) আর্থিক নিরক্ষরতা; এবং ৭) পরিবারের সদস্যদের ঝরে পড়া এবং দেশান্তর ইত্যাদি (আরও তথ্যের জন্য দেখুন Loha 2015)।

বাস্তুচক্র সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা

বনভূমি, তৃণভূমি এবং অন্যান্য বাস্তুতন্ত্রের ধ্বংস এবং হ্রাসের কারণে বৈশ্বিক দক্ষিণের দরিদ্র নারী ও পুরুষ গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অরণ্যবিনাশ এবং জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের কারণে মহিলাদের কাজ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় কারণ

তারা প্রাথমিক খাদ্য সরবরাহকারী এবং পরিবারের যত্ন-গ্রহণকারী। পানি এবং জ্বালানি কাঠ সংগ্রহের প্রধান দায়িত্বও মহিলাদের এবং এর ফলে তারা মিঠাপানির নিঃসরণ দ্বারা প্রভাবিত হয়। পানি সংকট এবং বনভূমি হ্রাসের ফলে পানি এবং কাঠ সংগ্রহের জন্য নারী ও মেয়েদের অনেক বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়। সেনেগাল এবং মোজাম্বিকের নারীরা প্রতি সপ্তাহে যথাক্রমে ১৫.৩ ও ১৭.৫ ঘণ্টা পানি সংগ্রহে ব্যয় করে। নেপালে মেয়েরা প্রতি সপ্তাহে গড়ে পাঁচ ঘন্টা এই কাজে ব্যয় করে। আফ্রিকার গ্রামাঞ্চলে এবং ভারতে নারীরা দৈনিক শক্তি গ্রহণের ৩০% ব্যয় করে পানি পরিবহনে (UN 2015)।

গ্রামীণ নারী ও পুরুষের দারিদ্র্য ও কাজের চাপ বহুগুণে বেড়ে যায় বাণিজ্যিক বনায়ন এবং বৃহৎ পরিসরের কৃষিকাজের জন্য। জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি, ভূমিক্ষয়, বন্যা, পানি সংকট, খরা, জলবায়ু পরিবর্তন, জীবিকার ক্ষতি, ভূমি দখল এবং সম্প্রদায়গুলির স্থানচ্যুতি ঘটে মূলত একফসলী বৃক্ষরোপণের ফলে (এনেক্স ২: মেক্সিকো’র চিয়াপাসের এর ঘটনা দেখুন)।

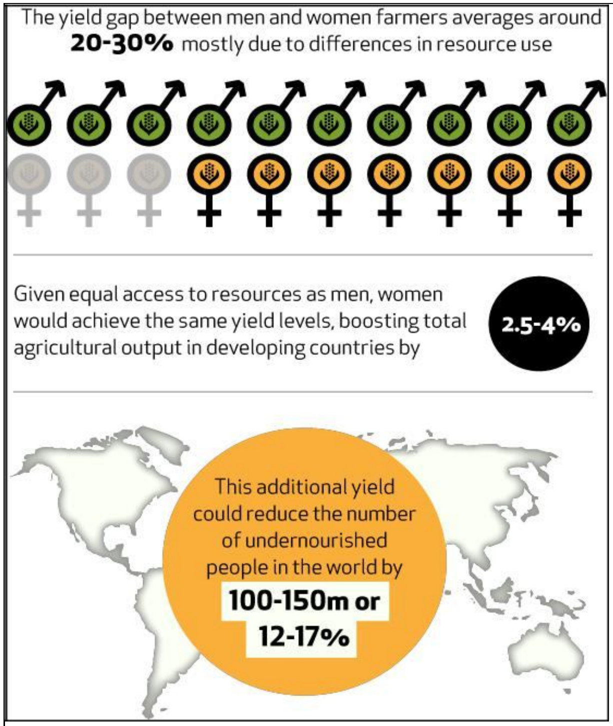

Infographic 6: Yield gap between men and women farmers

বনভূমী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পুনঃস্থাপনের উপর দৃষ্টিভঙ্গি

- **বাজার ভিত্তিক পদ্ধতি**: আন্তর্জাতিক বন ও জীববৈচিত্র্য নীতি প্রধানত বন সংরক্ষণ ও পুনঃস্থাপনের বাজার ভিত্তিক পদ্ধতির উপর নিবদ্ধ। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি সারা বিশ্বে আদিবাসী ও গ্রামীণ মহিলাদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর ফলাফলের জন্ম দেয়। প্রাকৃতিক সম্পদ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষিকাজ এবং খাদ্য উৎপাদনের পাশাপাশি আনুষ্ঠানিক ভূমি অধিকার এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশীদারিত্বের ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবহার সংক্রান্ত ভূমিকাগুলির কারণে বাজার ভিত্তিক পদ্ধতিতে আদিবাসী ও গ্রামীণ নারীরা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। উপরন্তু, মহিলাদের কম মূলধন থাকে (সাধারণত তাদের কাজ মজুরিহীন হয় বা পুরস্কৃত হয় না বিধায়) এবং অনেক প্রথাগত ও সংবিধিবদ্ধ পদ্ধতির কারণে ভূমিতে নারীরা তাদের নিজেদের মালিকানা দাবি করতে পারে না (Brown 2010)। এই পরিস্থিতিতে তারা বনজ সম্পদগুলি ব্যবহারের জন্য পুরুষ আত্মীয়দের উপর নির্ভর করে। আরো সাধারণভাবে, মহিলারা সাধারণত বনজ সম্পদগুলির যথাযথ ব্যবস্থাপনা এবং প্রাসঙ্গিক প্রথাগত নিয়মগুলির সাথে সামঞ্জস্যতার উপর নির্ভরশীল (যদিও এই সম্পদে তাদের আনুষ্ঠানিক অধিকার নেই)।

  সামাজিক শাসনব্যবস্থা ও ভূমি অধিকারের স্বীকৃতি থেকে সম্পত্তির অধিকারকে আলাদা করে দেখাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক সম্পত্তি হিসেবে থাকলে বিপুলভাবে শোষিত হবে ভেবে অনেক সরকারই সামাজিক সম্পদ ব্যক্তিগতকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। মহিলা, শিশু এবং অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র সম্প্রদায়ের সদস্য যারা সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক বা অন্যান্য কারণে নিজস্ব সম্পত্তি অর্জন করতে সক্ষম নয় এবং যারা সাধারণত বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল তারা এই ধরনের বেসরকারীকরণের ফলে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় (Chomba 2016)। এই পরিপ্রেক্ষিতে UNEP দ্বারা সংজ্ঞায়িত "*পরিবেশগত ঝুঁকি ও বাস্তুসংস্থানগত সংকটসমূহ হ্রাসের সাথে সাথে মানুষের উন্নতি এবং সামাজিক সাম্যতা নিশ্চিত করবে*" যে ‘সবুজ অর্থনৈতিক কাঠামো’ সেটি অত্যন্ত সমস্যায় পড়তে পারে।

- **কার্বন বাজার এবং (কু)খ্যাত REDD+ প্রকল্প** – ‘সবুজ অর্থনীতি’র অংশ - নারীর কার্যকরী অংশগ্রহণের সাপেক্ষে আরও বেশি সমস্যা সৃষ্টিকারী। এই

ধরনের স্কিমগুলির অধীনে, অনেক গ্রামীণ সম্প্রদায়ের নারীরা সাংস্কৃতিক/ ঐতিহ্যগত বা সামাজিক আদর্শসহ ক্ষমতার অভাব, শিক্ষা, গতিশীলতা এবং সময়ের অভাবের কারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে না, যদিও তারা বন ব্যবস্থাপনায় এবং বনজ সম্পদের বিধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে (Alban 2004)।
কখনও কখনও সমাজের পুরুষ সদস্যরা নারীর অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণের জন্য সামাজিক সভাগুলোতে নিজেদের স্ত্রীদের নিয়ে যোগদান করেন। এমনকি যখন কিছু নারী এইসব সাংস্কৃতিক বাধা অতিক্রম করে সভাগুলোয় কথা বলতে পারেন, তখনও বুঝতে হবে যে নারীরা একটি একক গোষ্ঠী নয় এবং যেসব মহিলারা কথা বলছেন তারা সবসময় সকল বিষয়ে অন্যান্য নীরব থাকা নারীদের মত একই ভাবে ভাবেন না (Brown 2010)। উদাহরণস্বরূপ, যারা কথা বলছে তারা শিক্ষিত হতে পারে, ভূমি অধিকারের স্বীকৃতি পেয়ে থাকতে পারে এবং তাদের এমন একটি সামাজিক অবস্থানও থাকতে পারে যে তারা REDD+ প্রকল্প থেকে উপকৃত হতে পারে; আর যেসব নারীরা নীরব থাকে তাদের হয়তো ভূমিতে অধিকার নেই ও জ্বালানী কাঠের উতসগুলিতেও প্রবেশাধিকার হারাতে পারে। কিছু মধ্য-আফ্রিকান দেশে একটি REDD+ বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে নারীরা আলোচনায় খুব কমই জড়িত ছিল (Brown 2011)। এই ধরনের প্রক্রিয়ার মধ্য থেকে নারীদের বাদ দেওয়ার ফলে তাদের প্রয়োজনীয়তাগুলি সম্বোধিত হয় না এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আর্থিক লাভগুলি তাদের কাছে পৌঁছে না।

- **সমাজ ভিত্তিক সংরক্ষণ ও পুনঃস্থাপন** একটি অ-বাজার ভিত্তিক পদ্ধতি যা আদিবাসী এবং স্থানীয় সম্প্রদায়গুলির যুগ-যুগান্ত ধরে চলে আসা বিভিন্ন কৌশলের উপর ভিত্তি করে গঠিত। এই অধিকারীরা এই পন্থাগুলিতে যথাযথ সহায়তার জন্য জরুরীভাবে সরকার, নীতিমালা প্রস্তুতকারী এবং অন্যান্য অংশীদারদের সচেতনতা ও উতসাহ প্রদান করছে; যাতে কম কার্যকর কৌশলগুলির জন্য নিয়োজিত আর্থিক সম্পদ প্রকৃতি ও ঐতিহ্যগত শাসন ব্যবস্থা যা তাদের সমাজে নারী ও মেয়েদের ভূমিকার স্বীকৃতি দেয় তাদের দিকে পুনঃনির্দেশিত করা যেতে পারে।

সম্প্রতি আলোচিত ‘এজেন্ডা ২০৩০’ অ-বাজার ভিত্তিক পদ্ধতি থেকে ব্যাপকভাবে উপকৃত হতে পারে। অনুরূপভাবে, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক

চুক্তিগুলি সমাজ-ভিত্তিক বনভূমী ও জীববৈচিত্র্য পুনঃস্থাপনের পক্ষে শক্তিশালী অবস্থান গ্রহণের মাধ্যমে উপকৃত হতে পারে। 'গ্লোবাল ফরেস্ট কোয়ালিশন' এর 'কমিউনিটি কনজারভেশন রেজিলিয়েন্স ইনিশিয়েটিভ (CCRI) আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের সংগঠন ও এনজিও'গুলির একটি সম্মিলিত বৈশ্বিক উদ্যোগ যা কমপক্ষে ২০ টি দেশে স্থানীয় সম্প্রদায় কর্তৃক সামাজিক সংরক্ষণের স্থিতিস্থাপকতার অংশগ্রহণমূলক মূল্যায়নকর্মকে সহায়তা করে। আসল লক্ষ্য হল তাদের নিজস্ব সংরক্ষণ কার্যক্রমের স্থিতিস্থাপকতা নির্ধারণ করার জন্য সামাজিক ক্ষমতা বজায় রাখা এবং এই স্থিতিস্থাপকতা আরো উন্নত করতে পারে এমন প্রণোদনা প্রদান করা। আরও তথ্যের জন্য নিম্নলিখিত লিঙ্কটি দেখুন: http://globalforestcoalition.org/es/category/community-conservation-resilience-initiative/

জেন্ডার এবং বনভূমী ও জীববৈচিত্র্যের জন্য আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতিসমূহ

জৈবিক বৈচিত্র্যের নাগোয়া প্রোটোকল জেনেটিক রিসোর্সে প্রবেশাধিকার এবং তাদের ব্যবহার থেকে উত্থাপিত সুষ্ঠু এবং সুসংগত উপকারিতার উপর কনভেনশনঃ CBD স্বীকৃতি দেয় "জৈব বৈচিত্র্যের সংরক্ষণ এবং টেকসই ব্যবহারের নারী যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে" এবং স্বীকার করে " ... জৈবিক বৈচিত্র্য রক্ষায় নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সকল স্তরে নারীদের পূর্ণ অংশগ্রহণের প্রয়োজন।" https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-en.pdf

আইচি জীববৈচিত্র্য লক্ষ্যমাত্রা: সংরক্ষিত এলাকা ও অঞ্চলসমূহের (ICCAs) 'লক্ষ্যমাত্রা ১১' ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ আইনগুলির মাধ্যমে নিরাপদ কার্যকাল প্রদান করতে পারে। তাদের মূল্য নিহিত থাকে সংরক্ষণ কর্মের সমষ্টিগত প্রকৃতি এবং ঐতিহ্যগত কর্তৃপক্ষ, প্রথাগত আইন ও অনুশীলনগুলির স্বীকৃতির মধ্যে। https://www.cbd.int/sp/targets/rationale/target-11/

এজেন্ডা ২১ চায় "জৈবিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার ও জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণের সাথে সম্পর্কিত নারীর ভূমিকাতে বিশেষ জোর প্রদানপূর্বক ঐতিহ্যগত পদ্ধতি এবং আদিবাসী লোকজন ও তাদের সম্প্রদায়ের জ্ঞান" এর স্বীকৃতি ও প্রচার এবং "ঐতিহ্যগত পদ্ধতি

এবং জ্ঞানের ব্যবহার থেকে উদ্ভূত অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক উপকারিতা প্রাপ্তিতে ঐসকল দলের অংশগ্রহণ" এর নিশ্চয়তা (অধ্যায় ১৫.৪) ।

বেইজিং প্ল্যাটফর্ম, কৌশলগত উদ্দেশ্য K. 1 (253. a) বিভিন্ন সরকার একমত হয়েছে “জাতীয় আইন অনুযায়ী এবং জৈবিক বৈচিত্র্যের সম্মেলনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ঐতিহ্যবাহী ওষুধ, জীববৈচিত্র্য এবং আদিবাসী প্রযুক্তি ও প্রচেষ্টাসহ আদিবাসী ও স্থানীয় নারীদের জ্ঞান, নতুনত্ব ও কার্যক্রমের কার্যকর সুরক্ষা এবং ব্যবহার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী এইসব মহিলাদের বিদ্যমান বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তির অধিকারকে সুরক্ষিত করা” নিশ্চিত করতে।

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/environ.htm#object1

সেতুবন্ধন: বনভূমী ও জীববৈচিত্র্যের সাথে জেন্ডারকে মূলধারাকরণের কর্ম পরিকল্পনা

বনভূমী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং পুনঃস্থাপনের কার্যক্রমগুলিতে জেন্ডারকে মূলধারাকরণের জন্য একটি কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করার আগে এই কার্যক্রমগুলির জেন্ডার সম্পর্কিত দিকগুলি সম্পর্কে প্রথমে জানা জরুরী। জেন্ডার কিভাবে জমির মালিকানার সময়কাল, বন ও জীববৈচিত্র্য নিয়ন্ত্রণ ও এতে প্রবেশাধিকারের সাথে সম্পর্কিত এবং জেন্ডার সম্পর্ক কিভাবে এই কার্যকলাপগুলিকে প্রভাবিত করে, এবং তদ্বিপরীত প্রভাব; সবই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এই সাপেক্ষে ‘জেন্ডার বিশ্লেষণ’ এর প্রবর্তন জরুরী; কিছু পদক্ষেপ এবং পরামর্শ প্রশিক্ষকের সুবিধার্থে জানানো হল।

ধাপ ১: জেন্ডার বিশ্লেষণের গঠন প্রক্রিয়া

জেন্ডার সম্পর্ক এবং সমাজে নারী ও পুরুষের অবস্থা ও অবস্থানকে প্রভাবিত করে যেসকল বিস্তৃত বিষয়াবলী (বা কারণসমুহ) তাদের মূল্যায়ন প্রক্রিয়াই হচ্ছে জেন্ডার বিশ্লেষণ। বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং পুনঃস্থাপনের সাথে সম্পর্কিত হলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে জেন্ডার বিশ্লেষণ করা উচিতঃ

- বন ও জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা এবং সংরক্ষণ ও পুনঃস্থাপন করার জন্য জেন্ডারের ভূমিকা, কার্যক্রম এবং প্রয়োজন/ অগ্রাধিকারসমূহ (কে কী করে এবং কী করা হয়) ।

- সম্পদ: সম্পত্তি, শ্রম, জ্ঞান (কে কী ব্যবহার করে, কী ব্যবহৃত হয় এবং কী উৎপাদিত হয়)।
- বিধি, অধিকার, দায়বদ্ধতা এবং কর্তৃপক্ষ (কীভাবে জিনিসগুলি সম্পন্ন করা হয়, কে সিদ্ধান্ত নেয় এবং যাদের স্বার্থকে সংরক্ষণ করা হয়): সরকারী নিয়ম, রীতিগত নিয়ম, মূল্যবোধ, ঐতিহ্য।
- বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং পুনঃস্থাপনের সুবিধা এবং ঝুঁকি (পুনঃ)বিতরণ (কে কী থেকে সুবিধা পাচ্ছে এবং এর প্রভাব কী)।

যেহেতু পরিবার, সমাজ, এবং বাজারের ক্ষেত্রে জেন্ডার সম্পর্ক এবং বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং পুনঃস্থাপনকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়, মধ্যস্থতা করা হয় এবং প্রতিষ্ঠিত করা হয়, সেহেতু জেন্ডার বিশ্লেষণ বিভিন্ন স্তরে করা প্রয়োজন। কারণ এই প্রতিষ্ঠানগুলিই (রাষ্ট্র সহ) সকল জেন্ডার সম্পর্কের ফলাফল নির্ধারণ করে।

আপনি একটি জেন্ডার বিশ্লেষণে বিভিন্ন সরঞ্জাম ব্যবহার করতে পারেন এবং তাদের মধ্যে কিছু জিনিস অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন, যেমনঃ পারিবারিক জরিপ, প্রধান তথ্য সরবরাহকারীর সাক্ষাতকার, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা, জীবনের ইতিহাস ইত্যাদি। জেন্ডার বিশ্লেষণ তৈরি করতে ব্যবহার করা যেতে পারে এমন বিভিন্ন ফ্রেমের জন্য এই লিঙ্কটি দেখুন (গুগল ড্রাইভের লিঙ্ক- https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0ByejYlliYlrUeHRwSkUtd1RLT0U)

ধাপ ২: বনভূমি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পুনঃস্থাপনের জেন্ডার-সংবেদনশীল কর্ম পরিকল্পনা

যে কোন জেন্ডার বিশ্লেষণই আপনাকে স্থানীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় পর্যায়ে লিঙ্গ-সংবেদনশীল কর্মপরিকল্পনা (GAP) ডিজাইন করার জন্য প্রয়োজনীয় ইনপুট প্রদান করবে। একটি জিএপি গঠনে নিম্নলিখিত দিকগুলি বিবেচনা করা প্রয়োজনঃ

- স্থানীয় নারী এবং পুরুষদের দ্বারা নির্ধারিত জেন্ডার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কৌশলগত জেন্ডার পরিকল্পনার ফলাফল এবং লক্ষ্য নির্ধারণ করা।
- ফলাফলসহ সকল কৌশলগত পরিকল্পনায় জেন্ডারকে মূলধারাকরণ, উদাহরণস্বরূপঃ সক্ষমতা বাড়ানো, বনভূমিতে সমষ্টিগত প্রবেশাধিকার, জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা এবং সংরক্ষণ এবং টেকসই জীবিকা।

- কৌশলগত পরিকল্পনার ফলাফলগুলিতে জেন্ডার অগ্রাধিকারের উপর দৃষ্টিপাত করা, উদাহরণস্বরূপ, 'জীববৈচিত্র্য এবং সংরক্ষণ' এর সাপেক্ষে আপনি নিম্নলিখিত লক্ষ্যগুলির দিকে খেয়াল করতে পারেনঃ স্থানীয় জীববৈচিত্র্যে আদিবাসী নারীদের বুদ্ধিবৃত্তিক অধিকারের উন্নয়ন, সক্ষমতা গড়ে তোলায় সকল জেন্ডারের সমান অধিকারের বিষয়টি প্রচার করা।
- জেন্ডার বৈষম্য এবং বাধাগুলি চিহ্নিত করাঃ জ্ঞান, তথ্য ও প্রযুক্তিতে সীমিত প্রবেশাধিকার, কাঠ/ পানি/ ঔষধি উদ্ভিদ সংগ্রহ করার জন্য নারী ও মেয়েদের উপর অত্যধিক সময়ের বোঝা।

প্রশিক্ষণ সেশন গঠনের জন্য সরঞ্জামাদি এবং অংশগ্রহণমূলক অনুশীলনীসমূহ

কর্মশালার সূচনালগ্নঃ অংশগ্রহণকারীদের সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন

অনুশীলনীঃ একে অপরকে এবং বন ও জীব বৈচিত্র্যের সাথে আমাদের সম্পর্ক জানা

বরাদ্দকৃত সময়ঃ ৩০-৪৫ মিনিট

এই অনুশীলনী জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র

- একটি ফ্লিপ চার্ট, দুটি রঙের কার্ট এবং অংশগ্রহণকারীদের উত্তর লিখতে কয়েকটা কলম

অনুশীলনীর বর্ণনা

অংশগ্রহণকারীদের দলটি যখন ছোট (১৫ জনের বেশি নয়), তখন প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীদের জোড়াযুক্ত হয়ে কাজ করতে (প্রায় ১০-১৫ মিনিটের জন্য) এবং পরের প্রশ্নগুলি একে অপরকে জিজ্ঞাসা করতে বলতে পারেনঃ

- বন ও জীববৈচিত্র্যের সাথে আপনার সম্পর্ক কি?
- আপনি কি জেন্ডার-সম্পর্কিত এমন কোন অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারেন যা আপনার উপর বিশেষ প্রভাব ফেলেছে?

এরপরে, প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী তার সহযোগীকে পুরো দলের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে, এবং তাদের নিজ নিজ জেন্ডার সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার কথা জানাবে। প্রশিক্ষক বা সহকারী ফ্লিপচার্ট বা দুটি ভিন্ন রংয়ের কার্ডে অভিজ্ঞতার প্রাসঙ্গিক তথ্য লিখবেন। এক রঙে লেখা হবে পুরুষ অংশগ্রহণকারীদের অভিজ্ঞতা এবং মহিলা অংশগ্রহণকারীরা অন্য রং ব্যবহার করবে।

বড় দলগুলির (১৬ জনের বেশি) অংশগ্রহণকারীদের ৫ জন করে ৪ টি দলে বিভক্ত করা যায়। পার্থক্য হচ্ছে যে উপস্থাপনা চলাকালীন সময়ে অংশগ্রহণকারীদের প্রতিটি দল থেকে একজন তার দলের সমস্ত উত্তর উপস্থাপন করবে।

এই অনুশীলনীর উদ্দেশ্য শুধুমাত্র অংশগ্রহণকারীদের অভিজ্ঞতা জানা নয়, সেই সাথে বনভূমি ও জীববৈচিত্র্যের জেন্ডার মাত্রার উপর আলোচনা শুরু করাও।

এসডিজি-১৫, বনভূমি ও জীববৈচিত্র্য এবং জেন্ডারের ফাঁকসমূহের উপর দৃষ্টিপাত

অনুশীলনী এবং বরাদ্দকৃত সময়ঃ

- পাওয়ারপয়েন্ট উপস্থাপনাঃ ১৫ মিনিট
- প্রশ্নঃ ১০ মিনিট

এই অনুশীলনীর জন্য প্রয়োজন

- একটি কম্পিউটার এবং একটি প্রজেক্টর, এই সরঞ্জাম ব্যবহার করা সম্ভব না হলে প্রশিক্ষক

ফ্লিপ চার্টে তার উপস্থাপনা প্রস্তুত করতে পারেন

- প্রশ্নগুলি লেখার জন্য কলম এবং চার্ট

অনুশীলনীর বর্ণনা

পাওয়ারপয়েন্ট উপস্থাপনায় সহায়তার জন্য প্রশিক্ষক এই সেশনটিতে প্রদত্ত তথ্য এবং ইনফোগ্রাফিক ব্যবহার করতে পারেন। বন ও জীববৈচিত্র্যের জেন্ডার মাত্রা এবং জেন্ডারের ফাঁকটি উপস্থাপন করার সময় আগের অনুশীলনীতে আলোচনা করা অংশগ্রহণকারীদের অভিজ্ঞতার সাথে সম্পর্কযুক্ত করার চেষ্টা করা উচিত।

জেন্ডার এবং বনভূমি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং পুনঃস্থাপন সম্পর্কে কিছু তথ্য

বিশেষ অনুশীলন

বিবৃতির উপর ভিত্তি করে বিতর্কের (দুই দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা) ভূমিকা পালন

বরাদ্দকৃত সময়

প্রতিটি বিবৃতির স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে যুক্তি উপস্থাপনের জন্য প্রতি অংশগ্রহণকারীর জন্য দুই মিনিট

১০ টি বিবৃতির জন্যঃ ৪০ মিনিট

উপসংহার এবং প্রতিফলনঃ ১৫ মিনিট

সর্বমোট সময়ঃ ৫৫-৬০ মিনিট

এই অনুশীলনীর জন্য প্রয়োজন

- প্রতিটি বিবৃতি একে একে প্রদর্শন করার জন্য একটি পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড বা একটি ফ্লিপচার্ট

অনুশীলনীর বর্ণনা

এই ব্যায়ামের জন্য প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীদের দুটি দলে বিভক্ত করবেন। ফ্লিপচার্টে (বা পাওয়ার পয়েন্টে) যে বিবৃতিগুলো একে একে প্রদর্শিত হবে, এক দল তার পক্ষে এবং অন্য দল তার বিপক্ষে কথা বলবে। উভয় দলের সকল অংশগ্রহণকারীদের জড়িত হওয়া উচিত এবং তাদের প্রত্যেকের একেকটি বিবৃতির পক্ষে বা বিপক্ষে বলার জন্য মাত্র ২ মিনিট রয়েছে। এটি গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশিক্ষক প্রতিটি বিবৃতির জন্য ২ মিনিট সময় বরাদ্দ রাখেন।

পরবর্তীতে আলোচনা এবং প্রতিফলনের জন্য উভয় দলের বিতর্কের প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলি প্রশিক্ষক বা সহকারী লিখে রাখবেন।

ব্যবহার করার জন্য বিবৃতির উদাহরণ (প্রাসঙ্গিকতা এবং কর্মশালার সময় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রশিক্ষক এই বিবৃতিগুলি থেকে সব বা নির্দিষ্ট কিছু ব্যবহার করতে পারেন) :

১. বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পুনঃস্থাপনের ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় মহিলাদের কম প্রভাবশালী ভূমিকা রয়েছে

২. বনের ব্যবস্থাপনায় পুরুষ সবচেয়ে প্রভাবশালী

৩. পানি আইন বন ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানগুলিতে নারীদের অংশগ্রহণে বাধা দেয়

৪. বনভূমি সম্পর্কিত পেশাদারেরা বন-কর্মী হিসাবে নারীদের 'দেখতে' পারেন না

৫. বন সংরক্ষণ ও পুনঃস্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীরা অংশগ্রহণ করতে পছন্দ করেননা

৬. বন ব্যবস্থাপনা সংস্থাগুলির (FMO) পুরুষ সদস্যরা সাধারণত মহিলাদের অংশগ্রহণের অনুমতি দেয় না

৭. জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে জেন্ডার সচেতনতার অভাব আছে

৮. বন ও জীববৈচিত্র্যের ব্যবস্থাপনায় জেন্ডারের সংযোজনে একটি অতিরিক্ত বাজেট প্রয়োজন এবং এটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল

৯. স্থানীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নারীদের বন ও জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণের অনুমতি দেয় না

১০. বন ও জীববৈচিত্র্যের সাথে সম্পর্কিত সভা এবং আলোচনাগুলিতে নারীদের অংশগ্রহণের সময় নেই, কারন তারা অন্যান্য কাজের ভারে ন্যুব্জ।

আলোচনার জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশিক্ষক যেন মনে রাখেন যে ১, ২, ৪, ৬ এবং ৭ নং বিবৃতিগুলি সত্য; ৩ এবং ৫ নং বিবৃতিগুলি মিথ্যা; এবং ৮, ৯, এবং ১০ নং বিবৃতি একই সাথে সত্য এবং মিথ্যা। ৮ নং বিবৃতির ক্ষেত্রে এটি সত্য যে বন ও জীববৈচিত্র্যে জেন্ডারের অন্তর্ভুক্তির জন্য একটি বিশেষ বাজেট প্রয়োজন, কিন্তু এই কাজের চূড়ান্ত ফলাফলটি আর্থিকভাবে সাশ্রয়ী। ৯ নং বিবৃতি কিছু সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে সত্য হতে পারে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে নাও হতে পারে। ১০ নং বিবৃতি সত্য এবং কিছু নারীর জন্য FMO সভায় যোগ দেওয়ার সময় বের করা কঠিন হতে পারে। যেসব মহিলা সভায় অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করেন তাদের প্রথমে গার্হস্থ্য ও অন্যান্য দায়িত্ব পালন করতে হয়।

সেতুবন্ধনঃ বন ও জীববৈচিত্র্যের হস্তক্ষেপে জেন্ডারকে মূলধারাকরণের কর্মপরিকল্পনা

অনুশীলনীঃ দলগত আলোচনা – পুর্ণাঙ্গভাবে

সময়ঃ দলগত কাজে ৪৫-৬০ মিনিট
পুর্ণাঙ্গভাবেঃ প্রতিটি দলের কাজ উপস্থাপনাঃ ১৫ মিনিট
চূড়ান্ত প্রতিফলনঃ ১০-১৫ মিনিট

এই অনুশীলনীর জন্য প্রয়োজন

- ফ্লিপচার্ট
- চার্ট এবং কলম

প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীদের ৫-৭ জনের দলে ভাগ করবেন। প্রতিটি দল বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং পুনঃস্থাপনের একটি কেস স্টাডি (পরিশিষ্ট ৪ এ সরবরাহকৃত) পাবে, এবং এর উপর কাজ করবে। এই কেসগুলি প্রশিক্ষক আগেই প্রস্তুত করে প্রিন্ট করিয়ে রাখবেন। নিম্নলিখিত দুটি নির্দেশক প্রশ্ন দলগুলির কাজকে সাহায্য করতে পারেঃ

- আপনার মতামত অনুযায়ী উন্নয়ন সংস্থা কি কোন জেন্ডার বিশ্লেষণ করেছে? যদি হ্যাঁ হয় তবে তারা কী করেছে?
- আপনার বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে আপনি কি একটি বিকল্প জেন্ডার কর্ম পরিকল্পনা তৈরী করতে পারবেন?

এই অনুশীলনী সহজতর করার জন্য প্রশিক্ষক একটি জেন্ডার বিশ্লেষণের ফ্রেম প্রদান করতে পারেন (এই লিঙ্কে নির্দেশিতঃ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0ByejYlliYlrUeHRwSkUtd1RLT0U)।

দল হিসেবে ভাগ করার আগে প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীদেরকে জেন্ডার বিশ্লেষণ কী এবং জেন্ডার কর্মপরিকল্পনা কীভাবে করতে হবে তা ব্যাখ্যা করবেন। এই উদ্দেশ্যে এই সেশনটিতে প্রদত্ত তথ্য ব্যবহার করে প্রশিক্ষক তার উপস্থাপনাটি প্রস্তুত করতে পারেন।

পূর্ণাঙ্গ আলোচনা, সংক্ষেপণ এবং প্রতিফলন

প্রতিটি দল তাদের কাজ উপস্থাপন করার পর প্রশিক্ষক প্রধান উপসংহারগুলি পুনরায় আলোচনা করতে পারেন এবং এই অংশটি শেষ করতে পারেন এটা ব্যাখ্যা করে যে বন ও জীববৈচিত্র্যের মধ্যে জেন্ডারকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বেশ কিছু আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং অঙ্গীকার (এই সেশনে তথ্য হিসাবে প্রদান করা হয়েছে) আছে।

এই সেশনটি গঠনে আরো কিছু সহায়ক তথ্য

এই সেশনটি সুন্দরভাবে গঠনের জন্য প্রশিক্ষক আরো সহায়তা নিতে পারেন নিম্নোক্ত সূত্রগুলো থেকেঃ

- Community Conservation Resilience Initiative (CCRI) Methodology – Gender Toolkit in Annex via http://globalforestcoalition.org/wp-content/uploads/2014/06/New-Last-CCR-Initiative-methodology_May-2014.pdf
- Other information related to the CCRI, including country Case Studies can be found via http://globalforestcoalition.org/resources/supporting-community-conservation/
- Newsletter of the GFC – features Gender related articles in the different areas we campaign for: http://globalforestcoalition.org/resources/forest-cover-issues/
- Gender and Water Alliance (2016) *Empowerment. Four Interacting Elements for Analysis and as an*

Objective for Development. GWA Project of Bangladesh.

- Gender perspectives on Biodiversity. CBD and UNBiodiversity. http://womenwatch.unwomen.org/environment
- Women and Natural Resources. Unlocking the Peacebuilding Potential. UNEP, UNwomen, PBSO and UNDP (2013). http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2013/11/unep_un-women_pbso_undp_gender_nrm_peacebuilding_report%20pdf.pdf?vs=1455
- Gender and Biodiversity. Living in harmony with nature. UNDO. https://www.cbd.int/gender/doc/fs_gender_long.pdf
- Biodiversity and equality between women and men. https://www.oecd.org/dac/gender-development/1849290.pdf
- Gender in Forest Tenure: Pre-requisite for sustainable Management. Brief # 1, Rights + Resources (2012). http://theredddesk.org/sites/default/files/resources/pdf/2012/gender_in_forest_tenure_-_forest_management_nepal.pdf